উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৮ আশ্বিন ১৪৩০ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 26 September 2023 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

রাজ্যপালের আমেরিকা সফর বাতিল

›› সাতের পাতায়

আজ ভিসা পাবেন বাবররা

›› বারোর পাতায়

আয়তনে বাড়তে পারে শিলিগুড়ি

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : কলেবরে বাড়তে চলেছে শহর শিলিগুড়ি। অন্তত এমনই ইঙ্গিত দিচ্ছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। পুরনিগমের তরফে এ ব্যাপারে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। মেয়রের দাবি, সেই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছেন মন্ত্রী। পুজোর পরই শুরু হবে মাটিগাড়া, শালবাড়ি, ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকা ও ফুলবাড়ির একাংশকে শহরের আওতায় নিয়ে আসার জন্য সমীক্ষার কাজ।

প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, কোন কোন এলাকা নিয়ে বৃহত্তর শিলিগুড়ি গড়া যায় সেই বিষয়টি যেমন দেখা হবে তেমনই এলাকা বাড়লে শহরের ওয়ার্ডের সংখ্যাও কত বাড়বে, সেটাও মাথায় রাখা হবে। মাটিগাড়ার বাসিন্দা তথা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি তাপস সরকারের অবশ্য দাবি, 'শুধু মাটিগাড়ার একটা অংশ নয়। গোটা মাটিগাড়া ব্লকটাই শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। না হলে মাটিগাড়া ব্লক নিয়ে একটা আলাদা পুরসভা করা হোক।'

'৯৪ সালে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের পর শিলিগুড়িতে এখন ৪৭টি ওয়ার্ড রয়েছে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, মাটিগাড়ার একটা অংশ, শালবাড়ি, ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকা, ফুলবাড়ি-১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা নিয়ে বর্ধিত শিলিগুড়ি পুরনিগম গঠন হবে। কারণ, ১৯৯৪ সালের পর থেকে আর শিলিগুড়ি শহরকে বাড়ানোর বিষয়ে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। কিন্তু এখন মাটিগাড়া, শালবাড়ি কিংবা ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত হলেও বাস্তবে এই এলাকাগুলি শহরের বর্ধিত অংশ হয়ে উঠেছে। এখানকার বাসিন্দারা দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে শুরু করে চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় পরিষেবার জন্য শহরের উপরই নির্ভর করেন। কিন্তু পুরনিগমের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন এসব এলাকার লক্ষাধিক মানুষ।

মেয়রের কথায়, 'পুরনিগমগতভাবে আমাদের কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীও এই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করেন। যার ফলে তিনি বিষয়গুলি জানেন। সংলগ্ন এলাকাগুলি নিয়ে শহরটা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এরপর সরকার কী বলে, সেটাও আমরা দেখব। পুরমন্ত্রীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে। তিনি সহমত হয়েছেন।'

নগরায়ণের পথে

- মাটিগাড়া, শালবাড়ি, ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকা ও ফুলবাড়ির একাংশকে শহরে জোড়ার প্রস্তাব
- মেয়রের দাবি, প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী
- আঠারোখাইকে আলাদা পুরসভার দাবি রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে
- মাটিগাড়া ও বাইপাস এলাকায় পরিষেবা দেওয়া পঞ্চায়েতের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না

মাটিগাড়ার আঠারোখাইকে আলাদা পুরসভা করার দাবি রয়েছে অনেকদিন থেকেই। শিবমন্দির ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকার জনঘনত্ব শহরের থেকে কিছু কম নয়। একই অবস্থা মেডিকেল সংলগ্ন এলাকারও। এই এলাকায় একাধিক উপনগরী গড়ে ওঠায় জনসংখ্যা হুহু করে বাড়ছে। বাইপাস সংলগ্ন এলাকারও নগরায়ণ হচ্ছে দ্রুতগতিতে। গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে এই এলাকাগুলিতে পরিষেবা দেওয়া কার্যত অসম্ভব। *এরপর দশের পাতায়*

সিকিমের রাস্তা খুলছে না এখনই

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : বৃষ্টি কমলেও আপাতত 'অবরুদ্ধ' সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। শ্বেতিঝোরায় রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু হলেও কবে এই পথে নতুন করে গাড়ির চাকা গড়াবে, সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারছেন না প্রশাসনিক কর্তারাও। ফলে আরও কয়েকদিন যে দুর্ভোগে পড়তে হবে পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমের মধ্যে চলাচলকারীদের, তা একপ্রকার নিশ্চিত। নেতিবাচক প্রচারে পাহাড়ের পুজো পর্যটন নিয়েও আশঙ্কা দানা বাঁধছে।

কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়াম টি বলেন, 'রাস্তার একটা অংশ সম্পূর্ণভাবে ধসে যাওয়ায় জাতীয় সড়কটি দিয়ে যান চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। তবে কবে রাস্তাটি দিয়ে যান চলাচল করতে পারবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। কাজের ক্ষেত্রে অন্তত দুই-তিনদিন লাগবে।'

আবহাওয়ার পরিস্থিতির ওপর অবশ্য নির্ভর করছে রাস্তা সংস্কারের কাজ। যদিও আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'বিহারের ওপর অবস্থান করা ঘূর্ণাবর্তটি সরে গিয়েছে। ফলে চলতি মাসে ভারী বৃষ্টির আর কোনও সম্ভাবনা নেই।'

প্রবল বর্ষণের জেরে রবিবার সিকিমগামী জাতীয় সড়কের একটা অংশ ধসে গেলেও পরে তা বড় আকার নিয়ে সম্পূর্ণভাবে বসে যায়। ফলে শ্বেতিঝোরা এলাকায় জাতীয় সড়কটিতে খালের সৃষ্টি হয়। রবিবার রাত থেকেই বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। বর্তমান যা পরিস্থিতি তাতে রাস্তাটি কবে সচল হবে, তা অনিশ্চিত। সেমবার খালটিতে বোল্ডার ও মাটি ফেলার কাজ শুরু হলেও রাস্তাটি সচল করতে আরও কয়েকদিন লাগবে বলে পূর্ত দপ্তরের ন্যাশনাল হাইওয়ে ডিভিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। এক আধিকারিক বলছেন, 'রাস্তার দুই পাশে গার্ডওয়াল তৈরিও করতে হবে। নাহলে মাটি ও বোল্ডার ধরে রাখা যাবে না। ফলে এখনই বলা যাচ্ছে না রাস্তা মেরামতির কাজ কবে শেষ হবে।'

১০ নম্বর জাতীয় সড়কটি বন্ধ থাকায় যথারীতি এদিনও পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের মধ্যে গাড়ি চলাচল করেছে ঘুরপথে। শিলিগুড়ি ও গ্যাংটকের মধ্যে যান চলাচল করেছে গরুবাথান-লাভা পথে। *এরপর দশের পাতায়*

এশিয়ান গেমসে একই দিনে জোড়া সোনা এল ভারতের ঘরে। মেয়েদের ক্রিকেটে সেরা হওয়ার পর জাতীয় পতাকা হাতে উল্লাস রিচা ঘোষ, হরমনপ্রীত কাউরদের (উপরে)। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে দলগতভাবে স্বর্ণপদক পাওয়ার পর তিন সোনার ছেলে রুদ্রাংশ পাতিল, ঐশ্বরী প্রতাপ সিং তোমর ও দিব্যংশ সিং পানোয়ার। হ্যাংঝৌয়ে।

ভারতের সোনার সংসার

হ্যাংঝৌ, ২৫ সেপ্টেম্বর : শুরুটা হল শুটিং দিয়ে। শেষটা করল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। নিটফল, চলতি এশিয়ান গেমসে সোমবার একদিনে জোড়া সোনা এল ভারতের ঘরে।

ভারতবাসী তখনও ঠিকমতো জাগেনি। তবে ঘুমচোখে টিভির পর্দায় বা মুঠোফোনে অনেকেই নজর রেখেছিলেন। ভোর ৬.৩০ মিনিটে সেই ক্রীড়াপিপাসুদের হতাশ করেনি ভারতীয় পুরুষ শুটিং দল। গতকাল মেহুলি ঘোষরা যে ইভেন্টে রুপো জিতেছিলেন, সেই ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের দলগত বিভাগে চলতি গেমসে দেশকে প্রথম সোনা এনে দিলেন ঐশ্বরী প্রতাপ সিং তোমর, রুদ্রাংশ পাতিল, দিব্যংশ সিং পানোয়ার। মহিলাদের মতো পুরুষদের দলগত ইভেন্টেও কম্বাইন্ড স্কোরের ভিত্তিতে জয়পরাজয় নির্ধারিত হয়। এদিন ঐশ্বরীদের টেক্কা দেওয়ার জন্য দক্ষিণ কোরিয়া, চিনের মতো চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু নিখুঁত পারফরমেন্সে দেশকে সোনালি মুহূর্ত উপহার দেন রুদ্রাংশরা। পোডিয়ামের শীর্ষস্থানের সঙ্গে ১৮৯৩.৭ স্কোর নিয়ে নয়া বিশ্বরেকর্ডও গড়ে ফেলে ভারতীয় দল।

দুপুর ৩টা নাগাদ আসমুদ্রহিমাচলের খুশি দ্বিগুণ করে দেন রিচা ঘোষ, তিতাস সাধু, স্মৃতি মান্ধানারা। শ্রীলঙ্কাকে ফাইনালে ১৯ রানে হারিয়ে এশিয়াড থেকে ভারতকে প্রথমবারের জন্য সোনা এনে দেয় মহিলা দল। টসে জিতে ভারত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১১৬ রান তোলে। মান্ধানা ৪৬ ও জেমিমা রডরিগেজ ৪২ রান করেন। ছয় দিয়ে ইনিংস শুরু করলেও ৯ রানের বেশি এগোতে পারেননি শিলিগুড়ির রিচা। জবাবে শ্রীলঙ্কা ৮ উইকেটে ৯৭ রানে আটকে যায়। বল হাতে আগুন ঝরালেন আরেক বঙ্গতনয়া তিতাস (৬/৩)। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন রাজেশ্বরী গায়কোয়াড় (২০/৩)। একটি ক্যাচ ধরেন ও একটি স্টাম্পিং করেন রিচা।

একনজরে

অভিষেকের সম্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন

লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস মামলায় ইডি'র তদন্তের গতিতে রুষ্ট বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সোমবার আদালতে তিনি ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন, 'এই তদন্তের নিটফল শূন্য'। এই মামলায় সংস্থার কর্তাদের বিস্তারিত তথ্য চেয়েছিল আদালত। কিন্তু এদিন ইডি সেই তথ্য পুরোপুরি দিতে পারেনি। এরপরই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তি ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। সেইসঙ্গে অভিষেকের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তিরও হিসেব দিতে ইডিকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মামলাটির পরবর্তী শুনানি ২৯ সেপ্টেম্বর।

›› *বিস্তারিত সাতের পাতায়*

'কংগ্রেসের রাশ নকশালদের হাতে'

মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে বিধানসভা ভোটে এগিয়ে আসার সঙ্গে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার ভোপালে দলের প্রচারে গিয়ে মোদি দাবি করেন,প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ শহুরে নকশালদের হাতে চলে গিয়েছে। তাঁরা শতাব্দী প্রাচীন দলটিকে মরচে পড়া লোহায় পরিণত করেছে। প্রধানমন্ত্রীর তোপ, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে বিমারু (অসুস্থ) হয়ে পড়বে মধ্যপ্রদেশ। যেসব রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় রয়েছে সেগুলিকে তারা ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের শাসনে একই পরিণত হবে মধ্যপ্রদেশের। এদিনই জয়পুরে রাজস্থানের শাসকদল হিসাবে কংগ্রেসকে শূন্য দিয়েছেন তিনি।

›› *বিস্তারিত সাতের পাতায়*

কথায় কথায়

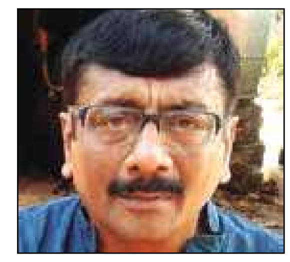

নিজের কথায় পঞ্চমুখ, শুধু জরুরি প্রশ্নে 'মৌনমোহন'

আশিস ঘোষ

প্রতি সোমবার নিয়ম করে মৌনব্রত পালন করতেন মহাত্মা গান্ধি। নিতান্ত জরুরি কিছু থাকলে চিরকুটে লিখে জানাতেন। সেটা ছিল তাঁর চিত্তশুদ্ধির সাধনার অঙ্গ। বাপুজির আর পাঁচটা কাজের মতো এই কাজটাতেও অন্যরা কেউ গা লাগায়নি। এ দেশে কথা বলাটাই নেতাদের অন্যতম বড় কাজ। সর্বক্ষণ তাঁরা নরমে গরমে বক্তিমে করেই চলেছেন। কম কথা বলা নেতা খুঁজেই পাওয়া মুশকিল, নেই বললেই চলে।

কথায় দারুণ পটু আমাদের প্রধান সেবক। তিনি প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও নানা কথা বলেই চলেছেন। আর কিছু না হলে রেডিও, টিভিতে নিজের মন কি বাত তো রয়েইছে। তবে সেই বাকপটু মোদিও কিন্তু সময়ে সময়ে নির্বাক। গান্ধির মতো নিয়ম করে সোমবার নয়, তবে বড় বড় ঘটনায় তিনি আশ্চর্য নীরব। একেবারে স্পিকটি নট। শত গালমন্দেও মুখে সেলোটেপ লাগিয়ে বসে থাকেন। তাঁকে কথা বলায় কার সাধ্যি। তাঁর মৌনব্রত বিশেষ বিশেষ সময়ে। তিনি কেন মুখ খোলেন না তা নিয়ে দিস্তে দিস্তে লেখা হলেও তাঁর বয়েই গেল। তিনি তাঁর জায়গায়। অটল, অনড়।

তাঁর নীরবতা শুধু দেশে নয়, বিদেশেও ইদানীং চর্চিত। পছন্দের সাংবাদিক না হলে তিনি কোনও ইন্টারভিউ দেন না। সাংবাদিক বৈঠক তো দূরস্থান। মার্কিন মুলুকে এমনটা হয় না। অন্য কোনও রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে বৈঠক হলে তাঁরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। তাঁদের প্রশ্নের জবাব দেন। এটাই রীতি। আট বছর পর এবার মোদি-বাইডেনের সঙ্গে কথার শেষে বহু পীড়াপীড়িতে একটিমাত্র প্রশ্নের জবাব দিতে এলেও মার্কিন *এরপর দশের পাতায়*

ফিঙ্গারপ্রিন্ট জালিয়াতির শিকার প্রধান

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৫ সেপ্টেম্বর : ফিঙ্গারপ্রিন্ট জালিয়াতির শিকার এবার চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানও। তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা গায়েব হয়েছে। এদিকে, চোপড়া সহ ইসলামপুর এলাকার একটি বড় অংশজুড়ে এই কারবারিরা সক্রিয় বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। বিভিন্ন ব্যাংকের কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্টগুলির (সিএসপি) একাংশ থেকে এই জালিয়াতি করা হচ্ছে বলে তদন্তকারীদের প্রাথমিক ধারণা। এই সূত্রে পুলিশ এই সিএসপিগুলির ওপর কড়া নজরদারি শুরু করেছে। সোমবার চোপড়ার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি সিএসপি সিল করা হয়।

ফিঙ্গারপ্রিন্ট জালিয়াতি কাণ্ডে গত ২১ সেপ্টেম্বর চোপড়া থানার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তারের পর থেকেই পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় লাগাতার অভিযান শুরু করেছে। তবে নতুন করে গ্রেপ্তারির কোনও খবর নেই। চোপড়া থানার আইসি সঞ্জয় দাস বলেন, 'নতুন করে গ্রেপ্তারির কোনও খবর নেই। এ বিষয়ে পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এদিন নারায়ণপুর এলাকায় একটি সিএসপি সিল করা হয়েছে।'

ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা আঙুলের ছাপ দিয়ে জালিয়াতি করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েবের বেশ কয়েকটি ঘটনা সম্প্রতি সামনে এসেছে। কীভাবে এই ঘটনাটি ঘটানো হচ্ছে তা নিয়ে তদন্তকারীরা চিন্তায়। বিশেষজ্ঞদের একটি অংশ জানিয়েছেন, যে সমস্ত নথিপত্রে আঙুলের ছাপের ব্যবহার রয়েছে, বিশেষ প্রযুক্তিতে সেই আঙুলের ছাপের রাবার প্রিন্ট তৈরি করে বিভিন্ন ওয়ালেট ও আধার নম্বর ব্যবহার করা হয় এমন আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জালিয়াতি করা হচ্ছে। আর এই সূত্রেই বিশেষজ্ঞরা সবাইকে আধার লকের পরামর্শ দিচ্ছেন।

ইতিমধ্যেই এ জাতীয় একের পর এক প্রতারণার ঘটনা সামনে আসা শুরু হয়েছে। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। প্রধান জিয়ারুল রহমানের কথায়,

সতর্কতায় পরামর্শ

- চোপড়ার প্রধানের অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও ১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা
- গ্রামীণ এলাকায় কাজ করা ব্যাংকের সিএসপিগুলি এই জালিয়াতিতে যুক্ত বলে ধারণা পুলিশের
- সোমবার চোপড়ার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি সিএসপি সিল, সতর্কতার পরামর্শ

'সপ্তাহখানেক আগে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে এই টাকা সরানো হয়। সম্প্রতি বিষয়টি আমার নজরে আসে। আমার মতো অনেকেই প্রতারিত হয়েছেন। হতদরিদ্র অনেকের অ্যাকাউন্ট থেকে তিন-চার হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে।' দাসপাড়ার বাসিন্দা মুজাফফর আলমের দাবি, সম্প্রতি তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ১০ হাজার টাকা অন্যের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করা হয়। *এরপর দশের পাতায়*

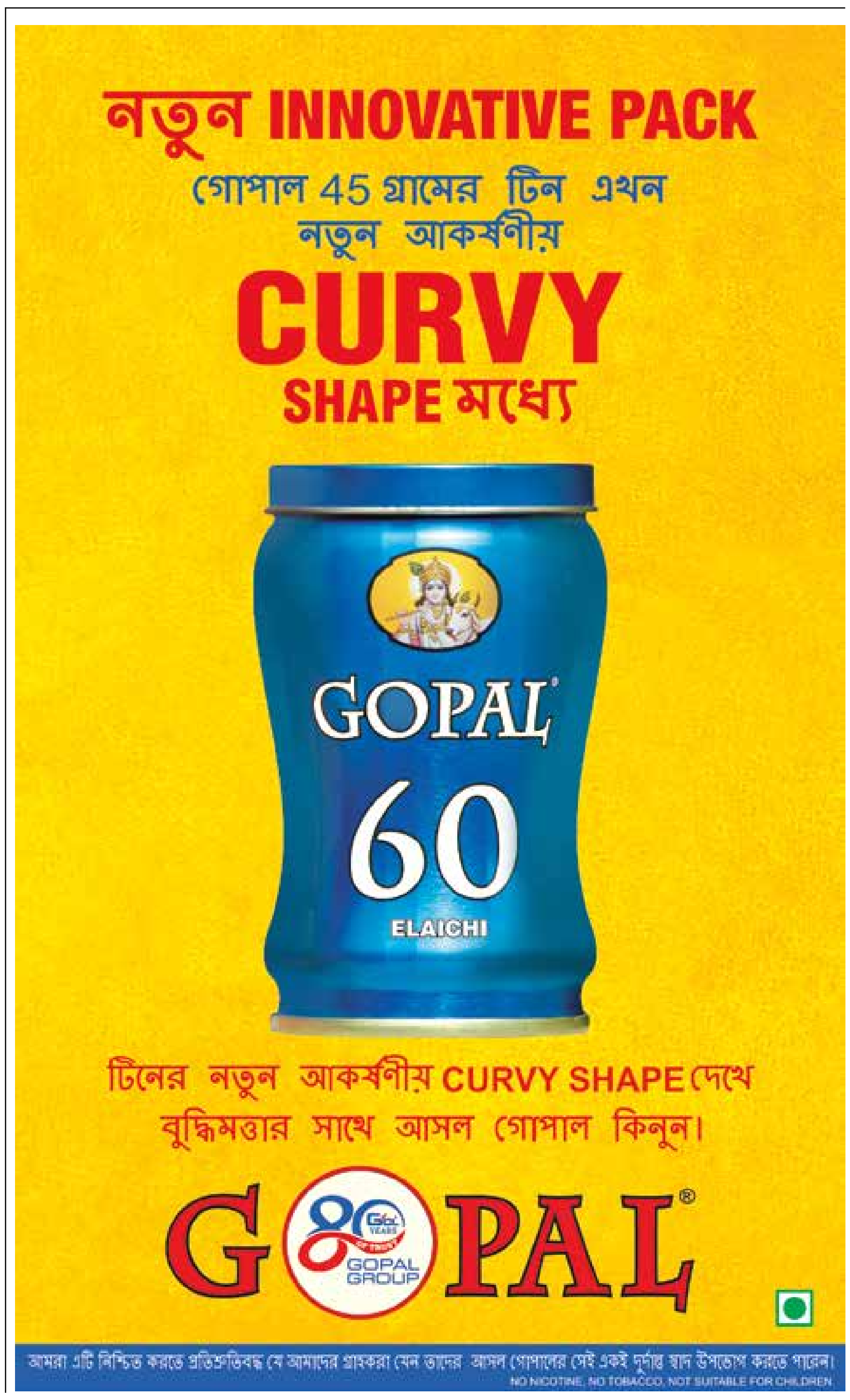

৭১ বছরে গ্র্যাজুয়েট আর্থার

নিউ ইয়র্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থার রোস। যাঁর বর্তমান বয়স ৭১। স্কুলের পাঠ শেষ করে অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে তিনিও কলেজে পা রেখছিলেন। সেটা অবশ্য ১৯৬৯ সাল। ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে স্নাতক স্তরের পড়াশোনা শুরু করেন তিনি। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ইংরেজি থেকে মন উঠে যায় তাঁর। সময় কাটাতে শুরু করেন কলেজে নাটক বিভাগে। নিজের ক্লাস না করে, নাটকের ক্লাসেই বুঁদ হয়ে থাকতেন আর্থার। শুধুমাত্র ক্লাস করাই নয়, সেখানকার বন্ধুদের সঙ্গে জোরকদমে থিয়েটার করাও শুরু করেন তিনি।

জীবন থেকে ইংরেজি সাহিত্যের পাঠ একেবারেই চুকিয়ে দিলেন। সে নিয়ে কোনও আক্ষেপ ছিল না তাঁর। তখন তিনি মনেপ্রাণে অভিনেতা হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। তৎকালীন থিয়েটার ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে তখন তাঁর ওঠাবসা। কিন্তু বিধি বাম। সেখানেও বিস্তর গণ্ডগোল। যা কিছু স্বপ্ন দেখতেন, সামনে থেকে তা দেখার পর একেবারেই পোষাল না আর্থারের। বুঝলেন, এই কাজ তাঁর ভালোবাসার হলেও পেশা হিসেবে একে বেছে নেওয়া অসম্ভব। তাই নাটক নিয়েও গ্র্যাজুয়েশন শেষ হল না তাঁর। পড়াশোনা শুরু করলেন ওকালতি নিয়ে। সেখানে ডিগ্রি অর্জন করে পেশা হিসেবে ওকালতিকেই বেছে নিলেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর নির্দিষ্ট একটি ফার্মে কাজও করলেন। কিন্তু সবসময় মনে হত, তিনি স্নাতক স্তরের পড়াশোনা শেষ করেননি। তাই দীর্ঘ কর্মজীবনের পর ফের ভর্তি হন সেই পুরোনো ইউনিভার্সিটিতে। এবার অবশ্য ইংরেজি বা নাটক, কোনওটাই নয়। পড়াশোনা শুরু করলেন ইতিহাস নিয়ে। সেটা ২০১৮ সাল। তারপর আরও বছর পাঁচেক। শেষপর্যন্ত স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পূর্ণ হল তাঁর। ৭১ বছর বয়সে গ্র্যাজুয়েট হলেন তিনি। এমন নজির আর কারও নেই। তাই বিশ্বরেকর্ডের খাতাতেও তাঁর নাম উঠেছে।

সাফল্যে উজ্জ্বল উত্তরবঙ্গের দুই কন্যা

চম্পাসারির অভিকার দাপুটে অভিনয়

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছে থাকলেও শিলিগুড়ির অভিকার স্বপ্নপূরণ হল চিকিৎসক হয়ে। তাও আবার স্কুলের গণ্ডি না পেরোতেই। ভাবছেন স্কুল পাশ না করে ডাক্তার হওয়া সম্ভব কী করে? তাহলে খোলসা করা যাক। আসলে পুরোটাই চিত্রনাট্যের কামাল। যেখানে স্টার জলসার একটি সিরিয়ালে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছে চম্পাসারির বাসিন্দা অভিকা মালাকার।

কথায় বলে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। এই প্রবাদ যে সত্যি তা প্রমাণ করল অভিকা ওরফে রানী। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার জন্য যখন তার পরিবারের সবাই ভেবেছিল তার চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্নপূরণ হবে না। সবাইকে চমকে দিয়ে ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় সে। তারপরই সন্তান ও ডাক্তারি নিয়ে শুরু হয় তার পথচলা। এই জার্নিতে কতটা সাফল্য পাবে স্টার জলসার এই নতুন সিরিয়াল 'তোমাদের রানী'। নতুন এই পথচলা নিয়ে অভিকা বলে, 'টিভিতে নায়ক-নায়িকাদের দেখে তাদের মতো অভিনয় করতাম। বিশেষ করে বলিউড দিভা রানি মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় আমার খুব ভালো লাগে। মডেলিং করলেও কোনওদিনই অভিনয় শিখিনি। আমার যে অভিনয় করার ইচ্ছে রয়েছে তা আমার নাচের শিক্ষক আনওয়ার হুসেন স্যর জানতেন। তিনিই আমার কাছে এই সুযোগ এনে দেন।' যদিও প্রতারকদের কাছ থেকে দূরে থাকার পরামর্শও দিয়েছে অভিকা। কারণ অনেকেই, অভিনয় করার জন্য না বুঝেই ভুল ফাঁদে পা দিয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে আগে থেকে ভালো করে যাচাই করা দরকার বলে সে জানায়।

অভিকা মালাকার

টিভির পর্দায় অভিকার অভিনয় ইতিমধ্যেই মন ছুঁয়েছে দর্শকদের। এত ছোট বয়সে তার সাবলীল অভিনয়ে মুগ্ধ পরিচালক, প্রযোজকও। কীভাবে এত ছোট বয়সে মুখ্য চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ মিলল। এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে অভিকা জানায়, সে পড়াশোনা করে সময় পেলেই ইউটিউবে নায়ক-নায়িকাদের ইন্টারভিউ, অডিশন, অ্যাক্টিং দেখত। তবে অনেকবার অভিনয়ের জন্য চেষ্টা করে থাকলেও সেই সুযোগ হাতে পায়নি। তবে তার বাবা স্বপন মালাকার যখন যেখানে অডিশনের খোঁজ পেয়েছেন মেয়েকে সেখানে নিয়ে গিয়েছেন। আজকের তার এই সাফল্যের নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বারংবার দিদি অবীরা মালাকারের কথা জানায় অভিকা। কারণ দিদির হাতেই তার প্রাথমিক মেকওভার।

মেয়ের এই সাফল্যের জন্য খুশি মা সোনালি মালাকারও। অনেকের কাছেই এখন তিনি 'রানী'র মা। দুর্গাপুজোতে শিলিগুড়ির যে কোনও মণ্ডপেই আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে নতুন এই অভিনেত্রীর। কারণ অষ্টমী থেকে দশমী শহরেই থাকছে সে।

দিনমজুরের মেয়ের স্থান অনূর্ধ্ব ১৯ বাংলা ক্রিকেট টিমে

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ বাবা দিনমজুর। মা পরিচারিকা। আর্থিক অনটনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয় মর্জিনা খাতুনকে। সেই লড়াই বিফলে যায়নি। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন কোরানি পাড়ার মেয়ে মর্জিনা খাতুন অনূর্ধ্ব ১৯ বাংলা মহিলা ক্রিকেট দলে স্থান পেয়েছে। সোমবারই ইন্দোরের উদ্দেশে বাংলা দলের অন্য সদস্যদের সঙ্গে মর্জিনা রওনা দিয়েছে। সেখানে অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হতে চলেছে।

ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের প্রতি এই মেয়েটির ঝোঁক যথেষ্টই। জলপাইগুড়ি রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের কোচিং ক্যাম্পে কোচ পার্থ মণ্ডলের নজর কাড়ে মর্জিনা। মর্জিনা অলরাউন্ডার। বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্যাটিংয়ের হাতটাও বেশ ভালো। আর্থিক অনটনের কারণে খেলার সরঞ্জাম কেনার সামর্থ্য না থাকায় মর্জিনার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন এবং জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থা। সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে মর্জিনা। তার লক্ষ্য আগামীদিনে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য হওয়া। মেয়ের বাংলা দলে সুযোগ পাওয়ার বিষয়ে বাবা এবং মা দারুণ খুশি। তাঁরা উভয়েই বলেন মর্জিনা ভালো খেলোয়াড় হোক- এটাই আল্লার কাছে একমাত্র প্রার্থনা। রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন এবং জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে মর্জিনার বাবা-মা ভুলে যাননি।

জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব কুমার দত্ত বলেন, 'জলপাইগুড়ি থেকে মর্জিনা খাতুন নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে বাংলা দলে সুযোগ করে নিয়েছে। এটা আমাদের কাছে অহংকার

মর্জিনা খাতুন

এবং গৌরবের। মর্জিনাকে জেলা ক্রীড়া সংস্থা আগামীতে সাধ্যমতো সহায়তা করবে।' জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট সাব-কমিটির চেয়ারম্যান ভোলা মণ্ডল বলেন, 'কোচ পার্থ মণ্ডল মেয়েটিকে তৈরি করেছেন। আমরা সংস্থাগতভাবে যেমন ওকে সহায়তা করব, তেমনি ব্যক্তিগতভাবেও সহায়তা করব। বাংলা দল থেকে আগামীতে ভারতীয় দলে মেয়েটি খেলবে, এটাই প্রত্যাশা করি।'

বাঁশির সুরে বন্ধুর পাশে

ঢাকা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ মহম্মদ আইমান মাহমুদের মুখে অক্সিজেন মাস্ক লাগানো। বিছানায় বসে বাঁশির সুরে ধীরে ধীরে মাথা দোলাচ্ছেন। তাঁর পাশেই বসে বাঁশি বাজাচ্ছেন কামরুল হাসান। আইমানের দুপুরের খাবার এগিয়ে দেন সাজ্জাদ আহমেদ। আইমান, কামরুল ও সাজ্জাদ তিন বন্ধু। অসুস্থ আইমানকে খুশি রাখতে রোজ বাঁশি বাজান কামরুল। পাশে থাকেন সাজ্জাদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ বুদ্ধিজীবী ডাঃ মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিকেল সেন্টারে গেলে এ দৃশ্য চোখে পড়বে। আইমান অ্যাজমা ও ফুসফুসে সংক্রমণের কারণে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারদা সূর্য সেন হলের সিনিয়ার ও বন্ধুরা অ্যাম্বুল্যান্সে করে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসায় কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি আছেন আইমান। রাতে পালা করে একজন বন্ধু বা হলের সিনিয়াররা তাঁর সঙ্গে থাকছেন। রাতদিন বাইরে থেকে ওষুধ কেনা সহ যখন যা লাগছে, তার সবই করছেন এই বন্ধু ও সিনিয়াররা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী আইমান।

তিনি বলেন, 'এই বন্ধু এবং হলের বড় ভাইয়েরা না থাকলে আমি কীভাবে টিকে থাকতাম, তা ভাবতেও ভয় লাগছে। অথচ এইসব মানুষের সঙ্গে পরিচয় বা বন্ধুত্ব দেড় মাসের। এই বন্ধুরা জীবন নিয়ে নতুন করে ভাবতে সহায়তা করছে।'

স্মরণে

স্বর্গীয় ধৈর্য নাথ সরকার পিতা মৃত লক্ষণ সরকার, গ্রাম+ পোস্ট ভেলাপেটা, থানা তুফানগঞ্জ, জেলা কোচবিহারের বাসিন্দা ছিলেন। জন্ম : ০১/০১/১৯২০। মৃত্যু : ২৪/০২/১৯৮৬। ৩৭ তম বাৎসরিক শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানে তার আত্মার শান্তি কামনা করি, পরিবারের সকল সদস্য। (C/107574)

লোন

প্রোজেক্ট লোন, হোম, ল্যান্ড পার্চেজ, মর্টগেজ, ক্যাশ ক্রেডিট, OD, বিজনেস, সিকিউরেড/আনসিকিউরেড, পার্সোনাল। Ph : 9002090243. (C/107439)

ব্যবসা/বাণিজ্য

পার্ট টাইমে অন/অফলাইন কাজে সিরিয়াস ব্যক্তি চাই। হোয়াটস অ্যাপ/ কল-9433766101/ 7595817526. (K)

ভাড়া

শিলিগুড়ি ভেনাস মোড়ে দোতলা ও চারতলায় শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য ২টি সিঙ্গলরুম ভাড়া দেব। M : 9476386697. (C/107468)

শিক্ষা/দীক্ষা

Siliguri Tea Training Institute, Shivmandir, Siliguri, Phone-8372059506 Post Graduate Diploma in Tea Management. Duration : 6 months. Course Fee : Rs. 50000/- (Payable in 5 instalments). Certificate Course in Tea Management, Duration : 4 months, Course Fee : Rs. 40000/- (Payable in 4 instalments. (M/M)

ভর্তি চলিতেছে

২০২৩-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে কোচবিহার জেলায় স্বনামধন্য B.Ed কলেজে কয়েকটি আসনে ভর্তি চলিতেছে। 9851401724/7384532442. (B/S)

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে ছোট পরিবারে কাজের জন্য দিন রাতের বাধা কাজের মেয়ে/মহিলা চাই। ফোন - 7001937203 (M). (C/107471)

অ্যাফিডেভিট

আধার ও ভোটার কার্ডে নাম আলাদা আলাদা থাকায় 25.09.2023 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Soma Ghosh এবং Sunipa Ghosh Banik এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/107472)

●

We, Sadhan Mishra and Tripti Mishra, parents of Suman Mishra, our son, disown our son from our movable and immovable property and revoke permission given to Suman Mishra & his wife Priyanka @ Rita Das, to stay in our home at Lalmon, Gossainpur, P.O. and P.S. Bagdogra, Dist Darjeeling, W.B. by declaration dated 22/09/2023 before Notary Public Siliguri. (C/107575)

●

I, Arindam Das by an affidavit sworn before the J.M., 1st court, Coochbehar Sadar on 22-9-23 that from this day I 'Arindam Das' will be known to all as 'Sumi Das,' and I will put my signature in all papers and documents as only 'Sumi Das.' Gangaler Kuthi, Gheghir Ghat, Kotwali, Coochbehar. (C/106190)

জ্যোতিষ

তন্ত্র ভৈরব শ্রী অনুরাগ শাস্ত্রী কামিনী মোহনী বশীকরণের শ্রেষ্ঠ ব্যবসা, প্রেম, বিবাহ, শত্রু দমন বিভিন্ন কঠিন সমস্যা চিরস্থায়ী প্রতিকার বিফলে মূল্য ফেরত। ২৮ কোচবিহার/ ২৯ শিলিগুড়ি/৩০ মালদা। 7076653802. (K)

হার সত্ত্বেও ভোটে লড়াই ৯৪ বার

লখনউ, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ বলা হয় মানুষ শুধু জয়ীদেরই মনে রাখে। পরাজিতদের কথা মনে রাখে না কেউই। কিন্তু এই ধারণা ভুল প্রমাণ করে ছাড়ছেন উত্তরপ্রদেশের এক ব্যক্তি। ৯৪ বার বিভিন্ন রকমের ভোটে হেরেও লড়াইয়ের ময়দান থেকে পালিয়ে আসার বান্দা নন তিনি। লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত- ভোট যেমনই হোক না কেন, তাঁর হারার রেকর্ড অক্ষুণ্ণ। এতে অবশ্য তাঁর কোনও হতাশাও নেই। আর পরেরবার ভোটে দাঁড়াতে তিনি দ্বিধাও করেন না। কেননা যাঁর কথা হচ্ছে, তিনি তো জিততে ভোটে দাঁড়ান না। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন হারার জন্যেই।

শুনতে অদ্ভুত লাগলেও, তথ্য-পরিসংখ্যানের বাস্তব যা বলছে, তা গল্পের থেকে কম কিছু নয়। ভোটে হারার নেশায় মশগুল এই ব্যক্তির নাম হাসনুরাম অম্বেদকারি। বয়স ৭৫। একসময় চাকরি করতেন রাজস্ব দপ্তরে। প্রথমবার ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন সেই ১৯৮৫ সালে। সেবার যে হারার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন তা নয়। কিন্তু ফল বেরোলে দেখা গেল শোচনীয় পরাজয় হয়েছে হাসনুরামের। এমনকি নিজের স্ত্রীও তাঁকে ভোটটি দেননি। সেই থেকে যেন জেদ চেপে গেল হাসনুরামের। সেবারই ঠিক করে নেন, এরপর থেকে যে রকমই ভোট হোক না কেন, তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। আর এবার থেকে আর জেতার চিন্তা করবেন না। সবাই তো জেতার জন্যই ভোটে দাঁড়ায়। তিনি নয় হারার দলেই থাকবেন। তা নিজের জেদ বেশ ভালোই বজায় রেখেছেন তিনি। ইতিমধ্যে ৯৪ বার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

প্রতিবারই উপহার পেয়েছেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত পরাজয়। তবে হারার জন্য ভোটে দাঁড়ালেও কিন্তু লক্ষ্য ছোট করেননি হাসনুরাম। হারতেই যখন হবে, তখন সবরকম ভোটে হারাই ভালো। একবার তাই রাষ্ট্রপতি পদের জন্যও লড়বেন বলে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু সেবার তাঁর নমিনেশন বাতিল হয়। কী আর করা যাবে! রাষ্ট্রপতি পদে লড়ে হারা হল না হাসনুরামের। কিন্তু তিনি তো থেমে থাকার পাত্র নন। তারপরেও একের পর এক ভোটে দাঁড়িয়েছেন। শেষবার ২০২২ সালের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার ভোটে লড়েছিলেন হাসনুরাম। কিন্তু ফলাফলে কোনও ব্যতিক্রম হয়নি।

তবে মানুষটা যে ব্যতিক্রমী সে তো বোঝাই যাচ্ছে। শোনা যায়, প্রথমবার ভোটে হেরে ভারী দুঃখ পেয়েছিলেন হাসনুরাম। নিজের স্ত্রীর ভোটটি না পাওয়ায় তাঁর মন ভেঙেছিল সম্ভবত। তারপরই হারের জন্য ভোটে দাঁড়ানোটা একেবারে অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন তিনি। আর এখন তাঁর লক্ষ্য, পরাজয়ের সেঞ্চুরি হাঁকানো। লক্ষ্যের অনেকটা কাছাকাছিও চলে এসেছেন তিনি। এবারের ভোটে হারলে তাঁর স্কোর হবে ৯৫। যে দেশে ভোটে জেতার জন্য কী না কী করে থাকেন নেতা-নেত্রীরা, সেখানে হারার জন্য ভোটে দাঁড়ানোর গল্প সত্যি অবাক করার মতোই। নিতান্ত সাধারণ মানুষ হাসনুরাম। এই পৃথিবীতে নানা ক্ষেত্রে প্রতিদিন হেরে যায় অসংখ্য মানুষ। হাসনুরাম যেন তাঁদেরই সার্থক প্রতিনিধি। তবে হেরে যাওয়াকেও যে এভাবে বড় করে তোলা যায়, হারই যে উদযাপনের বিষয় হয়ে উঠতে পারে, তা হাসনুরামের মতো কে আর দেখিয়ে দিতে পেরেছেন! প্রতিবার ভোটে হেরে হাসনুরাম যেন বলে দেন, এ পৃথিবীতে জিতে যাওয়ার কাহিনী শুধু নয়, হেরে যাওয়ার গল্পও একদিন বড় হয়ে উঠতে পারে।

নৃত্যের তালে।। করম উৎসব উদযাপন আদিবাসী মহিলাদের। রবিবার নদিয়ায়। -পিটিআই

হিন্দুদের মিছিলে মুসলিমদের জল বিলি

মুম্বই, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ লাউডস্পিকার থেকে শুরু করে হনুমান চালিশা বিতর্ক, সাম্প্রতিককালে বারবার নানাভাবে উসকে উঠেছে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা। তবে সেই বিভেদ দূরে সরিয়ে মুম্বইতে এক গণেশপুজোর মিছিলে জল বিতরণ করতে দেখা গেল মুসলিম ভাইদের। দীর্ঘসময় পর্যন্ত বিধর্মীদের হাতে জল খাওয়া নিয়ে ছুতমার্গ ছিল বহু জায়গাতেই। তবে সেই দিন গিয়েছে। বরং মিছিলে ঘেমেনেয়ে ওঠা মানুষের মুখের সামনে ধরা ওই বোতলের জলটুকু হয়ে উঠেছে অমৃতসমান। খুশিতে ঝলমল করে উঠেছে সকলের মুখ। জল এগিয়ে দেওয়া মুসলিম ভাইটিকে জড়িয়ে ধরেছেন মিছিলের মানুষজন। আর একজনের ক্যামেরাবন্দি করে রেখেছে সেই মিলনের মুহূর্তখানা। যা পরে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

সম্প্রতি সেই ভিডিওটি টুইটারে ফের একবার শেয়ার করেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার যশোবর্ধন ঝা আজাদ। তাঁর প্রশ্ন, ভারতজুড়েই তো এই ছবিটাই দেখতে পাওয়ার কথা। তবে তাল কাটছে কেন?

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৫৯৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৫৯৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৫৬৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭৩১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭৩২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

eTender for N.I.T. No. 02 TO 09/BDO/23-24 dated: 23/9/23 and NIT-10 TO 11/BDO/23-24Dated-25/9/23. is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 07.10.2023 & 09.10.2023 upto 4.00 PM respectively. The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in and viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
Block Development Officer
Cooch Behar-II Dev. Block
Pundibari, Cooch Behar

বাড়তি আয় গরিবদের বিতরণ

শ্রীনগর, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ ভাঙাচোরা টিনের একচিলতে দোকানঘর। ঘরই বলুন আর দোকান, সবকিছুই ওই একচিলতে কুঁড়ে। উত্তর কাশ্মীরের বান্দিপোরার পির শাহাবুদ্দিন এলাকার ফুটপাথ ঘেঁষা একরত্তি দোকানেই নয় নয় করে নব্বইটিরও বেশি শীত-বসন্ত দেখে ফেলেছেন গুলাম আহমেদ। একশো ছুঁইছুঁই বৃদ্ধ সাহাবুদ্দিন পেশায় চর্মকার। অবসর শব্দটায় একেবারেই বিশ্বাস করেন না তিনি। তাই এই বয়সেও জুতো সেলাই বা পালিশের কাজ ছাড়তে পারেননি বৃদ্ধ। ছেলেমেয়ে পরিবার সবাই রয়েছে। অবস্থাও সচ্ছল।

দোকান থেকে হওয়া আয়েই চলে গুলামের। দুশো থেকে চারশো টাকা আয় হয়ে যায় কোনও কোনও দিন। কোনও কোনও দিন কম। নিজের প্রয়োজনীয় খরচ বাদ দিয়ে হাতে যেটুকু থাকে রাস্তার কোনও গরিবদুঃখী মানুষকে দান করে দেন গুলাম আহমেদ। জিজ্ঞেস করলে বলেন, আর ক'দিনই বা বাঁচব! কী হবে টাকা জমিয়ে!

দোকানে যাঁরা জুতো সারাতে আসেন, তাঁদের পরিশ্রমী হওয়ার কথা বলেন গুলাম আহমেদ। আজকালকার ছেলেপুলেরা পরিশ্রম করতে চায় না বলে আফসোস গুলামের।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ [illegible]

[illegible]

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter (MLD-62/2023-24)

আইপি ক্যামেরা নজরদারি পদ্ধতির ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এন-২০২৩-২৪-টিএসকে-এনআইটি-১১, তারিখঃ ২১-০৯-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ই-টেন্ডার নং.ঃ এন-২০২৩-২৪-টিএসকে-টি-১১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনের ইন্টারলকিং লেভেল ক্রসিং গেটগুলিতে আইপি ক্যামেরা নজরদারি পদ্ধতির ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,০৩,০৪,৭১৭ টাকা; বায়নার ধন ঃ ২,০১,৫০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৬-১০-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ১৬-১০-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিদ্যুৎ যোগান ব্যবস্থার উন্নতকরণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এন-২০২৩-কে১৪ তারিখঃ ২০-০৯-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার সংখ্যা. এন-২০২৩-কে১৪। কাজের নামঃ আয়ুর সঙ্গে অবস্থার ভিত্তিতে সেকেণ্ডারি সেলের প্রতিস্থাপন সহিত কাটিহার মণ্ডলে টেলিকম সিষ্টেমের বিদ্যুৎ যোগান ব্যবস্থার উন্নতকরণ। টেণ্ডার রাশিঃ ১,৯৮,৬৪,০০৮.৯৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৪৯,৩০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৬-১০-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৬-১০-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Near-Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010
NOTICE INVITING e-TENDER

The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms / companies / individual contractors for the following works: Tender No. 1) NIT 018/Engg/2023-24 (2nd Call), 2) NIT 019/Engg/2023-24 (2nd Call) & 3) NIT 022/Engg/2023-24 (3rd CALL), Name of Work : 1) Renovation and Extension of Burning Ghat beside Neora River under Lataguri Gram Panchayat, Dist. Jalpaiguri. 2) Construction of Drainage System from Haler Matha/ Military Road to Shivmandir NH at Kharag Singh Road, Haler Matha, Shivmandir, Matigara Block, Dist. Darjeeling & 3) Construction of Road from Main Road to Salbari Naya Basti near Krishi Bazar at Chanda Munda Road, P.O. Salbari, P.S. Pradhan Nagar, Block- Matigara, Dist. Darjeeling. Amount put to Tender- 1) Rs. 37,16,430.00, 2) Rs. 15,39,904.00 & 3) RS. 48,53,743.00. Earnest Money- 1) Rs. 74,329.00, 2) Rs. 30,798.00 & 3) Rs. 97,075.00. Tender Documents Sale / Download Start Date & Time- 26.09.2023 at 4:00 P.M. and Bid Submission End Date & Time- 13.10.2023 up to 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals - 16.10.2023 at 11:00 A.M. Date of opening of Financial Proposals - to be notified after technical evaluation. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website - www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647. Sd/- Chief Executive Officer. ICA-T19967(4)/2023

JOB OPPORTUNITY

HICKS THERMOMETER

Hicks Thermometer India Limited
Leading Health Care Company in India

Requires

· Sales Executive (West Bengal/N.E.)

Minimum 5 year experience in sales of Orthopaedic/ Surgical/Healthcare/OTC products in related Industry.
Qualification : Graduate Age upto 45 Years.
Walk in interview: on 27th & 28th Sept. 2023 between 12 p.m. to 3 p.m.

Contact : Mr. Diptesh Chatterjee Mob.: 9748926688, 9759825801
M/s. Hotel Bidhan Valley, Raja Ram Mohan Road, Silliguri - 734001
Please forward your CV on : dipteshchatterjee22@gmail.com sales@hicksindia.com

রাজ জ্যোতিষীর সন্ধান শিলিগুড়িতেই

যে কোনও কঠিন সমস্যার সমাধানের সঠিক উপায় বলে দেন

ডঃ শিব শংকর শাস্ত্রী

অগ্রিম বুকিং বাঞ্ছনীয় (তন্ত্র সাধক)

নিজস্ব চেম্বার

গ্রিন ভ্যালি, সেভক রোড, শিলিগুড়ি

9002004418 / 9434043593

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অনীতদের নাম ভাঙিয়ে মল্লিতে পুরোনো সংস্থাকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র

তিস্তার র‍্যাফটিংয়ে অশান্তির চেষ্টা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : তিস্তায় র‍্যাফটিং নিয়ে নতুন করে অশান্তির মেঘ ঘনাচ্ছে। ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দলের নাম ভাঙিয়ে মল্লির কিছু লোকজন সেখান থেকে পুরোনো র‍্যাফটিং সংস্থাকে উচ্ছেদের চক্রান্ত শুরু করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যার ফলে দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যবসায় কর্মরত পাহাড়ের যুবক-যুবতীরা কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কা করছেন। তাঁদের দাবি, নতুন করে কেউ র‍্যাফটিংয়ের ব্যবসা করতেই পারেন, কিন্তু কয়েক দশক থেকে চলা র‍্যাফটিং সংস্থাকে উচ্ছেদ করা চলবে না। কিন্তু কিছু ব্যক্তি তা না মানায় বিরোধ ক্রমশই বাড়ছে।

গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) পর্যটনসচিব সোনম ভুটিয়া বলেন, 'ওখানে একটা সমস্যা হচ্ছে। আমরা সব পক্ষকে নিয়ে বসে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করছি।' জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এসপি শর্মার বক্তব্য, 'তিস্তায় র‍্যাফটিং নিয়ে জিটিএ একটি নীতি তৈরি করেছে। সেইমতোই ধাপে ধাপে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কোনও রাজনৈতিক দলের নাম করে কেউ এখানে যাতে অশান্তি না করতে পারে সেটা দেখা হচ্ছে। জিটিএ পর্যটন বিভাগ, কালিম্পং জেলা প্রশাসন, পুলিশ সবাইকে নিয়েই একসঙ্গে কাজ করা হচ্ছে। সুষ্ঠুভাবে সমস্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে র‍্যাফটিং করতে হবে।'

তিস্তায় র‍্যাফটিংয়ে ব্যাপক পর্যটন ব্যবসার সম্ভাবনা থাকলেও কর্মহীনতার আশঙ্কা স্থানীয়দের।

১৯৯৪ সাল থেকে মল্লিতে তিস্তায় র‍্যাফটিং চলছে। পর্যটকদের নদীতে র‍্যাফটিং করানোর পাশাপাশি এই সংস্থার কর্মীরা বিভিন্ন সময় তিস্তায় গাড়ি দুর্ঘটনা, কেউ নিখোঁজ হলে তাঁকে উদ্ধার করার মতো সামাজিক কাজকর্মও করছেন। দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের (ডিজিএইচসি) আমল থেকেই এই র‍্যাফটিং চলে আসছে। ধীরে ধীরে এই ব্যবসায় আরও অনেক গোষ্ঠী যুক্ত হয়েছে। ২০০৯ সালে মল্লিতে পৃথকভাবে চলা কালিম্পং, দার্জিলিং, সোনাদা, তিস্তা, তারখোলা, মল্লি সব জায়গার প্রায় ১৫টি গোষ্ঠীকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসা হয়।

লাবারবোটেতে স্থায়ী অফিস তৈরি করে নতুন সংগঠনের নাম 'তিস্তা রঙ্গিত রিভার র‍্যাফটার্স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন' দেওয়া হয়। এই সংস্থার অধীনে সবাই শান্তিপূর্ণভাবেই এই ব্যবসা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু গত পাঁচ-সাত বছরে আরও বেশ কিছু সংস্থাও এখানে কাজ শুরু করেছে। কিন্তু এখন মল্লির কিছু লোকজন এসে ঝামেলা করছে বলে অভিযোগ। ওই অর্গানাইজেশন সূত্রের খবর, গত পঞ্চায়েত ভোটে মল্লিক এলাকা থেকে নির্দল হিসাবে জয়ী কয়েকজন জনপ্রতিনিধি সম্প্রতি অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চায় (বিজিপিএম) শামিল হয়েছেন। এরপর থেকেই ওই জনপ্রতিনিধি সহ অন্যরা বলছেন, এখানে তাঁরা র‍্যাফটিং করবেন, বাকি সব সংস্থাকে তিস্তায় গিয়ে র‍্যাফটিং করাতে হবে। নয়তো তাঁদের ২৫ জন সদস্যকে এই র‍্যাফটিং সংস্থায় কাজে নিতে হবে।

তিস্তা রঙ্গিত রিভার র‍্যাফটার্স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সভাপতি রোশন ভুজেল বলেন, 'অন্যায়ভাবে শাসকদলের ভয় দেখিয়ে মল্লি থেকে আমাদের সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। বারবার জিটিএ-কে জানিয়েও সমস্যা মেটানো হচ্ছে না। আমরা এখানে শুধু ব্যবসাই করছি না, সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কাজকর্মও করছি। তিস্তায় কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে সবার আগে আমরাই ঝাঁপিয়ে পড়ি। অথচ এখন আমাদের উপরেই অত্যাচার চলছে, কেউ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। প্রতিবাদে আমরা আন্দোলনে নামব।'

ব্যবস্থা দাবি

- মল্লির কয়েকজন পুরোনো র‍্যাফটিং সংস্থাকে উচ্ছেদের চক্রান্ত শুরু করেছে বলে অভিযোগ
- দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যবসায় কর্মরত পাহাড়ের যুবক-যুবতীরা কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কা করছেন
- এনিয়ে তিস্তা রঙ্গিত রিভার র‍্যাফটার্স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের প্রতিবাদ

অচলাবস্থা কাটাতে মালিককে ডাক

বেলাকোবা, ২৫ সেপ্টেম্বর : রাজগঞ্জ ব্লকের সুখানি প্রোজেক্ট চা বাগানের অচলাবস্থা কাটাতে মালিকপক্ষকে ডাকল জলপাইগুড়ি শ্রম দপ্তর। দপ্তরের সহকারী শ্রম আধিকারিক শুভ্রজ্যোতি সরকার জানান, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটায় কার্যালয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে। আশা করছি, মালিকপক্ষ যথাসময়ে বৈঠকে উপস্থিত হবে। ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে বাগানটি বন্ধ। তৃণমূল চা বাগান ইউনিয়নের রাজ্য সহ সভাপতি তপন দে জানান, তাঁরা চান বাগানটি খুলে যাক। বাগান বন্ধ থাকায় তিনশোর বেশি শ্রমিক সমস্যায় রয়েছেন। দ্রুত বাগান খোলার আর্জি জানানো হয়েছে।

পঞ্চায়েত অফিস বন্ধের হুঁশিয়ারি

অরুণ ঝা

পাঞ্জিপাড়া, ২৫ সেপ্টেম্বর : প্রধান খুনে পুলিশের ভূমিকায় হতাশ তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব সিআইডি তদন্তের দাবি তুলছে। খুনের ছয়দিন কেটে গেলেও সুপারি কিলার ও খুনের মাস্টারমাইন্ড গ্রেপ্তার না হওয়ায় সরব হয়েছেন তৃণমূল নেতারা। ঘোষণামতোই সোমবার থেকে পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ করে দিয়েছেন নির্বাচিত সদস্যরা। দুষ্কৃতীরা গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত অফিস খোলা হবে না বলে তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন। পুলিশ সুপারকে দেওয়া ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা এদিন শেষ হওয়ায় মঙ্গলবার থেকে গোয়ালপোখর ব্লকের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে কাজ বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল। পাঞ্জিপাড়া অঞ্চল কমিটি সুর চড়িয়ে বলেছে, বুধবারের মধ্যে খুনের মামলার পুলিশ কিনারা না করতে পারলে সড়ক অবরোধ সহ জোরদার আন্দোলন শুরু হবে। পুলিশ সুপার জসপ্রীত সিং ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিকচন্দ্র মণ্ডলকে বারবার ফোন করলেও তাঁরা প্রতিক্রিয়া দেননি।

রবিবার রাতে পাঞ্জিপাড়ার হলদিভিটা থেকে গ্রেপ্তার আসিমকে এদিন আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বলে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল। ঘটনায় পুলিশকর্তারা মুখ না খুললেও তদন্তের গতিপ্রকৃতি বালুচুকার বহিষ্কৃত বাহুবলী তৃণমূল নেতার দিকেই ইঙ্গিত করছে বলে পুলিশেরই একটি সূত্রে জানা গিয়েছে। তৃণমূলের শীর্ষ এক নেতা বলেছেন, খুনে আসিম জড়িত থাকলে তার কোনও মোটিভ ছিল নাকি তাকে অন্য কেউ খুনের সুপারি দিয়েছিল, সেটাও তদন্ত করে দেখার বিষয়।

পুলিশকে চ্যালেঞ্জ তৃণমূলের

প্রধান খুনে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ঘাসফুল শিবিরের কড়া অবস্থানে গোয়ালপোখর ব্লক এখন অচলাবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে। এদিন পাঞ্জিপাড়া পৌঁছে দেখা যায় পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলছে। নির্বাচিত সদস্যরা যেমন আসেননি, তেমনই কর্মীদেরও আসতে বারণ করে দিয়েছেন। প্রশাসনিক কর্তারা তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করলেও সদস্যরা তাতে কান দেননি। পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রাজা সিং প্রয়াত প্রধান মহম্মদ রাহির চেম্বারে বসে বলেছেন, পুলিশ দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত পঞ্চায়েত অফিস খোলা হবে না। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের সদস্য প্রয়াত প্রধানের ভাগ্নে তথা আইএনটিটিইউসির ব্লক সভাপতি ওবেদুল্লা সামসের (মুন্না) হুঁশিয়ারি, পঞ্চায়েত অফিস আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। গত বুধবার প্রধান খুন হয়েছিলেন। ফলে আগামী বুধবার পর্যন্ত আমরা দেখব। এলাকার জনগণকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত রাখা হয়েছে। কিন্তু বুধবারের পর থেকে আমরা আর কারও কথা শুনব না। জাতীয় সড়ক অবরোধ, পুলিশ সুপারের দপ্তর ও পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ সহ বিভিন্ন আন্দোলন লাগাতার চলবে।' তৃণমূলের ব্লক সভাপতি রসুল বলেছেন, 'পুলিশকে দুষ্কৃতীদের ধরার ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা এদিন শেষ হচ্ছে। ফলে মঙ্গলবার থেকে ব্লকের সমস্ত পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি খুনের মাস্টারমাইন্ড ধরা না পড়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।'

পাঞ্জিপাড়ার নির্বাচিত সমস্ত দলীয় সদস্যদের পাশে বসিয়ে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ফিরোজ খানের স্পষ্ট মন্তব্য, খুনের ছয়দিন কেটে গেল। পুলিশ রোজ ভরসা দিচ্ছে। কিন্তু আমরা হতাশ। তাই আন্দোলন যেমন শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের আবেদন প্রধান খুনের তদন্তভার সিআইডির হাতে তুলে দেওয়া হোক। আমরা শেষ না দেখে আর পিছু হটছি না।

পুলিশ ইতিমধ্যে প্রধান খুনে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। শাসকদলের এক প্রাক্তন সদস্য সহ তার পরিবারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে তৃণমূল নেতারাই জানিয়েছেন। ওই প্রাক্তন সদস্যের কুখ্যাত স্বামীর নাম খুনের পিছনে উঠে আসছে। যদিও পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, শুটার ও বাহুবলী নেতার খোঁজে তল্লাশি চললেও তাদের জালে তোলা যায়নি।

ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে শোক

জলপাইগুড়ি ২৫ সেপ্টেম্বর : নর্থ বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সমরেন্দ্রপ্রসাদ বিশ্বাস প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ জলপাইগুড়ি শহরে ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে ব্যবসায়ী ও ক্রীড়া মহলে। সংগঠনের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক পুরোজিৎ বকসি গুপ্ত বলেন, 'জলপাইগুড়িতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে সমরেন্দ্রবাবু প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তেঁতুলিয়া করিডরের দাবি তুলে আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হল।' জলপাইগুড়ি জেলা ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকেও তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

কয়েকদিনের বৃষ্টিতে কাজে বিঘ্ন ঘটেছে। তাই আগুনে শুকোনো হচ্ছে মূর্তি। বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

খড়িবাড়িতে পরিষদের করমপুজো

খড়িবাড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : আদিবাসী বিকাশ পরিষদের খড়িবাড়ি ব্লক কমিটির উদ্যোগে এলাকার পাঁচটি চা বাগান যৌথভাবে করম পরব (উৎসব) পালন করল।

সোমবার সন্ধ্যা থেকে খড়িবাড়ি থানঝোরা চা বাগানের মাঠে করমপুজো শুরু হয়। খড়িবাড়ি ব্লকের আদিবাসী সম্প্রদায়ের বহু মানুষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে সুখ, শান্তি, শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক করম ঠাকুরের আরাধনায় মেতে ওঠেন। প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শুক্ল একাদশী তিথিতে করম পরব বা উৎসব পালন করা হয়।

কিন্তু এবছর আশ্বিনের শুক্ল একাদশীতে করমপুজো হচ্ছে।

করম গাছের ডাল সহ জঙ্গলের বিভিন্ন গাছের ডালপালা দিয়ে পুজোর বেদি সাজিয়ে সোমবার সন্ধে থেকে করমপুজো শুরু করা হয়। রাতভর চলে করমপুজো। পুজো উপলক্ষ্যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের নাচ-গানের ব্যবস্থা করা হয় বলে জানান উদ্যোক্তারা।

মঙ্গলবার পুজোর দ্বিতীয় দিনে শোভাযাত্রা করে করম গাছের ডাল জলে বিসর্জন দেওয়া হবে। আদিবাসী বিকাশ পরিষদের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি পিটার ওরাওঁ জানান, এবারের করম উৎসবে এলাকার সতীশচন্দ্র চা বাগান, ফুলবাড়ি চা বাগান, থানঝোরা চা বাগান, বাতাসি চা বাগান ও মারুতি চা বাগানের আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলবার একটি শোভাযাত্রা থানঝোরা চা বাগান থেকে বের করে নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি মেচি নদীতে করম গাছের ডাল বিসর্জন দেওয়া হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ মিশ্র, বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনীতা রায়, আদিবাসী বিকাশ পরিষদের সভাপতি পিটার ওরাওঁ, সম্পাদক রাধা মুন্ডা প্রমুখ।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা সভা

নিউজ ব্যুরো

২৫ সেপ্টেম্বর : সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে। তবে দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততার কারণে ডাক্তাররা সবসময় সেই অগ্রগতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারেন না। তাই বিশ্বজুড়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি সম্পর্কে ডাক্তারদের অবগত করার উদ্যোগ নিয়েছে দক্ষিণ কলকাতার বিপি পোদ্দার হাসপাতাল। শনিবার বাইপাস সংলগ্ন একটি হোটেলে এনিয়ে একটি আলোচনা সভা হয়। ওই সভায় ডাক্তারদের কাছ থেকে অন্য ডাক্তাররা উন্নততর চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে জানার সুযোগ পান। সেখানে প্রথমে হৃদরোগের চিকিৎসার ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন ডাঃ অভিজিৎ আইচ ভৌমিক, ডাঃ সৌম্যকান্তি দত্ত। এরপর সভায় হাঁটু রিপ্লেসমেন্ট সার্জারির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন ডাঃ ঋত্বিক গাঙ্গুলি ও ডাঃ অভিজিৎ সেন। চিকিৎসকরা ওই অনুষ্ঠানের প্রশংসা করছেন।

দৃষ্টিহীন আবাসিকদের র‍্যাশন কার্ড মঞ্জুর

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ সেপ্টেম্বর : সরকারি সাহায্য বলতে তেমন কোনও কিছুই মেলে না। খাবারের জন্যও ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর ভীমবার দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের আবাসিকদের ভরসা দানের চাল, ডালই। এবারে মিটতে চলছে সেই সমস্যা। ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য স্থায়ী সমিতি থেকে র‍্যাশন কার্ডের ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি, বিডিও অফিসের মাধ্যমেও প্রয়োজনে খাবারের বন্দোবস্ত করা হবে।

ভীমবারের ওই স্কুলে প্রায় ৬২ জন আবাসিক থাকে। দীর্ঘ প্রায় ২৩ বছর থেকে দৃষ্টিহীনদের জন্য এই বিদ্যালয় চলছে। পুরোপুরি বেসরকারি বিদ্যালয়টি কোনও সরকারি সুযোগসুবিধা পায় না বলেই কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এতজন পড়ুয়ারা পড়াশোনা, চিকিৎসা সহ নানা খরচ বিভিন্ন অনুদান থেকেই আসে। খাবারের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি। ফলে, সামনের মাসে খাবার মিলবে কি না তা নিয়েও অনেক সময়ই অনিশ্চয়তা কাজ করে বলে বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল অনন্ত রায় মন্তব্য করেছেন।

খাবারের সমস্যা মেটাতে উদ্যোগ

সম্প্রতি, ফাঁসিদেওয়ার বিডিও সঞ্জু গুহ মজুমদার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা, খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ প্রণবেশ মণ্ডল সহ অন্যদের উপস্থিতিতে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির বৈঠকে ভীমবারের ওই বিদ্যালয়ের প্রত্যেক আবাসিককে র‍্যাশন কার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, পড়ুয়াদের আবেদন করতে হবে। এরপরই আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই র‍্যাশন কার্ড দেওয়া হবে। ভীমবার দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালের কথায়, আমরা সরকারি কোনও সুযোগসুবিধা পাই না। খাবারের অনুদানের জন্য ভরসা করতে হয়। শুনেছি আমাদের আবাসিকদের জন্য র‍্যাশন ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। এতে আমরা উপকৃত হব। পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ প্রণবেশ মণ্ডলের বক্তব্য, র‍্যাশন কার্ড হয়ে গেলে চাল, গম, চিনি সবই পাবেন পড়ুয়ারা।

অহেতুক হয়রানি নয়, নির্দেশিকা স্বাস্থ্য দপ্তরের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : ধরুন রাস্তায় কাউকে পড়ে থাকতে দেখে আপনার মনে হল অসুস্থ, দ্রুত তাঁকে হাসপাতাল বা কাছেপিঠের নার্সিংহোমে ভর্তি করা প্রয়োজন। কিন্তু আপনার এটাও মনে হল, হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে আপনাকেই সেখানে হয়রান করা হতে পারে। পুলিশও আপনাকে জেরা করতে পারে। আর এসব ভেবেই আপনি পিছিয়ে এলেন। পরে শুনলেন পথের পাশে পড়ে থাকা ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। অথচ সময়মতো চিকিৎসার সুযোগ পেলে তিনি হয়তো বেঁচেও যেতেন। আবার ধরুন, চোখের সামনেই দুর্ঘটনা ঘটল। কেউ রক্তাক্ত হয়ে রাস্তায় পড়ে রয়েছেন। তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে আপনি উদ্যত হলেন। কিন্তু আপনার মনে হল, হাসপাতালে গেলেই তো পরিচয় জানতে চাওয়া হবে, দুর্ঘটনা শুনে পুলিশ এসে আপনার নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর নিয়ে রাখবে। ভবিষ্যতে হয়তো আপনাকে আইন, আদালতের ঝক্কি পোহাতে হবে। এসব সাত-পাঁচ ভেবে আপনি পিছিয়ে গেলেন।

গল্প নয়, এমন ঘটনা হামেশাই হচ্ছে। এর জেরে অনেক প্রাণ ঝরে পড়ছে। এসব ক্ষেত্রে উদ্ধারকারীকে যে কোনওভাবেই হয়রান করা যাবে না, উদ্ধারকারী নাম-ঠিকানা জানাতে বাধ্য নন, সেই কথা বহু আগেই দেশের সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সে সব মানা হয় না। তাই এবার কড়া নির্দেশিকা দিয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর 'গুড সামারিটান গাইডলাইন' দিয়ে জানিয়েছে, হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে আহতকে ভর্তি করে দিয়েই উদ্ধারকারীর দায়িত্ব শেষ। পুলিশ বা প্রশাসনের কেউ উদ্ধারকারীর অমতে তাঁর নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর নিতে বা তাঁকে জেরা করতে পারবেন না। রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম এই নির্দেশিকা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। সরকারের এই নির্দেশিকাকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্বাগত জানিয়েছে। স্বাস্থ্যকর্তারাও মনে করছেন, 'মন থেকে হয়রানির ভয় কেটে গেলে মানবিকতা আবার ফিরে আসবে।'

স্বাস্থ্য দপ্তর প্রতিটি স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে নির্দেশিকা পাঠিয়ে বলেছে, সুপ্রিম কোর্টের রোড সেফটি কমিটির নির্দেশিকা সবাইকে মেনে চলতে হবে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কোনও দুর্ঘটনায় আহতকে কেউ উদ্ধার করে হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে ভর্তি করাতে নিয়ে গেলে উদ্ধারকারীর নাম-ঠিকানা, মোবাইল নম্বর জানতে চাওয়া চলবে না। তিনি যদি নিজের ইচ্ছায় কিছু তথ্য দেন, তাহলে দিতে পারেন। কিন্তু পুলিশ তাঁকে কোনওভাবেই জোরাজুরি করতে পারবে না। কোনও আইনি মামলা বা অন্য কোনও বিষয়ে ওই ব্যক্তিকে যুক্ত করা যাবে না। এই নির্দেশ সঠিকভাবে না মানা হলে অভিযুক্ত বা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা এবং বিভাগীয় তদন্তও হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সভাপতি রূপক দে সরকার এই নির্দেশিকাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের এসব ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয়। রাস্তার পাশে পড়ে থাকা, দুর্ঘটনায় আহতকে হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে ভর্তি করতে নিয়ে গেলে উদ্ধারকারীর নাম, পরিচয় জানাতে হয়। পরবর্তীতে পুলিশি ঝামেলাতেও জড়াতে হয়। যার ফলে এখন আর অনেক মানুষই এসব ক্ষেত্রে সাহায্য করা থেকে পিছিয়ে আসেন। সরকারের এই নির্দেশিকা সঠিকভাবে মানা হলে সমাজের পক্ষে ভালো হবে।' শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজকল্যাণ সংস্থার পক্ষে সুজিত বসাক বলেন, 'রাস্তার পাশে পড়ে থাকা অথবা দুর্ঘটনায় আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে গিয়ে আমাদের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখে পড়তে হয়েছে। কিছুদিন আগেই রাস্তার পাশে পড়ে থাকা এক মহিলাকে মগরাডাঙ্গি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ওই মহিলা সেই রাতেই মারা যান। তার পরেই পুলিশ আমাদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের প্রক্রিয়া শুরু করে। নতুন নির্দেশিকা মানা হলে আমাদের মতো সবাই মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন।'

উদ্ধারকারীকে রেহাই

- হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে আহতকে ভর্তি করে দিয়েই উদ্ধারকারীর দায়িত্ব শেষ
- পুলিশ-প্রশাসনের কেউ উদ্ধারকারীর অমতে তাঁর নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর নিতে বা তাঁকে জেরা করতে পারবেন না
- রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম এই নির্দেশিকা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে
- এই নির্দেশ সঠিকভাবে না মানা হলে আইনি ব্যবস্থা ও বিভাগীয় তদন্ত

হাসপাতালে সুরক্ষিত নন ডেঙ্গি আক্রান্তরা

রোগীদের মশারির ব্যবস্থা নেই

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : ডেঙ্গি পরিস্থিতি ক্রমশই খারাপ দিকে যাচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের মতো এখনও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ডেঙ্গির সংক্রমণ না হলেও লাফিয়ে লাফিয়ে প্রতিদিনই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। অথচ ডেঙ্গি মোকাবিলায় হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসাধীন রোগীদের মশারির ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। সরকারি নির্দেশিকায় প্রতিটি হাসপাতাল ও মেডিকেলে রোগীদের শয্যা সংক্রান্ত বেশ কিছু ব্যবস্থার কথা বলা রয়েছে। সেখানে মশারিও অন্যতম। কিন্তু বিভিন্ন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রোগীরা মশার কামড় খাচ্ছেন। যার জেরে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য এসে তাঁরা এখানেই ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও করছেন।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের দাবি, 'ফিভার ওয়ার্ডে যে সমস্ত ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন, তাঁদের মশারি ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। বাকি ওয়ার্ডগুলিতে রোগীরাই মশারি ব্যবহার করতে চান না। কেউ মশারি চাইলে নিশ্চয়ই তাঁকে তা দেওয়া হবে।' তাঁর বক্তব্য, 'আক্রান্ত রোগীরা হাসপাতালে একটি নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের মধ্যে মশারির ভিতরেই রয়েছেন। ফলে এখানকার বাকি ওয়ার্ডে ডেঙ্গি ছড়ানোর সম্ভাবনা নেই।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মেডিসিন, সার্জারি, পেডিয়াট্রিক, প্রসূতি, অর্থোপেডিক,

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে মশারিবিহীন রোগীরা। -সংবাদচিত্র

ইএনটি সহ অন্যান্য অন্তর্বিভাগ মিলিয়ে প্রতিদিন গড়ে ১১০০ রোগী ভর্তি থাকেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকায় বলা রয়েছে, প্রতিদিন রোগীদের শয্যার চাদর বদল করতে হবে। সব রোগীকে মশারি দিতে হবে। চাদর বদলানো সংক্রান্ত নির্দেশিকায় আবার বলা হয়েছে, সাতদিনের সাত রঙের বিছানার চাদর দিতে হবে। কিন্তু সেসব কিছুই সরকারি হাসপাতালে মানা হয় না। একজন রোগী ছুটি পাওয়ার পর অন্য রোগী সেই শয্যায় এলে ওয়ার্ডের কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মীর ইচ্ছে হলে তবেই বিছানার চাদর বদল হয়, নতুবা নয়। মশারিরও কোনও বালাই নেই। অথচ মশারির যে সরবরাহ নেই, স্বাস্থ্যকর্তারা সেটাও সরাসরি বলছেন না।

সোমবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গিয়ে বিভিন্ন বিভাগে ঘুরে দেখা গেল, কোনও ওয়ার্ডেই রোগীদের মশারি দেওয়া হয় না। মেল মেডিসিন, ফিমেল মেডিসিন, প্রসূতি বিভাগে চিকিৎসাধীনরা জানালেন, রাতে তো মশা কামড়ায়, দিনেও মশার উৎপাত হয়। নার্স দিদিদের অনেকবার বলার পরেও মশা মারার কয়েল, তেল বা মশারি কিছুই দেওয়া হয় না। হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাইরে বিশাল বিশাল আগাছায় ঢেকে গিয়েছে। অনেক আগাছা আবার ওয়ার্ডের জানলাকেও ঢেকে দিয়েছে। মেডিকেল সুপারই জানিয়েছেন, এদিন মেডিকেলে পাঁচজন ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁদের ফিভার ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে।

কিন্তু বাকি ওয়ার্ডগুলিতে কেন রোগীদের মশারি দেওয়া হচ্ছে না? এভাবে তো রোগীদের মধ্যে ডেঙ্গি ছড়িয়ে পড়তে পারে। সুপার অবশ্য বলেছেন, 'এমন কোনও সম্ভাবনাই নেই। তবে, রোগীরাই মশারি নিতে চান না। আমাদের মশারি সরবরাহ রয়েছে। রোগী চাইলে ওয়ার্ড থেকে দেওয়া হবে।'

> ফিভার ওয়ার্ডে যে সমস্ত ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন, তাঁদের মশারি ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। বাকি ওয়ার্ডগুলিতে রোগীরাই মশারি ব্যবহার করতে চান না। কেউ মশারি চাইলে নিশ্চয়ই তাঁকে তা দেওয়া হবে।
>
> -ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক
> *সুপার, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল*

পাঁচড়া গ্রামের বাসিন্দাদের জল ভেঙে যাতায়াত করতে হচ্ছে। ছবি : মহম্মদ আশরাফুল হক

সিরিয়ানি নদীর জলে প্লাবিত পাঁচড়া গ্রাম

গোয়ালপোখর, ২৫ সেপ্টেম্বর : টানা বৃষ্টির জেরে সিরিয়ানি নদীর জল ফুলেফেঁপে উঠে প্লাবিত হল গোয়ালপোখর এলাকার পাঁচড়া গ্রাম। এই গ্রামের প্রায় ১০০টি পরিবার ক্ষতির মুখে পড়েছে। সোমবার দিনভর প্রশাসনের সহযোগিতা না পেয়ে বাসিন্দাদের ক্ষোভ শুরু হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা মেহবুব আলম বলেন, 'কয়েকদিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টির শুরু হয়েছে। তার উপর নদীর জল ফুলেফেঁপে উঠে গোটা গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। গ্রামের অধিকাংশ বাড়িঘর জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। গবাদিপশু ও খাবার নিয়ে আমরা ভীষণ সমস্যায় রয়েছি।' তাঁর অভিযোগ, এত সমস্যার মধ্যে থাকলেও প্রশাসনের তরফে কোনও সহযোগিতা মেলেনি। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে না পেয়ে তিনি ক্ষোভ উগরে দেন।

স্থানীয় তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি মহঃ নুরউদ্দিন বলেন, 'সাহাপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বাইরে থাকায় যেতে পারেননি। তবে গ্রামের সমস্যার কথা উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি গোলাম রসুলকে আমরা সংগঠনের তরফে জানিয়ে দিয়েছি। উনি বিডিওর সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।'

দেখা নেই প্রশাসনের

গোয়ালপোখর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মুস্তারি বেগম বলেন, 'বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাটি পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করছি।' গোয়ালপোখর এক নম্বরের বিডিও অতনু ঘোষের বক্তব্য, 'বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সবরকম সহযোগিতার চেষ্টা করছি।'

আধার নম্বর লক করার পরামর্শ

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : আধার কার্ডের নম্বর নিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যান করে সাইবার প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পেতে দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ মানুষকে সচেতনতার বার্তা দিলেন। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি বলেন, 'সবাইকে খুব সতর্ক হতে হবে। তবেই এই সাইবার প্রতারণা থেকে বাঁচা সম্ভব।'

তিনি বলেন, 'জমির সেল ডিডের কপি সহ অন্যান্য নথিপত্রে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং আধার নম্বর থাকে। সেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়েই রাবার প্রিন্ট তৈরি করে বিভিন্ন ওয়ালেট এবং অন্য আধারযুক্ত আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থায় কাজে লাগানো হচ্ছে। এভাবেই প্রতারণা হচ্ছে।' কীভাবে এর হাত থেকে রেহাই মেলা সম্ভব? পুলিশ সুপার বলেন, 'এম আধার অ্যাপে গিয়ে আগে আধার নম্বর লক করতে হবে। প্রয়োজনমতো নিজে অ্যাপে গিয়ে আবার আধার নম্বর আনলক করুন এবং কাজের শেষে আবার আধার লক করুন। দ্বিতীয়ত, আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা হয়েছে এমন কোনও মেসেজ বা ই-মেল পেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জানান এবং এটিএমে গিয়ে মিনি স্টেটমেন্ট বের করুন। এর পরেই পুলিশকেও বিষয়টি জানান। আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, তবে, সাবধানে চলতে হবে।'

তিনি বলেন, 'কার্সিয়ংয়ে এমন একটি ঘটনা সামনে এসেছে। আর কোনও এমন ঘটনা ঘটবে না, আমরা এটাই আশা করছি। কিন্তু যদি ঘটনা ঘটেই যায়, তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ক্লোজ করা হল ধৃত কনস্টেবলের স্ত্রীকেও

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৫ সেপ্টেম্বর : আর্থিক তছরুপের ঘটনায় ধৃত কনস্টেবল দীপঙ্কর সরকারের স্ত্রীকেও ক্লোজ করা হল। তিনি পুলিশ সুপারের অফিসেই অন্য একটি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তাঁকে পুলিশ লাইনে ক্লোজ করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

জেলার আটটি থানা থেকে প্রায় ২০০ ভুয়ো সিভিক ভলান্টিয়ারের বেতনের হিসাব দিয়ে টাকা তুলে নিত ধৃত কনস্টেবল। তদন্তে নেমে এমনই মনে করছে পুলিশ। সেই হিসাবে প্রায় দশ কোটি টাকা তছরুপ হয়েছে বলে ধারণা তাদের। সাত বা তারও বেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা লেনদেন হত বলে প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। সংখ্যাটা আরও বেশি হতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা। তবে বিভাগের এত বড় আর্থিক কেলেঙ্কারি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন পুলিশকর্তারা। এসিজেএম কোর্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটার মদনগোপাল মিত্র বিষয়টি নিয়ে কোনও বক্তব্য দিতে চাননি। তবে সরকারি আইনজীবী সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত কনস্টেবল দীপঙ্কর সরকারের বিরুদ্ধে জালিয়াতি সহ প্রিভেনশন অফ কোরাপশন অ্যাক্টে মামলা শুরু হয়েছে। এদিন আদালতে তুলে অভিযুক্তকে ১০ দিন পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।

পুলিশের একাংশ অভিযুক্ত কনস্টেবল ছাড়াও বিভাগের হেডক্লার্ক ও আরও দুজন সিভিক ভলান্টিয়ারের দিকেও আঙুল তুলছে। সকলে একই জায়গায় দীর্ঘদিন পোস্টিং রয়েছে বলে অভিযোগ। আর সেই সুবাদে পুলিশের অন্দরে থেকে টাকা সরানো চলত।

সিভিকের বেতন কেলেঙ্কারি

তদন্তকারীরা অভিযুক্তের পরিচিত কয়েকজন সিভিক ভলান্টিয়ার ও অভিযুক্তের ঘনিষ্ঠদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মোটা অঙ্কের টাকার হদিস পেয়েছেন। পরিচিত একাধিক অ্যাকাউন্টে সেই টাকা ঢুকত। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিন ভাগের এক ভাগ কমিশন মিলত বলে জানা গিয়েছে। হেডক্লার্কের সইয়ের পর ট্রেজারিতে বিল পাশ হয়। সেক্ষেত্রে টাকা হাপিসের পিছনে পুলিশেরই একটি চক্র জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। পুলিশের পোড়খাওয়া অফিসাররা মোটামুটিভাবে নিশ্চিত যে, এত বড় অঙ্কের টাকা একজন কনস্টেবলের একার পক্ষে হাপিস করা সম্ভব নয়। দীপঙ্করের অনুগামী কয়েকজনের ফুলেফেঁপে ওঠার বিষয়টিও তাই নজরে রাখছেন তাঁরা।

একজন সিভিক ভলান্টিয়ারের বেতন তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে ঢুকে যায়। তদন্তকারীরা দেখেছেন, যাতে কোনও সন্দেহ তৈরি না হয় সেজন্য নতুন পন্থা অবলম্বন করেছিল অভিযুক্ত। প্রথমে অনুপস্থিত ও কাজ ছেড়ে দেওয়া সিভিক ভলান্টিয়ারদের নামের তালিকা তৈরি করা হত। তারপর সেই ভুয়ো নামের পাশে পরিচিতদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর বসিয়ে দেওয়া হত। অ্যাকাউন্টিং ও সাইবার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ফলে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজটি করত দীপঙ্কর।

এদিন অবশ্য দীপঙ্করকে থানা থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়া ও আদালত থেকে থানায় নিয়ে আসার সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে কার্যত লুকোচুরি খেলে পুলিশ। দীপঙ্করের ছবি তুলতেও বাধা দেওয়া হয়।

মাদকের কারবার রুখতে পুলিশের দ্বারস্থ

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : মাটিগাড়া থানা এলাকায় মাদক কারবারিদের বাড়বাড়ন্তে পুলিশ-প্রশাসন চিন্তিত। পুলিশের লাগাতার অভিযানে মাদক পাচারের বহু ছক রোখা সম্ভব হয়েছে। অনেককে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও মাদকের কারবার পুরোপুরিভাবে বন্ধ করা যাচ্ছে না। তাই এলাকায় মাদকের কারবার নির্মূল করার দাবি জানিয়ে বিজেপি মাটিগাড়া থানার দ্বারস্থ হল। পাশাপাশি এলাকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়েও দলের তরফে মাটিগাড়া থানায় একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

কিছুদিন আগে মাটিগাড়া এলাকায় এক স্কুল ছাত্রীকে খুনের ঘটনায় রাজ্যজুড়ে তোলপাড় হয়। কয়েকদিন আগে চুরির ঘটনায় মাটিগাড়া থানার পুলিশ এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। ফিল্মি কায়দায় অভিযুক্ত ক্যামেরার সামনে জানায়, এই ধরনের ঘটনা সে আবার ঘটাবে। এই ঘটনায় বারে বারে মাটিগাড়ার বিশ্বাস কলোনির মতো জায়গার নাম উঠে এসেছে। এবিষয়ে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার নেতা আদিত্য মোদকের বক্তব্য, 'সমাজবিরোধীদের সাহস বেড়েই চলেছে। মাদকের কারবার পুরোপুরি বন্ধ না হলে অপরাধ আরও বাড়বে। তাই পুলিশকে আরও কড়া পদক্ষেপ করতে হবে।'

ইসলামপুর ব্লকে পাঁচ বছরেও শেষ হয়নি কর্মতীর্থ নির্মাণ

গাইসাল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে এই কর্মতীর্থ দ্রুত চালুর দাবি উঠেছে।

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর : পাঁচ বছরেও শেষ হয়নি ইসলামপুর ব্লকের কর্মতীর্থ প্রকল্পের পরিকাঠামো তৈরির কাজ। ফলে সরকারি সাহায্যে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এলাকার যুবকরা। অন্যদিকে কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি এই প্রকল্পের ভবন বছরের পর বছর ধরে বিনা ব্যবহারে পড়ে রয়েছে। এলাকাবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। স্থানীয় বেকার যুবকরা যাতে ব্যবসা করে স্বনির্ভর হতে পারেন, তার জন্য রাজ্য সরকার কর্মতীর্থ প্রকল্প চালু করেছে। যেখানে এক ছাতার তলায় বিভিন্ন রকমের ব্যবসা করতে পারেন স্থানীয় বেকার যুবকরা। রাজ্যের প্রায় প্রতিটি ব্লকেই রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এইরকম কর্মতীর্থ তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ইসলামপুর ব্লকের গাইসাল-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ২০১৮-'১৯ সালে কর্মতীর্থ প্রকল্প চালু হয়। জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পে প্রায় তিন কোটি টাকা বরাদ্দে কর্মতীর্থ ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। আর এই ভবন তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পিডব্লিউডি দপ্তরের সোশ্যাল ডিভিশনকে। তবে পাঁচ বছরেও এই প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ কাজ সম্পন্ন হয়নি। একদিকে ইসলামপুর ব্লকের বিভিন্ন এলাকার বহু যুবক পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

> এই পাঁচ বছরে কয়েকবার শুধু ভবনটি রং করতে দেখেছি। কিন্তু এই ভবন আদৌ কী কাজে তৈরি হয়েছে তা অনেকেই জানে না। যদি এটি এলাকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য তৈরি করা হয়ে থাকে তাহলে এককথায় বলা যায়, তার এক শতাংশও কোনও যুবকের কাজে লাগেনি।
>
> -মহম্মদ নওশাদ আলম
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

অন্যদিকে, চোখের সামনে কর্মতীর্থের ভবন পড়ে থাকলেও তার সুবিধা পাচ্ছেন না তাঁরা। সেই ভবনে ঢোকার গেট থেকে শুরু করে চারপাশ জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণেরও অভাব দেখা দিচ্ছে। মহম্মদ নওশাদ আলম নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'এই পাঁচ বছরে কয়েকবার শুধু ভবনটি রং করতে দেখেছি। কিন্তু এই ভবন আদৌ কী কাজে তৈরি হয়েছে তা অনেকেই জানে না। যদি এটি এলাকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য তৈরি করা হয়ে থাকে তাহলে এককথায় বলা যায়, তার এক শতাংশও কোনও যুবকের কাজে লাগেনি। পিডব্লিউডি দপ্তরের সোশ্যাল ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার গৌতম মালাকার কাজে দেরি হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, '২০১৮-'১৯ সালে কাজ শুরু হয়েছিল। সত্যিই খুব দেরি হয়ে গিয়েছে। তবে ৯৮ শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছে মাত্র ২ শতাংশ কাজ বাকি রয়েছে। যা পুজোর পরই চলতি অর্থবর্ষের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।' ইসলামপুরের বিডিও রজতরঞ্জন দাস বলেন, 'এখনও আমাদের কাছে এই প্রকল্প হস্তান্তর হয়নি। পেলেই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি, পুজো বোনাস

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : দার্জিলিং শহরের বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীরা এখন থেকে সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি এবং বছরে ১৫ দিন সবেতন ছুটি পাবেন। দার্জিলিং মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বৈঠকের পর জনমুক্তি আন-অর্গানাইজড সেক্টর লেবার ইউনিয়ন এমন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। সোমবার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মধুসূদন রাই সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, 'শ্রমিকদের দাবি আদায়ের জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন করছি। অবশেষে মালিকপক্ষ আমাদের ১৬ দফা দাবিই মেনে নিয়েছে। এখন থেকে প্রতিটি দোকান ও ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মী শনিবার অর্ধদিবস এবং রবিবার পূর্ণ দিবস ছুটি পাবেন। টানা ১১ মাস কাজ করলেই ওই কর্মীকে পুজোর বোনাস হিসাবে এক মাসের বেতন দেওয়া হবে।' দাবি আদায় হওয়ায় খুশি সংগঠনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর দার্জিলিংয়ে একটি জনসভা করা হবে। সেখানেই সমস্ত কর্মীকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হবে।

অনীতের দাবিকে সমর্থন অজয়ের

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : অনীত থাপাদের 'আমার জমি আমার অধিকার' দাবিকে হামরো পার্টির সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড সমর্থন করলেন। তবে তাঁর দাবি, 'শুধু ভাষণ দিলেই হবে না, দাবি আদায় করে নিয়ে আসাই জিটিএর কাজ হবে।' রবিবার দার্জিলিংয়ে জনসভা করে অনীত থাপা পাহাড়ের চা বাগানের শ্রমিকদের দখলে থাকা পুরো জমিরই পাট্টার দাবি তুলেছেন। তিনি এই দাবি আদায়ে পুজোর আগেই কলকাতায় গিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে দরবার করবেন বলে জানিয়েছেন। এরই প্রতিক্রিয়ায় সোমবার অজয় বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরেই এই দাবি করে আসছি। কিন্তু অনীত পাঁচ ডেসিমাল জমির পাট্টা নেওয়ার জন্য জোরাজুরি করছিলেন। প্রশাসনও বাগানে বাগানে ঘুরে সমীক্ষা করছিল। তবে অনীত চাপের মুখেই হোক বা অন্য কিছু ভেবে এখন আমাদের দাবির সঙ্গেই সুর মিলিয়েছেন। আশা করব, শ্রমিকরা দ্রুতই এই জমির অধিকার পাবেন।'

তিন মাসের জন্য বাতিল এসি টয়ট্রেন

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : তিন মাসের জন্য বাতিল হল নিউ জলপাইগুড়ি জংশন-দার্জিলিংয়ের মধ্যে চলাচলকারী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত টয়ট্রেন। আগামী ২অক্টোবর থেকে পরের বছর ১ জানুয়ারি পর্যন্ত এই ট্রেনটি যেমন নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাবে না, পাশাপাশি ৩ অক্টোবর থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত দার্জিলিং থেকে নিউ জলপাইগুড়ি আসবে না। সোমবার দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বলা হয়েছে প্রযুক্তিগত কারণে ট্রেন বাতিলের ওই সিদ্ধান্ত। তবে অক্টোবরের শুরুতেই যেহেতু দার্জিলিংয়ে ঠান্ডা পড়ে যায় তাই এসি ট্রেনটিকে বাতিল করা হয়েছে বলে ডিএইচআর সূত্রে জানা গিয়েছে।

মাদক সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : ফুলবাড়ির গোরা মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। সোমবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি কমিশনারেটের এনজেপি থানার পুলিশ ও এসওজি যৌথ অভিযান চালিয়ে রফিকুল হক নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তি রাজগঞ্জের জুম্মাগছের বাসিন্দা। তার কাছ থেকে ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, আমবাড়ি থেকে শিলিগুড়ির দিকে ওই ব্রাউন সুগার নিয়ে আসা হচ্ছিল। ধৃতকে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে। তার সঙ্গে আর কারা কারা জড়িত তা জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

অন্যদিকে, সিডেটিভ ট্যাবলেট পাচারের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম পাপন বিশ্বাস। তার কাছ থেকে অনেকগুলি ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে।

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত

চোপড়া, ২৫ সেপ্টেম্বর : বৃষ্টিতে চোপড়া ব্লকের কিছু জায়গা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। সোমবার এলাকার কয়েকটি পরিবারের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হল। বিডিও সমীর মণ্ডল বলেন, 'এদিন হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিধো-কানহো চরের বাসিন্দা ৩০টি পরিবারকে চাল, ডাল, আলু সহ অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়েছে।'

চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিক বলেন, 'লক্ষ্মীপুর সহ একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একাধিক বাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এদিন অনেককেই পলিথিন দেওয়া হয়েছে।'

খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা

বেলাকোবা, ২৫ সেপ্টেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে ভারতীয় রাগবি দলের হয়ে সম্প্রতি ফ্রান্স থেকে খেলে এসেছে রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদারি অঞ্চলের সরস্বতীপুর চা বাগানের সাত কন্যা। সোমবার রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় সরস্বতীপুর চা বাগানে খেলো রাগবি ক্লাবে গিয়ে সেই সাত খেলোয়াড় মানসিকা ওরাওঁ, রিয়া ওরাওঁ, নির্জলা ওরাওঁ, অনামিকা ওরাওঁ, শামিকসা ওরাওঁ, চম্পা মাহালি ও কৃতি মুন্ডাকে সংবর্ধনা প্রদান করেন। খগেশ্বর বলেন, 'চা বাগানের এই কিশোরীরা আমাদের ব্লক, জেলা তথা রাজ্যের গৌরব।' অনামিকারা জানায়, সংবর্ধনা পেয়ে তারা খুব খুশি। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ দে প্রমুখ।

তৃণমূলের উদ্যোগ

জলপাইগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে জেলা থেকে ১০০ দিনের কাজ ও প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত ১২০ জনকে নিয়ে যাচ্ছে জেলা তৃণমূল। ন'টি ব্লক থেকেই ১০০ দিনের কাজ করেও প্রাপ্য মজুরি পাননি এমন ব্যক্তিদেরই দিল্লি অভিযানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ জানান। জেলা নেতৃত্বের বেশ কয়েকজন ছাড়াও জনপ্রতিনিধিরাও দিল্লি অভিযানে যাচ্ছেন। ১০০ দিনের প্রকল্পে রাজ্যকে বঞ্চনা করে প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না, এই অভিযোগে তৃণমূল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আগামী মাসের প্রথমেই দিল্লি অভিযানের ডাক দিয়েছে। এই অভিযানে থাকার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

নাবালিকা উদ্ধার

ডালখোলা, ২৫ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি পুলিশের কমিশনারেটের প্রধাননগর থানার চম্পাসারি এলাকার এক নাবালিকাকে উদ্ধার করল ডালখোলা থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডালখোলার পুলিশ ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে।

পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার দুপুরে ডালখোলা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এক যুবক ওই নাবালিকাকে নিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করছিল। পরিস্থিতি সন্দেহজনক বুঝে ডালখোলা থানার পুলিশ তাদের জেরা শুরু করে। পুলিশের জালে ধরা পরে তারা। পুলিশের জেরায় যুবক জানায়, তার বাড়ি ইসলামপুরের কুচিলাগাঁয়ের কাচিংগছ। বাবার নাম সোনি মহম্মদ। ধৃতদের প্রধাননগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে জানালেন ডালখোলা থানার ওসি দিব্যেন্দু দাস।

পরিদর্শন

চোপড়া, ২৫ সেপ্টেম্বর : জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ দেখতে সোমবার চোপড়া ব্লকের ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতে আসে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল। সঙ্গে ছিলেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ইসলামপুর মহকুমার আধিকারিকরা। চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল বলেন, 'জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ দেখতে একটি প্রতিনিধিদল এদিন ব্লকের ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতে আসে। এলাকায় প্রকল্পের কাজকর্ম নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছে তারা।'

'বিকশিত ভারতের' দৃঢ় সংকল্প যুব ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আরও মজবুত হচ্ছে

রোজগার মেলার মাধ্যমে সরকারে ১০ লক্ষ নিয়োগ

সারা দেশে ৪৬টি স্থানে সরকারি চাকরিতে ৫১ হাজারেরও বেশি মনোনীত প্রার্থীকে নিয়োগপত্র বিতরণ

প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদি

দ্বারা

২৬ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ | সকাল ১০:৩০টা

(ভিডিও কনফারেন্সিং–এর মাধ্যমে)

- ভারত সরকার, অংশীদার রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে লক্ষ লক্ষ নতুন চাকরি সৃষ্টি করছে
- সহজ, নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছ মনোনয়ন প্রক্রিয়া
- শূন্য পদসমূহের ধারাবাহিক নজরদারি এবং অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া
- উচ্চাভিলাষী জেলাসমূহের প্রার্থীদের এবং মহিলাদের, বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের বিশেষ সুবিধা
- সমস্ত নিয়োগ এজেন্সিসমূহের মাধ্যমে যেমন ইউপিএসসি, এসএসসি, রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, আইবিপিএসের মাধ্যমে
- সমস্ত নিযুক্তদের কর্মযোগী প্রারম্ভিক মডিউলের মাধ্যমে অনলাইন প্রশিক্ষণ

অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার দেখুন ডিডি নিউজে

প্রশিক্ষণের জন্য আরও তথ্যের জন্য কর্মযোগী মডিউলের ওয়েবসাইট দেখুন https://igotkarmayogi.gov.in/ বা কিউআর কোড স্ক্যান করুন

CBC 06301/13/0002/2324

শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০ সালে আজকের দিনে।

১৯৮৯ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
মঙ্গলবার, ৮ আশ্বিন ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৩০ সংখ্যা

শপথেও সংঘাত

বিড়ম্বনা আর কাকে বলে। নির্বাচিত হয়েছেন, কিন্তু কাজ করতে পারছেন না। কেননা, এখনও শপথ নিতেই পারেননি। ধূপগুড়ির বিধায়কের এখন ন যযৌ, ন তস্থৌ দশা। অথচ যে উপনির্বাচনে তিনি জিতলেন, তা নিয়ে কত চর্চাই না হল। বিবদমান সব দলের রাজ্য স্তরের নেতারা ভোট প্রচারে উন্নয়নের আশ্বাসের কত না ঢাক পিটিয়ে গিয়েছিলেন। এখন উন্নয়ন তো পরের কথা, বিধায়ক হিসাবে তিনি মানুষের নানাবিধ কাজে সই পর্যন্ত করতে পারছেন না।

এই সমস্যাতেও সেই রাজভবন–নবান্ন সংঘাত। অনেকটা খুঁচিয়ে ঘা করার পরিস্থিতি। নিয়মানুযায়ী নবনির্বাচিত বিধায়ককে শপথগ্রহণ করানোর জন্য রাজ্যপালের অনুমতি নিতে হয়। সাধারণত মহামহিম রাজ্যপাল সেই দায়িত্ব বিধানসভার অধ্যক্ষকে দেন। তিনি নিজেও শপথবাক্য পাঠ করাতে পারেন। সংবিধান তাঁকে সেই দায়িত্ব দিয়েছে। তবে অবশ্যই রাজ্যপালকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে রাজ্য সরকারকে জানিয়ে এবং সেই কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী, বিধানসভার অধ্যক্ষকে আমন্ত্রণ জানিয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা থেকে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কার্যত রাজ্য সরকারের সমান্তরাল একটি প্রশাসন চালু করেছেন। তিনি সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করে নানাবিধ সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন। এই একতরফা পথ চলায় সাংবিধানিক সায় আছে কি না, তা নিয়ে চর্চা হতে পারে। কিন্তু এতে যে প্রশাসনিক সংকট দেখা দিচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, বিঘ্ন ঘটছে কাজে।

বিধানসভার সংক্ষিপ্ত অধিবেশনের সম্মতি দিতেও গড়িমসি করেছেন সিভি আনন্দ বোস। এখন শুরু হয়েছে ধূপগুড়ির বিধায়কের শপথগ্রহণ করানো নিয়ে ঢিলেমি। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এজন্য সম্মতি চেয়ে ফাইল গিয়েছে রাজভবনে। সেই ফাইলে এখন ধুলো জমছে রাজ্যপালের দপ্তরে। তবে সম্মতি না দিয়ে রাজ্যপাল নিজেই শপথবাক্য পাঠ করানোর জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন বলে শোনা যাচ্ছে। তবে এজন্য আনুষ্ঠানিক কোনও বার্তা না গিয়েছে নবান্নে, না বিধানসভায়।

খুব স্পষ্ট নয়, তবে খবর মিলেছে, রাজ্যপালের দপ্তর থেকে টেলিফোন গিয়েছিল ধূপগুড়ির নির্বাচিত বিধায়কের আছে। টেলিফোনের সেই আমন্ত্রণকে অবশ্য স্বীকার করেননি তিনি। বরং প্রকাশ্যে দাবি করছেন, তাঁর কাছে শপথগ্রহণ করার জন্য কোনও আমন্ত্রণ আসেনি কোনও পক্ষ থেকে। শাসকদলের বিধায়ক তিনি। ফলে সরকারের অগোচরে যে শপথগ্রহণ তিনি করবেন না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাজভবন কিন্তু বিষয়টাতে পুরোপুরি নীরব। একজন নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁকে শপথবাক্য পড়ানো হবে কি না, হলে কবে এবং কে পাঠ করাবেন ইত্যাদি প্রশ্নে ধোঁয়াশার জাল বিছিয়ে রেখেছে রাজ্যপালের দপ্তর। রাজ্যপালের সম্মতি ছাড়া কাউকে শপথ নেওয়ানোর ব্যাপারে সাংবিধানিক সমস্যা আছে রাজ্য সরকারের বা বিধানসভার। রাজ্যপাল সক্রিয় না হলে এ ব্যাপারে সাংবিধানিক জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ষোলোআনার ওপরে আঠারোআনা।

সিভি আনন্দ বোস আবার চলতি সপ্তাহে বিদেশ সফরে চলে যাচ্ছেন ১২ দিনের জন্য। সেই সফরের উদ্দেশ্যও খুব স্পষ্ট নয়। সে না হয় হল, কিন্তু বড় প্রশ্ন হল, ধূপগুড়ির বিধায়কের শপথগ্রহণের কী হবে? শপথবাক্য পাঠ না করা পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর বিধায়ক পদটাই আইনসিদ্ধ নয়। তাতে বিধায়ক হিসেবে করণীয় কিছুই করতে পারবেন না তিনি।

এমনকি, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প বা জনহিতের পরিষেবায় যে ন্যূনতম স্বাক্ষরটা প্রয়োজন হয়, সেটাও তিনি দিতে পারবেন না। ফলে রাজায় রাজায় এই ইগোর লড়াইয়ের মাঝে পড়ে ধূপগুড়ির জনগণ পড়েছে ফাঁপরে। সাধারণ মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলে একে অপরকে সবক শেখানোর এই প্রয়াস নিশ্চয়ই নিন্দনীয়। তিনি যিনিই হোন, জনগণকে বঞ্চিত রাখার অধিকার কারও নেই।

অমৃতধারা

শ্রীশ্রী ঠাকুরের উপর নির্ভর করিয়া যথাসাধ্য তোমার কর্তব্য পালন করিয়া যাও এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে থাকো।

ঈশ্বরের নাম সর্বদা সংসারের কর্মের মধ্যে থাকিয়াও মুখে বলিবে এবং অবসর পাইলে ইষ্টমন্ত্র জপ ও তাঁহার মূর্তি চিন্তা করিবে। এইরূপ প্রত্যহ করিলেই ঈশ্বরের কৃপালাভ করিবে। কিছুতেই কুচিন্তা বা কুভাব আসিতে দিবে না। যখনই কোনো কুচিন্তা আসিবে, ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিবে যেন তিনি তোমাকে দয়া করেন। দেখিবে তিনি তোমার প্রার্থনা নিশ্চয়ই শুনিবেন। যখন তোমার মনে কোনো প্রশ্ন উঠিবে, ওই প্রশ্ন ধ্যানের সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিবে এবং তাঁহার উত্তর প্রার্থনা করিবে। তিনি তোমার অন্তরে অন্তরে ঠিক উত্তর জানাইয়া দিবেন। ঈশ্বর কৃপাময়। যাহার চিত্ত যত শুদ্ধ, সে তত শীঘ্র তাঁহার কৃপা অনুভব করে।

–স্বামী অভেদানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৪০

পাশাপাশি : ১। মৃতপ্রায়, মুমূর্ষু ৩। বিশেষত চেহারার সাদৃশ্য ৫। আনন্দের ঢেউ, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, পল্লি সংগীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৬। পাতলা ও নরম পশমি কাপড়বিশেষ এবং তা থেকে তৈরি চাদর ৭। স্বজন, আত্মীয়, বন্ধু ৯। অন্যের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন ১২। দেবালয়, উপাসনা গৃহ ১৩। অতিশয় নীচ ও হীন লোক।

উপর–নীচ : ১। মৃত, পরলোকগত ২। রত্ন–এর কোমল ও কথ্যরূপ ৩। ধনী ৪। তরঙ্গ, ঢেউ ৫। মশলা হিসাবে ব্যবহৃত ঝাঁঝালো কন্দজাতীয় মূলবিশেষ ৭। বন্যা ৮। গালবাদ্যের আওয়াজবিশেষ ৯। সংসারত্যাগী সাধু বা তপস্বীদের আবাস, মঠ ১০। পূর্ণচন্দ্র, পিরবিশেষ ১১। অগ্রিম প্রদত্ত মূল্য বা মূল্যের অংশ, আগাম দেওয়া টাকা, বায়না।

সমাধান ■ ৩৬৩৯

পাশাপাশি : ১। জুলাই ৪। শায়ক ৫। ব্যাগ ৭। মন্দিরা ৮। কষ্টকর ৯। গতিবিধি ১১। ধরতা ১৩। কর্জ ১৪। ধিক্কার ১৫। মকাই।
উপর নীচ : ১। জুলুম ২। ইশারা ৩। হাঁকপাক ৬। গম্ভীর ৯। গণ্ডুক ১০। ধিনধিন ১১। ধরম ১২। তালুই।

খালিস্তানি নিয়ে টানাপোড়েনে মোদির থেকে বিপদ বেশি ট্রুডোরই

কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতকে প্যাঁচে ফেলতে গিয়ে ট্রুডো নিজেই প্যাঁচে পড়ছেন না তো?

অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে কানাডার সংসদে দাঁড়িয়ে সেদেশের প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন পিঁয়ের জেমস ট্রুডো কানাডাবাসী হরদীপ সিং নিজ্জর নামের এক খালিস্তানি জঙ্গির অস্বাভাবিক মৃত্যুর দায় ভারতের উপর চাপিয়েছেন। মুখে বলছেন, প্রচুর তথ্যপ্রমাণ আছে বলেই এতবড় অভিযোগ করছেন। কিন্তু তাঁর ঝুলি থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রমাণের বিড়াল তো দূরস্থান, বিড়ালের ল্যাজও বের হয়নি।

উলটে যা শোনা যাচ্ছে, তা সত্যি হলে ট্রুডো নিজেই বিপদে পড়বেন। শোনা যাচ্ছে, ফাইভ আইস চর সংগঠন ভারতীয় কূটনীতিকদের কথাবার্তা ফোনে আড়ি পেতে শুনে নাকি এই ধারণায় পৌঁছেছে এবং সেটাই অটোয়াকে জানানো হয়েছে। আর তাই নিয়ে কানাডার লিবারাল পার্টির প্রধানমন্ত্রী বাজারে নেমে পড়েছেন। ফাইভ আইস হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডের গুপ্তচর সংস্থার মধ্যে এক আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমন্বয়কারী সংস্থা।

সংবাদমাধ্যমের এই খবর সত্যি হলে অন্য প্রশ্ন উঠবে।

যেখানে আদালতের অনুমতি ছাড়া কোনও সাধারণ নাগরিকের ফোনে আড়িপাতা বেআইনি, সেখানে বিদেশি কূটনীতিকদের ফোনে আড়িপাতা হচ্ছে কীভাবে? বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রশ্নটা সামনে চলে এলে যে তাঁরই সমূহ বিপদ সেটা কানাডার প্রধানমন্ত্রী বিলক্ষণ জানেনও। তাই মুখে বললেও কী প্রমাণ আছে তার ধারকাছ দিয়ে যাচ্ছেন না। বরং 'কানাডায় আইনের শাসন চলে' বলে ধোঁয়াটে উত্তর দিচ্ছেন।

ট্রুডো সংসদে তাঁর রণংদেহি ইমেজ রাখতে বলেছিলেন, কানাডা এই নিয়ে তার ন্যাটো জোটসঙ্গীদের সঙ্গে কথা চালাচ্ছে। অর্থাৎ ২০১৫ থেকে কানাডার তখতে থাকা ট্রুডো এও ঠারেঠোরে বুঝিয়েছিলেন, এর শেষ দেখে ছাড়বেন। কিন্তু তারপর? বিশ্বের উন্নত ৭ দেশের গোষ্ঠী 'জি৭'–এর (যাতে কানাডাও শামিল) কেউ কোনও কথা বলছেন না। উলটে রাষ্ট্রসংঘে সাধারণ অধিবেশন চলাকালীন জি৭ যে বিবৃতি দিয়েছে তাতে রুশ–ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি কথা থাকলেও কানাডা নিয়ে একটি বাক্যও খরচ করা হয়নি। এই শেষ নয়, জি৭–এর বর্তমান চেয়ারম্যান জাপানও যে কানাডার পাশে নেই সেটা স্পষ্ট।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রুডোর এই বন্ধুহীন হয়ে পড়ার পিছনে বেশ কয়েকটা কারণ আছে।

প্রথমত, আড়িপেতে শোনা কথার উপরই ভিত্তি করে যদি এই অভিযোগ অটোয়া খাঁড়া করে থাকে, তবে কানাডাকে সমর্থন করতে কেউ এগোবে বলে মনে হয় না। তার কারণ এই আড়িপাতা জিনিসটা গুপ্তচর সংস্থারা করে থাকলেও সরকারিভাবে কখনোই কোনও দেশে তা স্বীকার করা হয় না। আর বিশ্বের কোনও আদালতেই বেআইনিভাবে আড়িপেতে পাওয়া তথ্যকে প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য করাও হবে না। বস্তুত, বিশ্বের ইতিহাসে এই আড়িপাতার জেরে জল অনেকদূর গড়ানো নানা দুনিয়া কাঁপানো ঘটনা রয়েছে।

বিংশ শতকে ৭০–এর দশকে ওয়াটারগেট অঞ্চলে ডেমোক্র্যাট দলের একটি দপ্তরের ফোনে আড়িপাতার চেষ্টাকে কেন্দ্র করে মার্কিন রাজনীতি তোলপাড় হয়। 'ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি' নামে এই ঘটনার জেরে তৎকালীন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন তাঁর তখত হারান। একবিংশ শতাব্দীতে এসে এ ব্যাপারে প্রথম বোমাটা ফাটান উইকিলিকের কর্ণধার জুলিয়ান আসাঞ্জে। ২০১০ সালে এই 'হুইসলব্লোয়ারের' দৌলতেই উইকিলিকের প্রকাশিত তথ্য থেকে প্রথম বিশ্ব জানতে পারে আড়িপাতা বিষয়টি বিশ্বময় কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এরপরে ২০১৩ সালে হুইসলব্লোয়ার রূপে আবির্ভূত হন মার্কিন গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ সংস্থা ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ এডওয়ার্ড স্নোডেন। তিনি যা তথ্য সামনে আনেন তাতে যে আমজনতা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল তাই নয়, ওয়াশিংটনের সঙ্গে বার্লিন, প্যারিস, লন্ডনের সম্পর্ককেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়।

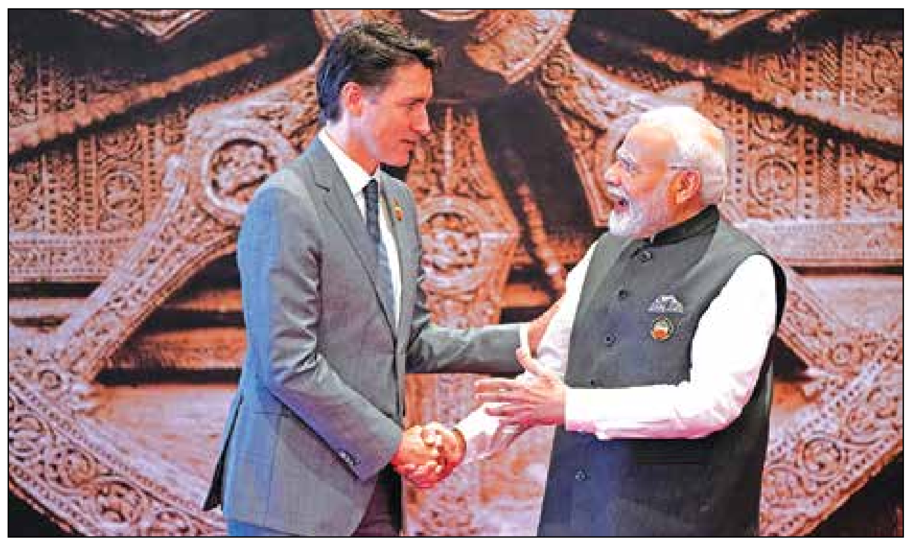

মাত্র ৩৩ শতাংশ জনসমর্থন পাওয়া প্রধানমন্ত্রী এখন খড়কুটোর মতো শিখ ভোট আঁকড়ে গদি বাঁচাতে চাইছেন। বস্তুত, খালিস্তানপন্থী জগমিত সিংয়ের নিউ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমর্থনে কুর্সি টিকে আছে ট্রুডোর। আর তা করতে গিয়েই কার্যত পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই–এর মদতপুষ্ট খালিস্তানি উগ্রপন্থীদের মুক্তাঞ্চল বানাতে মদত দিয়ে চলেছেন তিনি।

স্নোডেন যে তথ্য সামনে আনেন তাতে দেখা যায় আল কায়দা, আইসিসের মতো জঙ্গি সংগঠনের মাথাদের কথাবার্তায় আড়িপাতা তো আছেই, পাশাপাশি জার্মানি, ইংল্যান্ড, ফ্রান্সের মতো মিত্র দেশের নেতাদের ফোনে আড়িপাততেও কসুর করেনি ওয়াশিংটন। আর লক্ষ লক্ষ মার্কিন নাগরিক তো আছেনই এই আড়িপাতার করাল গ্রাসের কবলে। স্নোডেনকে ওয়াশিংটন দেশদ্রোহীর তকমা দিলেও বিশ্ব রাজনীতির এক অন্ধকার দিকে আলোকপাত করেন স্নোডেনই। শুধু কি ফোন–গুগল, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, স্কাইপ, ইউটিউব–সোশ্যাল মিডিয়ার সর্বত্র এই আড়িপাতার আওতায়। সাম্প্রতিক পেগাসাস সফটওয়্যার দিয়েও দুনিয়াব্যাপী এই আড়িপাতার সাম্রাজ্য চলছে তা জলের মতো স্পষ্ট।

দ্বিতীয়ত, যে নিজ্জরকে নিয়ে এত কাণ্ড তার আসল রূপও তো সামনে এসে পড়েছে। কানাডা যতই নিজ্জরকে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারের শহরতলি সারে এলাকার গুরু নানক গুরুদ্বারের নিরীহ প্রধান হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করুক, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা যে তথ্য সামনে এনেছে তা ভয়াবহ বললে কম হয়।

এই তথ্য অনুসারে, ১৯৭৭ সালে জলন্ধরে জন্মগ্রহণকারী নিজ্জর ১৯৯৬ সালে কানাডা পালায় রবি শর্মা নামে ভুয়ো পাসপোর্ট বানিয়ে। কানাডা গিয়ে ট্রাকচালক আর কলের মিস্ত্রির ভেক ধরে সে। ইতিমধ্যে পাকিস্তান নিবাসী খালিস্তান টাইগার ফোর্স (কেটিএফ) প্রধান জগতার সিং তারার নজরে পড়ে সে। শিখ জাঠার ভেক ধরে ২০১২ সালে পাকিস্তানে পৌঁছায় নিজ্জর। সেখানেই পাক গুপ্তচর সংস্থার মদতে কেটিএফ তাকে হাতেকলমে বিস্ফোরক বানানো ও বন্দুক চালনা শেখায়। ক্রমে নিজ্জর কেটিএফ প্রধানের ডান হাত হয়ে ওঠে। ২০১৫ সালে তারাকে থাইল্যান্ড থেকে ভারত ধরে ফেললে নিজ্জরই কেটিএফের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। ২০১৫ সালে ইন্টারপোল এই খালিস্তানি জঙ্গির নামে রেড কর্নার নোটিশ জারি করে। ইতিমধ্যে নিজ্জর নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্য নিজের তুতোভাই রাঘবীর সিং নিজ্জরকে হুমকি দিয়ে সরিয়ে সারের গুরুদ্বারের প্রধান হয়ে বসেছে।

এহেন 'শান্তিপ্রিয়' নিজ্জরের পরবর্তী ইতিহাস রক্তরঞ্জিত। সাধারণ ছেলেদের মধ্যে খুঁজে জঙ্গি করার জন্য তার মগজ ধোলাই থেকে শুরু করে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া, নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, অর্থের জোগান দেওয়া থেকে মায় সন্ত্রাসের জন্য ভারতে জঙ্গি ঢোকানো সবেতেই সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠে গুজ্জর। আর এরই মধ্যে কানাডীয় অভিভাষণ দপ্তরের দু'দুবারের আপত্তি সত্ত্বেও রাজনীতির অদৃশ্য কলকাঠির জোরে কানাডার নাগরিকত্বও পেয়ে যায় নিজ্জর।

পঞ্জাবে একের পর এক হানার নেপথ্য নায়ক হয়ে ওঠা নিজ্জরকে শুধু যে দিল্লি সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল তাই নয়, যুক্তরাষ্ট্র তাকে 'নো ফ্লাই'–এর তালিকায় রাখে। এমনকি কানাডাতেও তার বিমানযাত্রা নিষিদ্ধ হয়। সম্প্রতি পাওয়া এক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির হত্যাকে সমর্থন করছে এই খালিস্তানি জঙ্গি। সিআইএ'র এক প্রাক্তন গুপ্তচর তো বলেইছেন, 'ওসামা বিন লাদেন যদি নিরীহ লোক হন তবে নিজ্জরও নেহাতই এক কলের মিস্ত্রি।'

বস্তুত, বিশেষজ্ঞদের মতে, মাত্র ৩৩ শতাংশ জনসমর্থন পাওয়া প্রধানমন্ত্রী এখন খড়কুটোর মতো শিখ ভোটকে আঁকড়ে তাঁর গদি বাঁচাতে চাইছেন। বস্তুত, খালিস্তানপন্থী জগমিত সিংয়ের নিউ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমর্থনে কুর্সি টিকে আছে ট্রুডোর। আর তা করতে গিয়েই কার্যত পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই–এর মদতপুষ্ট খালিস্তানি উগ্রপন্থীদের মুক্তাঞ্চল বানাতে মদত দিয়ে চলেছেন তিনি। অথচ গুরপৎওয়ান্ত সিং পান্নুনের মতো খালিস্তানিরা যখন হিন্দু কানাডাবাসীদের সে দেশ ছাড়ার হুমকি দিচ্ছে, কানাডায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অশনিসংকেত দেখা দিচ্ছে, তখন ট্রুডো প্রশাসনের মুখে রা নেই।

কানাডাকে সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তাঞ্চল হতে দিলে এর বিষময় ফল ভোগ করতে হবে অটোয়াকেই। সামনেই রয়েছে হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকা সন্ত্রাসবাদীদের সূতিকাগার পাকিস্তানের উদাহরণ।

(লেখক সাংবাদিক)

শরৎ কিন্তু উত্তরের কৃষকের কাছে তীব্র যন্ত্রণার

মৌমিতা আলম

বাড়ি থেকে বেরিয়ে টোটোস্ট্যান্ডে পৌঁছাতেই ঘেমে নিয়ে একশা। ঠিক সময়ে পৌঁছোতে না পারলে ক্ষমতার লাল কালি ঘাড়ে না ঝুললেও, সই করার খাতা ভরে যাবে। কোনও উপায় না দেখে সবজি ভর্তি একটা টোটো পেয়েই চড়ে বসলাম তাতে। বস্তা ফুটো করে বের হয়ে থাকা বেখাপ্পা ধুন্দুলের আমার জুতোর গুঁতো খেয়ে শিং ভেঙে গেল।

কোনওরকমে সবজির মালিকের বদান্যতায় এঁটে গেলাম সবজিবোঝাই গাড়িতে। টোটোস্ট্যান্ড পেরিয়ে গ্রামের পথ ধরতেই এক হিমেল বাতাস ধান গাছের গাঢ় সবুজ হয়ে আসা পাতাগুলোকে ছুঁয়ে দিল। শেষ রাতের শিশিরবিন্দু গড়িয়ে পড়ল কচি ধানের গায়ে। শামুক খোল পাখিটি তখনই কারও আহ্বানে পাড়ি দিল আকাশে। মেঘগুলো হাওয়া নাড়ুর মতো দলা পাকিয়ে হামাগুড়ি খাচ্ছিল আকাশের বুকে। অসীম সবুজ প্রান্তরের রোদ, হাওয়ার সঙ্গে প্রেমের প্রথম দিনগুলোর মতোই অভিসারে মত্ত। আমিও মনে মনে বলছি...

এসেছে শরৎ, হিমের পরশ...।

তখনই আমার ভাবনায় কমা চিহ্ন এঁকে একটি কুমড়ো বস্তা ছিঁড়ে গড়িয়ে পড়ছে রাস্তায়। হইহই করে উঠলেন মালিক,

হালার লাভ তো হইব না, লসেই বেশি...।

জিজ্ঞেস করলাম, সবজির কোনটা কত দামে কেনেন এবং বিক্রিই বা হয় কত দামে। যা শুনলাম তাতে বুঝলাম সবজির মূল্য সোনার দামের সমান! সোনা না কিনলেও চলে কিন্তু সবজি...।

আমলকী বনের কম্পনের থেকেও টের পেলাম সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের পকেট গড়ের মাঠ হয়ে গেলে যে অসহায় অবস্থায় প্রতি মুহূর্তে চিন্তার ভাঁজ বয়স বাড়িয়ে দেয়, সেই কষ্টের অনুভূতি। ছেদ পড়ল শরতের বন্দনায়।

বাংলা সাহিত্যে ও মননে শরৎ মানেই কাশফুল, দুর্গাপুজো ও শারদীয়া পুজো সংখ্যা। বাঙালি সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভরকেন্দ্রে আছেন যাঁরা, তাঁদের কাচের ঘর থেকে হিম ও কাশফুল কল্পনা করা সহজ। পাঁচ মাস হিমঘরে আলু রেখে শরতে লাভের আশায় বসে থাকা কৃষকের মুখচ্ছবি সেখানে পৌঁছায় না। ভাদ্র–আশ্বিনে কৃষকের ভরসা, আগের কৃষি থেকে যা লাভ হয় তাই। কিন্তু আলুর পরে কৃষক পাট চাষ করেছে। পাটেও ক্ষতি। আষাঢ়ে বোনা ধান উঠবে অগ্রহায়ণে।

শীতের সবজি উঠতে দেরি আছে। বাজারে আগুন। শীত আর গ্রীষ্মের মাঝে শরৎ কৃষকদের কাছে সেই সময়টা, যখন হয় তাকে অন্য কাজ খুঁজতে হয়, নয়তো সামান্য জমানো দিয়ে দিন গুজরান। বাড়ির পোষ্য মুরগি, ছাগল বেচতে হয়। তাই ভাদ্র মাসে আত্মীয় এলে, ঠাট্টার ছলে বলতে শোনা যায় :

ভাদর মাসিয়া অভাবত আরও সাগাই!

আগে ভাধই ধান করত কৃষক। ফলন কম বলে এখন ভাদ্র মাসে পাকা এই ধানের চাষ দেখা যায় না। মাঠ ভরে থাকে কচি ধানে, অভুক্ত গবাদিপশুর জন্যও কষ্টের মাস ভাদ্র–আশ্বিন।

সব ভুলে কয়েকদিন পুজোর আনন্দে মেতে থাকে কৃষক, সবার সঙ্গে। কিন্তু সংসারের ঘানি টানতে আর বাজারের আগুনে ক্লান্ত কৃষক হিমেল হাওয়ায় কবিতা পাঠ করে না, সে অপেক্ষা করে নতুন ফসলের, একটুখানি সচ্ছলতার।

(লেখক ময়নাগুড়ির বাসিন্দা। তুফানগঞ্জের শিক্ষক)

বিন্দু বিসর্গ

প্রজ্ঞান জেগেছে কি না দেখতে এসেছিলাম। এটা যে উত্তরবঙ্গের রাস্তা বুঝতে পারিনি!

–অভি

আলোচিত

সাংসদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই? তাহলে তিনি বেতন পান কীভাবে? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির ঠিকানা জানে না ইডি? তা হলে ১৮৮এ হরিশ মুখার্জি রোডে কার নামে বাড়ি রয়েছে? আপনারা অভিষেকের জমি দেখাচ্ছেন? কিন্তু কোথায় সেই জমি? জমির দাম কত? কিচ্ছু জানাননি।

–অমৃতা সিনহা

আজ

অভিযাত্রী সর ফ্রান্সিস ড্রেক ১৫৮০ সালে আজকের দিনে বিশ্ব ভ্রমণ করে দেশে ফিরেছিলেন। তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৫৭৭ সালে। ড্রেক প্রথম ব্রিটিশ যিনি গোটা পৃথিবী ঘুরেছিলেন। ১৫৮১ সালে রানি প্রথম এলিজাবেথ তাঁকে নাইট উপাধি দেন।

ভাইরাল

হিরে খোঁজার ভিডিও ভাইরাল। সুরাটের এক ব্যবসায়ীর প্যাকেটভর্তি হিরে রাস্তায় পড়ে যাওয়ার গুজব ছড়িয়েছিল। সেই হিরের লোভে বহু মানুষ রাস্তায় নামেন। একজনকে রাস্তা ঝাঁট দিতে দেখা যাচ্ছে। অনেকে বাইক থামিয়ে হিরে খুঁজছেন। একজন হিরে পেয়েছেন, কিন্তু সেটা নকল।

জনমত

উড়ালপুল, আন্ডারপাস হোক আলিপুরদুয়ারে

আলিপুরদুয়ার শহরে বিগত বছরগুলোর তুলনায় জনসংখ্যা যেমন অনেক বেড়েছে, তেমনই বহুগুণ বেড়েছে যানবাহনের সংখ্যা। আলিপুরদুয়ার জংশন ডিআরএম অফিস এলাকা থেকে শুরু করে জংশন, লিচুতলা, অরবিন্দনগর, কোর্ট, সূর্যনগর, লেবু বাগান, বড়বাজারের মাঝখান দিয়ে গিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ রেললাইন। ওইসব এলাকায় প্রায় দশটিরও বেশি লেভেল ক্রসিং রয়েছে। ফলে আলিপুরদুয়ার শহরটি দুটি ভাগে ভাগ হয়ে রয়েছে এবং দুটি ভাগের যোগাযোগ একদম বন্ধ হয়ে যায় যখন সেদিকে ট্রেন চলাচল করে। তখন একটা অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত জেলা হাসপাতালে মুমূর্ষু রোগীকে নিয়ে যেতে পারে না। ফলে অনেক সময় রোগী মারাও যান।

এছাড়া জেলা শহরের পূর্বভাগ থেকে পশ্চিম ভাগে যোগাযোগ অনেক সময়ের জন্যই বন্ধ হয়ে যায়– ২০২৩ সালে দাঁড়িয়ে যা আমরা ভাবতেও পারি না। এদিকে নিউ আলিপুরদুয়ারের উত্তরে যে লেভেল ক্রসিংটি রয়েছে তার তো আরও বেশি দুরবস্থা। দিনে শতাধিক ট্রেন চলা ও জাতীয় সড়ক যোগাযোগকারী এই লেভেল ক্রসিংটি দিনরাত্রি বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকে। ফলে জেলাবাসীর যোগাযোগের দুর্বিষহ অবস্থা ভাষায় অবর্ণনীয়।

তাই কেন্দ্র–রাজ্য বুঝি না। অবিলম্বে দুই সরকারের আলাপ–আলোচনায় বা শুধুমাত্র কেন্দ্র তথা রেলের তরফে এই লেভেল ক্রসিংগুলোতে হয় উড়ালপুল, নয়তো আন্ডারপাস করা হোক। এই জেলার সভ্যতাকে সচল রাখতে কিছু একটা অন্তত করা হোক– নইলে তো রেলের এত আধুনিকীকরণ, এত অগ্রগতির সিদ্ধান্ত ও কার্যকারিতার যথার্থ মূল্যায়ন হতে পারে না। জেলাবাসীর সচল জীবন অচল করে দিয়ে সভ্যতার অগ্রগতি অপরিণামদর্শিতা তো বটেই।

জ্যোতির্ময় রায়, নিউ আলিপুরদুয়ার।

ভিটেমাটিহীনদের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন

দেশের হতদরিদ্র মানেই যাঁরা ভিটেমাটিহীন। তাঁদের নেই বলতে কিছুই নেই। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত তাঁদের মাথা গোঁজার জন্য নিদেনপক্ষে একটি করে ঘর তৈরি করে দেওয়া। অথচ আমরা দেখি যাঁদের নিজের নামে জমিজমা আছে, বাড়িঘর আছে – তাঁদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর দেওয়া হচ্ছে। ঠিক একই রকম নিয়মে রাজ্য সরকার তাঁদের বাংলা আবাস যোজনার মাধ্যমেও ঘর তৈরি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। খুব ভালো কথা।

কিন্তু যাঁরা ভিটেমাটিহীন, যাঁরা সারাটা জীবন রেললাইনের ধারে, কেউ বা শহরের ফ্লাইওভারের নীচে, কেউ বা নোংরা পরিবেশে পরিবার–পরিজন নিয়ে কষ্টের মধ্যে কোনও বস্তিতে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিচ্ছেন, তাঁদের জন্য কি সরকারের কোনও কর্মসূচি নেই? নেই কোনও ভাবনা? না থাকলে এতদিনেও কেন তাঁদের জন্য মাথা গোঁজার মতো কোনও ব্যবস্থা করা যায়নি? এটা কি একযাত্রায় পৃথক ফলের মতো ঘটনা নয়?

সরকারের উচিত, যাঁদের কিছুই নেই সবার আগে তাঁদের জন্য কিছু একটা করা। প্রতিটি পুরসভায় এমন একটি কর্মসূচি নেওয়া উচিত, যেখানে একটি পাঁচতলা বাড়িতে ভিটেমাটিহীন মানুষজন থাকতে পারবেন। এই ধরনের কোনও কর্মসূচি কি কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার নিতে পারে না? আসলে তেলা মাথায় তেল দেওয়াটাই আমাদের উভয় সরকারের বড় কাজ হয়ে গিয়েছে। এর নামই কি সবকা সাথ সবকা বিকাশ?

দেখুন না, ভাবুন না। তাহলেই হয়তো এই হতভাগাদের জন্য কিছু একটা পরিকল্পনা বেরিয়ে আসলেও আসতেই পারে। যে সরকার যত ভালোই কাজ করুক, এ যে দেখছি প্রদীপের নীচেই অন্ধকার।

তপন চক্রবর্তী, কালিয়াগঞ্জ।

নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রীদের ভোগান্তি

কিছুদিন যাবৎ লক্ষ করা যাচ্ছে, ট্রেন ধরার জন্য মালপত্র নিয়ে অটো, টোটো, ভাড়ার ট্যাক্সি কিংবা নিজস্ব গাড়ি নিয়ে নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে গেলে পার্কিংয়ের কর্তব্যরত কর্মচারীরা পার্কিং চার্জ দাবি করেন। ফলে গাড়িচালকরা স্টেশনের ৬০/৭০ মিটার দূরে যাত্রীদের নামিয়ে দেন। ৬০/৭০ মিটার রাস্তা যাত্রীদের মালপত্র নিজেদের টেনে নিয়ে আসতে হয়। মালপত্র নামিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে গাড়ি চলে যাবে বলা সত্ত্বেও যাত্রীদের কথায় কর্ণপাত না করে কর্তব্যরত কর্মচারীরা পার্কিং চার্জ দাবি করতে থাকেন।

যতদূর জানা আছে, ৫ মিনিটের মধ্যে যদি মালপত্র নামিয়ে গাড়ি বের হয়ে আসে তাহলে কোনও পার্কিং চার্জ লাগার কথা নয়। স্টেশনে যাত্রীবাহী গাড়ি ঢোকার সময় উল্লেখিত টোকেন দেওয়ার কথা। কিন্তু নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের পার্কিংয়ে কর্তব্যরত কর্মচারীরা কোনও টোকেন ইস্যু না করে বেআইনিভাবে পার্কিং চার্জ দাবি করে থাকেন। এ বিষয়ে রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অজিতকুমার জৈন, দিনহাটা।

টুকরো খবর

আপাতত বিশ্রামে, ধর্নায় অনিশ্চিত মমতা

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : আবারও পায়ে চোট পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েকমাস আগে উত্তরবঙ্গে হেলিকপ্টার থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়ে পায়ে চোট পান তিনি। এবার তিনি চোট পেয়েছেন স্পেন সফরে গিয়ে।

শনিবার রাতে কলকাতায় ফিরে রবিবার তিনি এসএসকেএম

হাসপাতালে চিকিৎসকদের পরামর্শ নেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর বাঁ-পায়ের জখম হাঁটুতে এমআরআই করা হয়েছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ, ৪ অক্টোবর পর্যন্ত তাঁকে বিশ্রাম নিতে হবে। এদিকে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আটকে রাখার প্রতিবাদে কেন্দ্রের সরকারের বিরুদ্ধে দিল্লির রাজপথে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই অনুষ্ঠানে মমতা ও অভিষেকের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলতে হলে তাঁর দিল্লি যাওয়ার সম্ভাবনা কমবে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, মমতার অনুপস্থিতিতে দিল্লির আন্দোলনের পুরো দায়িত্ব বর্তাবে অভিষেকের ওপরে।

তৃণমূলের তরফে প্রাথমিকভাবে দিল্লির রামলীলা ময়দানে অবস্থানের পরিকল্পনা থাকলেও অনুমতি দেয়নি দিল্লি পুলিশ। পরে বিকল্প কর্মসূচি হিসেবে ঠিক করা হয়, মমতা-অভিষেক সহ দলের সাংসদ, বিধায়ক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা দিল্লির রাজঘাটে প্রার্থনায় বসবেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান তাঁরা। বাংলার বঞ্চিত মানুষের লেখা ৫০ লক্ষ চিঠি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাতে তুলে দেবেন তাঁরা। এই কর্মসূচিতে এবার অভিষেকই তৃণমূলের প্রধান মুখ হয়ে উঠবেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি বৈঠক

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের ডেঙ্গি পরিস্থিতি ক্রমেই উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। সোমবার করমপুজো উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটি থাকা সত্ত্বেও মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর নেতৃত্বে এদিন নবান্নে ডেঙ্গি নিয়ে দুই পর্বে বৈঠক হয়। প্রথম বৈঠকে ডেঙ্গির প্রকোপের শীর্ষে থাকা দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলি জেলার অফিসারদের নিয়ে স্বাস্থ্যকর্তারা বৈঠকে বসেন। পরবর্তী পর্যায়ে সব জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করা হয়। দমদম ও বিধাননগর পুরসভার পরিস্থিতিও যথেষ্ট খারাপ। সেই কারণে ওই দুই পুরসভার কর্তাদের সতর্ক করা হয়েছে। সোমবার ডেঙ্গি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর, বাঘাযতীন এলাকা পরিদর্শন করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর নিয়ে কটাক্ষ

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বিদেশ সফর নিয়ে কটাক্ষ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরি। বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী স্পেনে যেতে পারেন, কিন্তু এখানকার মানুষের 'পেইন' (দুঃখ) বোঝেন না।' রবিবার মুর্শিদাবাদে ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করার সময় অধীর ওই মন্তব্য করেন। বলেন, 'অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাস থেকে ডেঙ্গি পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হবে বলে আমরা আগেই সতর্ক করেছিলাম। কিন্তু সরকারের উদাসীনতার জন্যই বর্তমানে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রীর স্পেন সফরের খরচ নিয়েও কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি কোনও বেতন নেন না বলে দাবি করেন। নিজের বই আর আঁকার রয়্যালটি থেকে যা হয় তাতেই চলে। যদি তাই হয়, তাহলে প্রতিদিন তিনি লাখ টাকা খরচ করে কীভাবে মাদ্রিদের বিলাসবহুল হোটেলে থাকলেন? ক'টা বিনিয়োগ উনি আনতে পারলেন?'

'কংগ্রেসের রাশ নকশালদের হাতে'

ভুপাল ও জয়পুর,২৫ সেপ্টেম্বর : মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানেবিধানসভা ভোটে এগিয়ে আসার সঙ্গে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার ভুপালে দলের প্রচারে গিয়ে মোদি দাবি করেন,প্রধান বিরোধী দলকংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ শহুরে নকশালদের হাতে চলে গিয়েছে। তাঁরা শতাব্দী প্রাচীণ দলটিকে মরচে পড়া লোহায় পরিণত করেছে। প্রধানমন্ত্রীর তোপ,কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে বিমারু (অসুস্থ) হয়ে পড়বে মধ্যপ্রদেশ। যেসব রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় রয়েছে সেগুলিকে তারা ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের শাসনে একই পরিণত হবে মধ্যপ্রদেশের। এদিনই জয়পুরেরাজস্থানের শাসক দল হিসাবে কংগ্রেসকে শূন্য দিয়েছেন তিনি। গেহলট সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলতে উল্লেখ করেছেন বিতর্কিত লাল ডায়েরির কথাও। তাঁরমতে, ওই ডায়েরিতেই রয়েছে কংগ্রেস নেতাদের কালো কাজের খতিয়ান।

ভুপালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিজেপি এখানে ২০ বছরের বেশি সময় ধরে শাসন করছে। মধ্যপ্রদেশের তরুণরা ভাগ্যবান যে তাঁরা কংগ্রেস সরকারের কু-শাসন দেখেননি। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস দীর্ঘদিন মধ্যপ্রদেশ শাসন করেছে এবং এটি বিমারু রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। আমরা আবার একে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়েছি।' জনসংঘের সহপ্রতিষ্ঠাতা দীনদয়াল উপধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে আয়োজিতবিজেপির কার্যকর্তা মহাকুম্ভ-এর সভামঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীর আরও বলেন, 'কংগ্রেস এমন একটি কোম্পানিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে যারা তাদের নেতা থেকে স্লোগান পর্যন্ত সবকিছু শহুরে নকশালদের থেকে আমদানি করছে। কংগ্রেস আগে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তারপর হয়েছে দেউলিয়া।'

মোদির অভিযোগ, কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করছে শহুরে নকশালরা। তাঁর কথায়, কংগ্রেস হল মরচে পড়া লোহার মতো যার ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও দৃষ্টিভঙ্গী নেই। অন্যদিকে, বিজেপি সাড়ে ১৩ কোটি মানুষকে দারিদ্র্যসীমা থেকে বার করে এনেছে যা

তোপ প্রধানমন্ত্রীর

ভুপালে দলীয় কর্মীসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মোদি উবাচ

- কংগ্রেস শাসনে বিমারু হয়েছিল মধ্যপ্রদেশ
- শাসক দল হিসাবে রাজস্থানে শূন্য পাওয়া উচিত কংগ্রেসের
- নেতা থেকে স্লোগান পর্যন্ত শহুরে নকশালদের থেকে আমদানি করছে
- কংগ্রেস আগে ধ্বংস হয়েছে তারপর দেউলিয়া
- কংগ্রেস হল মরচে পড়া লোহার মতো

মধ্যপ্রদেশের মোট জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। সংসদের বিশেষ অধিবেশনে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস নিয়েও কৃতিত্ব দাবি করেছেন তিনি। মোদি বলেন, 'আমরা মহিলাদের জন্য লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করেছি। এটা আমাদের প্রতিশ্রুতির অঙ্গ ছিল। এই বিলের মাধ্যমে ভারত ইতিহাস রচনা করেছে।'তিনি দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তারও 'গ্যারান্টি' রয়েছে। বিরোধীদের ইন্ডিয়া জোটকে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য, ইন্ডিয়া জোট বাধ্য হয়ে মহিলা সংরক্ষণ বিলকে সমর্থন করেছে। বিরোধী জোটের অনেক শরিক দলকয়েকদশক ধরে এই বিলের বিরোধিতা করেছে। মহাকুম্ভ সভায় ভাষণ দেওয়ার আগে এদিন ভুপালে দীর্ঘ রোড-শো করেন প্রধানমন্ত্রী। মোদিকে দেখতে রাস্তার দু'ধারে বিজেপি কর্মীদের ভিড় উপচে পড়েছিল।

রাজস্থানের সভা থেকেও কংগ্রেসের উদ্দেশে একের পর এক কটাক্ষ ছুঁড়ে দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'রাজস্থানবাসী কংগ্রেসের কুশাসনের বিরুদ্ধে দামামা বাজিয়ে দিয়েছে। ওই দল এখানে যেভাবে সরকার চালাচ্ছে তাতে তাদের শূন্য পাওয়া উচিত।' মোদি জানান,মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের সরকারকে উৎখাত করে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজস্থানের ভোটাররা। প্রদেশ বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, সংসদেমহিলা সংরক্ষণ বিল পাশের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে এদিনের সভায় বহু মহিলা উপস্থিত হয়েছিলেন। বক্তৃতার মাঝে তিনি যখন জনতার উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, মহিলা সংরক্ষণ বিল কে এনেছে? উত্তর আসে, মোদি-মোদি।

রাজ্যপালের আমেরিকা সফর বাতিল

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার তাঁর আমেরিকা যাওয়ার কথা ছিল। সোমবার এই সফর বাতিল করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

রাজ্যপালের সফর নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই জল্পনা চলছিল। বারবার রাজ্যপালের সফরসঙ্গীদের তালিকা বদল হয়েছে। কখনও ১২ জনের দলের কথা ভাবা হয়েছে, কখনও বা সিলমোহর পড়েছে ৬ জন সফরসঙ্গীর তালিকায়। শেষমেশ এদিন রাজভবনের তরফে জানানো হয়, রাজ্যের আর্থিক সংগতির কথা ভেবে সফর বাতিল করেছেন রাজ্যপাল।

রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব বান কি মুন-এর আমন্ত্রণে ওয়াশিংটনে বিশ্ব সাংস্কৃতিক উৎসবে তাঁর যোগ দেওয়ার কথা ছিল। ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত ওই উৎসব চলবে। উৎসবের আয়োজকরা রাজ্যপাল ও তাঁর সফরসঙ্গীদের খরচ বহন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যপাল শেষমেশ বিদেশি আতিথ্য নেওয়া যথাযথ মনে করেননি।

প্রোটোকল অনুযায়ী সরকারি কোষাগার থেকেই তাঁর এই সফরের খরচ হওয়া উচিত। রাজভবন সূত্রের খবর, রাজ্য সরকার এখন আর্থিক অসুবিধায় রয়েছে বলেই তিনি সফর বাতিল করছেন।

ওই অনুষ্ঠান বাদে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতার কথা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বৈঠকগুলি অনলাইনে সারবেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালের আচমকা সফর বাতিলের পিছনে আরও কিছু কারণ থাকার সম্ভাবনার কথাও নবান্নের অলিন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকেই মনে করছেন, রাজ্যপাল শেষমেশ কূটনীতির ফাঁসে আটকা পড়েছেন। রাজ্যপালের ক্ষেত্রে বিদেশ সফরে বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে অনুমতি নিতে হয়। তারই কোনও একটি দিক থেকে বাধা এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে রাজভবন থেকে এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

সমুদ্র বিচে ছাতা মাথায় পর্যটকরা। প্রচণ্ড রোদের হাত থেকে বাঁচতে রিওডি জেনেইরোতে ইপানিমা সমুদ্রসৈকতে।

গোয়েন্দাদের হাতে খালিস্তান-রোডম্যাপ ফাঁস

পাক মদতে ভারত ভাগের চক্রান্ত পান্নুনের

নয়াদিল্লি ও টরন্টো, ২৫ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় হিন্দুদের কানাডা ছাড়ার হুমকি দেওয়ার আগে থেকেই গোয়েন্দাদের আতসকাঁচের তলায় রয়েছে খালিস্তানপন্থী জঙ্গি নেতা গুরুপতবন্ত সিং পান্নুন। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার (এনআইএ) ডসিয়র অনুযায়ী, জঙ্গি গোষ্ঠী জাস্টিস ফর শিখস-এর নেতা পান্নুন শুধু পঞ্জাবকেবিচ্ছিন্ন করে আলাদা খালিস্তান রাষ্ট্র তৈরির চেষ্টা করছে না, ভারতকে টুকরো টুকরো করে একাধিক দেশে পরিণত করার পরিকল্পনা রয়েছে তার। পান্নুনের একাধিক অডিও রেকর্ড এনআইএ'র হাতে এসেছে। সেখানে জঙ্গি নেতা স্পষ্ট জানিয়েছে, কাশ্মীরকে একটি স্বাধীন মুসলিম দেশ হিসাবে দেখতে চায় সে। পান্নুনের সঙ্গে যে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই ও কাশ্মীরি জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই।

২০১৯ থেকে পান্নুনের গতিবিধির ওপর নজর রাখছে এনআইএ। ওই বছর শিখস ফর জাস্টিসকে নিষিদ্ধা করা হয়। পরের বছর সন্ত্রাসবাদীর তকমা দেওয়া হয়েছিল পান্নুনকে। তবে কানাডায় ঘাঁটি গেড়ে ভারত বিরোধী কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে পান্নুন ও তার সংগঠন। সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে শিখ যুবকদের একাংশকে দলে টানার চেষ্টা করছে পান্নুন। কানাডায় নিহত জঙ্গি হরপ্রীত সিং নিজ্জরের সঙ্গেও পান্নুনের নিয়মিত যোগাযোগের কথা জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা। পান্নুনের ডসিয়রে আরও বলা হয়েছে, মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত পেতে ভারত ভেঙে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ উর্দুস্থান নামে একটি দেশের পরিকল্পনা করেছে শিখস ফর জাস্টিসের নেতা। তার বিরুদ্ধে এদেশে মোট ১৬টি মামলা রয়েছে। এগুলি

পান্নুনের পরিকল্পনা

- ভারত ভেঙে একাধিক দেশ তৈরি
- কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র
- আইএসআই ও লস্করের মদতে ভারতে নাশকতা
- সামাজিকমাধ্যমে শিখ যুবকদের বিচ্ছিন্নতাবাদে প্ররোচনা
- অশান্তি ছড়াতে টাকার টোপ

পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি ও উত্তরাখণ্ডে দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগের সংখ্যা ৩টি।

ভারতকে অশান্ত করছে টাকার ঝুলি নিয়ে ময়দানে নেমেছে পান্নুনের দলবল। গোলমাল পাকানোর ধরন অনুযায়ী আর্থিক টোপ দেওয়া হচ্ছে। গোয়েন্দা তথ্য অনুসারে, দিল্লির ইন্ডিয়া গেটে খালিস্তানী পতকা ওড়াতে পারলে আড়াই মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২১ কোটি টাকা) দেওয়ার কথা জানিয়েছে পান্নুন। তার সঙ্গীরা দিল্লি, পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ ও হরিয়ানার নানা জায়গায় বেশ কয়েকবার খালিস্তানী পতাকা লাগানোর চেষ্টা করলেও প্রতিবারই পুলিশের সক্রিয়তায় তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে গিয়েছে।

এদিকে দিল্লি পুলিশের তদন্তে আর্শদীপ ডাল্লার নামে আরও এক জঙ্গির কথা জানা গিয়েছে। চলতি বছরের শুরুতে দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে দুই খালিস্তানপন্থী জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। জাহাঙ্গিরপুরী থেকে গ্রেপ্তার হওয়া জগজিৎ সিং জগ্গা ও নৌশাদ নামে ওই জঙ্গিদের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল। জেরায় তারা জানিয়েছে, কানাডাবাসী ডাল্লার নির্দেশে দু'জনে দিল্লিতে নাশকতার ছক কষেছিল। তাদের নিশানায় ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের একাধিক নেতা। পঞ্জাবের কয়েকজন খালিস্তান বিরোধী রাজনীতিককেও তারা খুনের পরিকল্পনা করেছিল।

ডাল্লার কাছে নিজেদের আনুগত্য প্রমাণ করতে জগজিৎ ও নৌশাদ এক হিন্দু তরুণকে মেরে তাঁর মাথা কেটে ফেলে। সেই ভিডিও কানাডায় পাঠানো হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে দাবি, ডাল্লার পিছনে রয়েছে আইএসআই ও জঙ্গি গোষ্ঠী লস্করের প্রত্যক্ষ মদত। আদতে পঞ্জাবের মোগা জেলার বাসিন্দা ২৭ বছরের ডাল্লার বিরুদ্ধে অন্তত ২৫টি মামলা রয়েছে।

পুজোর পরে হতে পারে উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগ

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : আদালতের নির্দেশ পেলে উচ্চপ্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। ২৫ অগাস্ট উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে স্কুল সার্ভিস কমিশন। ওই তালিকায় ১৩,৩৩৪ জনের নাম আছে। ওই তালিকা অনুযায়ী নিয়োগ শুরু হতে পারে, তবে তার আগে হাইকোর্টের অনুমতি মিলতে হবে।

উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগের জন্য টেট পরীক্ষা হয়েছিল ২০১৫ সালের ১৬ অগাস্ট। ২০১৯ সালের ৪ অক্টোবর প্রথম মেধাতালিকা প্রকাশিত হয়। মেধাতালিকা প্রকাশ হলেও ওঠে দুর্নীতির অভিযোগ। এই নিয়ে মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে। দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় ২০২০ সালের ১৯ ডিসেম্বর আদালতের নির্দেশে বাতিল হয় মেধাতালিকা।

নতুন মেধাতালিকা প্রকাশিত হয় ২৫ অগাস্ট। এই বিষয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, 'আদালতের নির্দেশে মেধাতালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তালিকায় ১৩,৩৩৪ জনের নাম আছে। ওয়েটিং লিস্টেও আছে

১৩ হাজার চাকরি

বেশকিছু নাম। এখন দরকার আদালতের অনুমতি।'

বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি উদয়কুমারের এজলাসে মামলাটি চলছে। আদালত নিয়োগের জন্য কাউন্সেলিংয়ের অনুমতি দিলেই কাজ শুরু হবে। সিদ্ধার্থবাবু বলেন, 'প্রার্থীদের প্রস্তুত হতে ৭ দিন সময় দিতে হবে। উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের দূরবর্তী জেলাগুলিতে যাঁরা থাকেন, তাঁদের ডাকলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কলকাতায় চলে আসতে পারবেন না। এজন্য তাঁদের ২-৪ দিন সময় দিতে হবে।'

অভিষেকের সম্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন বিচারপতির

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তির যে বিবরণ ইডির তরফে আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে, তা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার ডিরেক্টর ও সিইও-র সম্পত্তির বিবরণ বিচারপতির নির্দেশে জমা দিয়েছে ইডি। তা দেখে সোমবার বিচারপতি ইডিকে ভর্ৎসনা করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'সাংসদের তিনটি বিমা ছাড়া আর কিছু নেই। এটা কীভাবে সম্ভব।' তাঁর প্রশ্ন, 'ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিশদ বিবরণ নেই কেন? এটা কি হতে পারে যে সাংসদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই?' রিপোর্টের সমালোচনা করে তাঁর প্রশ্ন, অভিষেকের বাড়ির ঠিকানা ইডি কি জানে না? ১৮৮-এ হরিশ মুখার্জি রোডে কার নামে বাড়ি রয়েছে? সম্পত্তির বিবরণ নিয়ে সন্দেহ থাকায় এই সংক্রান্ত বিষয়গুলি স্পষ্ট করার জন্য এদিন ইডি ও সিবিআইয়ের আধিকারিকদের আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি।

অভিষেকের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সম্পত্তির হিসেব আদালতে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সিনহা। অভিষেকের মা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। নিয়োগ মামলায় জড়িত এক অভিনেতার নাম ও সম্পত্তির বিবরণ আদালতে আগেই জমা পড়েছিল। সেই অভিনেতার সম্পত্তি নিয়েও বিচারপতি সন্দেহ প্রকাশ করেন। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস নিয়ে আটমাস ধরে ইডি যে তদন্ত করেছে, তার নিট ফল শূন্য। মামলার পরবর্তী শুনানি ২৯ সেপ্টেম্বর। অভিষেকের সম্পত্তির ইডির দেওয়া বিবরণ নিয়ে বিচারপতি বলেন, 'আপনারা অভিষেকের জমি দেখাচ্ছেন? বিশদ তথ্য কোথায়? জমি কোথায় রয়েছে, কত দাম, কিছুই জানাননি। এই আপনাদের তদন্তের হাল? নথির সত্য-মিথ্যাও তো যাচাই করেননি।' বলেন, 'আপনারা বলছেন সংস্থার কারখানা ছিল। সেটা কবে বা কোথায় তৈরি হয়েছে জানাননি। ওই সংস্থার সম্পত্তির বিবরণও দেননি। সংস্থার এসি, গাড়ি ও লরি রয়েছে বলেছেন, কিন্তু কার নামে রয়েছে, তা বলেননি। আপনারা কি সঠিকভাবে তদন্ত করবেন না?' ইডির আইনজীবী সবকিছু শোনার পর বিচারপতিকে অনুরোধ করে বলেন, 'আমাদের একটু সময় দিন। ইডির ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলে আমরা জানাচ্ছি ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সাহায্য নেওয়া হবে কিনা।'

সেনাকর্মীর ওপর হামলা

তিরুবনন্তপুরম, ২৫ সেপ্টেম্বর : কেরলের কোল্লাম জেলার কাড়াক্কলে এক সেনাকর্মীর ওপর হামলায় নাম জড়াল নিষিদ্ধ মৌলবাদী ইসলামি সংগঠন বা পিএফআইয়ের। অভিযোগ, ওই সেনা জওয়ানের হাত বেঁধে তাঁর পিঠে সবুজ রং দিয়ে ইংরেজিতে পিএফআই কথাটি লিখে দেওয়া হয়েছে। রবিবার রাতের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণের রাজ্যটিতে। আক্রান্ত সেনা জওয়ানের নাম শাইন কুমার। তাঁর বাড়ি কাড়াক্কালে। জওয়ানের অভিযোগ, ২৪ সেপ্টেম্বর রাতে বাড়ির পাশে রবারের বনে পায়চারি করার সময় আচমকা ছয় ব্যক্তি তাঁর ওপর চড়াও হয়ে তাঁর হাত বেঁধে ফেলে। তারপর সবুজ রং দিয়ে পিঠে লিখে দেয় পিএফআই। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

তদন্তে গাফিলতি, কাঠগড়ায় যোগী পুলিশ

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : মুজফফরনগরের একটি স্কুলে ভিন্ন ধর্মের নাবালক পড়ুয়াকে সহপাঠীদের দিয়ে চড় মারার ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষক তৃপ্তা ত্যাগীর বিরুদ্ধে তদন্তে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

ঘটনার পর এফআইআর করতে দু'সপ্তাহ লেগেছে পুলিশের। এছাড়া শিক্ষকের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ উঠলেও এফআইআর-এর বয়ানে তা নেই। এসব নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে সুপ্রিম

মাসখানেক আগে মুজফফরনগরের নেহা পাবলিক স্কুলের ঘটনা সাড়া ফেলে গোটা দেশে। স্কুলের শিক্ষিকা তৃপ্তা ত্যাগীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, এক নাবালক মুসলিম পড়ুয়াকে শাস্তি দিতে তার সহপাঠীদের তিনি চড় মারার নির্দেশ দেন। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে শিক্ষিকাকে বলতে শোনা যায়, 'আমি তো ঘোষণা করেই দিয়েছি, যত মহমেডান ছাত্র আছে, তারা যেখানে খুশি চলে যাও।' ছাত্রটি নামতা ভুল বলায় এই শাস্তি দেন শিক্ষিকা।

সুপ্রিম পর্যবেক্ষণ

- অভিযুক্ত শিক্ষিকার বিরুদ্ধে পুলিশি তদন্তে গাফিলতি স্পষ্ট।
- ধর্মের কারণে স্কুলে ছাত্রকে হেনস্তার শিকার হতে হলে বুঝতে হবে সেখানে যথার্থ শিক্ষাদানের পরিবেশ নেই।
- একজন অভিজ্ঞ আইপিএস অফিসারের তত্ত্বাবধানে তদন্ত করানোর নির্দেশ।

কোর্টের বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি পঙ্কজ মিথলের ডিভিশন বেঞ্চ। বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'এক ছাত্রকে মারার জন্য তার সহপাঠীদের নির্দেশ দিচ্ছেন একজন শিক্ষক। এই অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে তা একজন শিক্ষকের দেওয়া সবচেয়ে খারাপ ধরনের শাস্তি বলে মানতে হবে।' এমন গুরুতর অভিযোগ পাওয়ার পরেও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছে বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশ, একজন শীর্ষ আইপিএস আধিকারিকের নজরদারিতে এই ঘটনার তদন্ত করতে হবে। তিনিই তদন্তের রিপোর্ট পেশ করবেন শীর্ষ আদালতে। তদন্তের পাশাপাশি নিগৃহীত পড়ুয়াকে যথাযথ কাউন্সেলিং করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে।

এই ঘটনার তদন্তে পুলিশি গাফিলতির অভিযোগ জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন সমাজসেবী তুষার গান্ধি। মামলার শুনানিতে সোমবার সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, পড়ুয়ার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং সামাজিক অসম্মান ছাড়াও শিক্ষকের সাম্প্রদায়িক মন্তব্য থাকা সত্ত্বেও নেহাৎ দায়সারাভাবে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। নির্যাতিত পড়ুয়ার পরিবারের অভিযোগ পাওয়ার পরেও এই ঘটনাকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা পীড়াদায়ক। পুলিশ ও রাজ্য সরকারকে তিরস্কার করে বেঞ্চ বলেছে, 'শুধুমাত্র একটি সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কারণে যদি কোনও পড়ুয়াকে স্কুল চত্বরেই হেনস্তার শিকার হতে হয় তাহলে বুঝতে হবে সেখানে যথার্থ শিক্ষাদানের পরিবেশ নেই।'

বাল্যবিবাহ ও পাচার রুখতে ভরসা ধর্মগুরুরা

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : নেতারা যা পারছেন না, এবার সেই দায়িত্বের ভার ছাড়া হল ধর্মগুরুদের ওপর। কুসংস্কারের জাল ছিঁড়ে ফেলতে তাঁদের ওপরেই ভরসা করতে হচ্ছে। সোমবার গ্রেট ইস্টার্নে ইউনিসেফ ও আমানত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আয়োজিত অনুষ্ঠানে সবার বক্তব্যেই ফুটে উঠল এই বার্তা।

রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা থেকে শুরু করে ইউনিসেফের কলকাতা অফিসের প্রধান মহম্মদ মহিউদ্দিন সবাই বিভিন্ন ধর্মগুরুকে অনুরোধ করলেন তাঁরা যেন নিজেদের ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সাধারণ মানুষকে কুসংস্কার থেকে মুক্তির পথ দেখান। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের বাছাই করা অংশগুলি নিয়ে প্রকাশ করা একটি বইও এদিন তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ ও শিখ ধর্মের প্রতিনিধিরক্ষা অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন।

মহিউদ্দিন বলেন, 'শিশু ও নারীকল্যাণের দিক থেকে এই রাজ্য সারা দেশের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেক এগিয়ে। কিন্তু বাল্যবিবাহ, নারী ও শিশু পাচার ইত্যাদি বিষয়ে রাজ্য এখনও

পিছিয়ে। সেইজন্যই ধর্মগুরুরা এই রাজ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। যে কথা সাধারণ মানুষ ও সরকারি অফিসাররা বললে কেউ মানতে চান না, ধর্মগুরুদের কথায় তা পালন করতে শুরু করেন সবাই।'

মন্ত্রী শশী পাঁজা নিজে একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য, সন্তানসম্ভবা মহিলাদের দেখানোর জন্য পরিবারের লোকেরা মহিলা ডাক্তার খোঁজেন। অথচ লিঙ্গবৈষম্যের কারণে তাঁরা কন্যা সন্তান চান না। তাঁর এই যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা শুনিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'এই রাজ্যে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ধর্মগুরুদের খুব প্রয়োজন। বিশেষ করে বাল্যবিবাহ এবং পাচার রুখতে তাঁদের বড় ভূমিকা পালন করতে হবে। কন্যাসন্তান হলে তার মাকেও অবহেলা ভোগ করতে হয়।'

শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণা রায় বলেন, '১৮ বছরের আগে মেয়েদের ও ২১ বছরের আগে ছেলেদের শারীরিক পূর্ণতা আসে না। ফলে বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দুর্বল হয়। আমরা রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে গিয়ে দেখেছি, সন্তানসম্ভবাদের মধ্যে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশই কিশোরী। তাঁরা যেসব সন্তানের জন্ম দেন, তাদের ওজন কম হয়। শিশু নানা অসুখে ভোগে। তাই ইউনিসেফ যে কাজ করেছে, তা অত্যন্ত গর্বের একটি কাজ।' অনুষ্ঠানে ইউনিসেফ, দিল্লির আধিকারিক তামারা আবু শাম ও আমানত ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মহম্মদ শাহ আলম উপস্থিত ছিলেন।

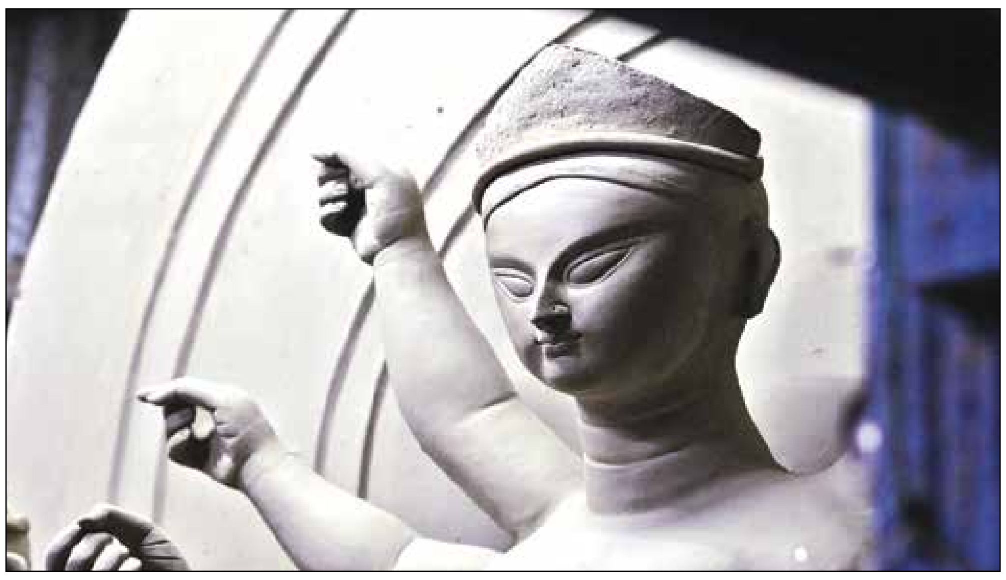
মৃন্ময়ী, ওগো মৃন্ময়ী। কলকাতার কুমোরটুলিতে রাজর্ষি মুখোপাধ্যায়ের ক্যামেরায়।

বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে

মানুষ–পুতুল বলি

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির পুজো এবার ৫১৪ বছরে পা রাখল।

এই পুজোকে ঘিরে বর্তমানে চরম ব্যস্ততা। দেবী দুর্গা এখানে তপ্তকাঞ্চন বর্ণে কালিকাপুরাণ মতে পূজিত হন। দেবীপ্রতিমায় বাঘ ও সিংহ উভয়েরই অবস্থান থাকে। এখানকার প্রতিমার বিশেষত্ব হল মা দুর্গার সঙ্গে জয়া, বিজয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহামায়া এবং চণ্ডীর প্রতিমাও থাকে। পুজোয় উমাকে বেনারসি শাড়ি পরানো হয়। গয়না সোনার, অস্ত্র রুপোর। মৃৎশিল্পী সুভাষ পাল এবার এই প্রতিমা তৈরি করছেন।

শিবু ঘোষালের পূর্বসূরিরা চারপুরুষ ধরে রাজবাড়ির পুজো করে আসছেন। শিবু নিজে এখন এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত। তাঁর কথায়, 'পুজোতে চারদিনই মাকে আমিষ ভোগ নিবেদন করা হয়। দেবীকে রুই, কাতল, ইলিশ, চিতল এবং পাবদা মাছের ভোগ দেওয়া হয়। মণ্ডপের সামনেই সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত বলি দেওয়ার প্রথা আজও রয়েছে। পাঁঠাবলির পাশাপাশি আখ, চালকুমড়ো ও পায়রা বলি দেওয়া হয়। নবমীর দিন আটটি পায়রা বলি দেওয়া হয়।

প্রতিদিন প্রসাদের থালাতে আবশ্যিকভাবে খিচুড়ি ভোগ থাকবেই। এবারে সপ্তমীর পুজোর পর সপ্তমীর রাতেই অর্ধরাত্রি পুজো হবে। এই পুজোর নিয়ম হল চালের গুঁড়ো দিয়ে মানুষ–পুতুল তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে সেই পুতুল কুশ দিয়ে বলি দেওয়া হয়। অর্ধরাত্রির পুজোতে রাজপরিবারের সদস্য প্রণত বসু, সৌম্য বসু ও লিন্ডা বসু এবং পুরোহিত হিসাবে আমি ছাড়া আর কেউ উপস্থিত থাকতে পারবেন না।'

এই প্রতিমা রথের ওপর থাকে। কথিত আছে এই রথ বৈকুণ্ঠপুর থেকে জলপাইগুড়িতে আনা হয়েছিল। পুজোর চারদিনই বিশেষ আরতির ব্যবস্থা থাকে। রাজপরিবারের প্রতিনিধি প্রণত বসু কলকাতায় থাকলেও তিনি পুজোর বহু আগেই রাজবাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন। প্রতিদিনের পুজোর কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করছেন। ছেলে সৌম্য বসু এবং পুত্রবধূ লিন্ডা বসু তাঁকে যোগ্য সহায়তা করছেন। মহালয়ার দিনে রাজবাড়িতে কালীপুজো হয়। প্রতিপদে ঘট বসে। রাজবাড়ির সামনে পাত পেড়ে সকলের প্রসাদ গ্রহণের দৃশ্যটি মন–ডায়ারিতে চিরকালের মতো বন্দি করে রাখার মতোই।

বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির পুজো জলপাইগুড়ির খুবই গর্বের। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মা বলেন, 'এই পুজো দেখার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকেই এখানে আসেন। তাঁদের ভিড়ে গবেষকরাও থাকেন। রাজবাড়ির সদস্যরা তাঁদের যথাযোগ্য সাহায্যের চেষ্টা করেন।'

অষ্টমীর ভোগের টোকেন নেওয়ার হিড়িক মহালয়াতেই

অভিজিৎ ঘোষ

ভোগ পাওয়া যাবে অষ্টমীতে আর সেই ভোগের টোকেন নেওয়া শুরু হয় মহালয়ার দিন থেকে! এটা আবার কেমন সেটাই নিশ্চয় ভাবছেন? মহালয়া শব্দটা দেখে আন্দাজ করতে পারা গিয়েছে যে, কথা হচ্ছে বাঙালির সব থেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজো নিয়ে। আর কয়েকটা দিন, এরপরই শুরু হয়ে যাবে বাঙালির প্রাণের উৎসব। আর ভোগ ছাড়া উৎসবের আমেজ কি আর পূর্ণ হয়! আলিপুরদুয়ার শহরের যে বড় মন্দিরগুলোতে দশভুজার আরাধনা হয়, সেখানে কিন্তু অন্যতম আকর্ষণ অষ্টমীর মহাভোগ।

দেবীর ভোগ নেওয়ার জন্য বিভিন্ন মন্দির কমিটি টোকেনের ব্যবস্থা করে। আর ভোগের এই টোকেন নিতে তাড়াহুড়ো শুরু হয়ে যায় পুজোর সাতদিন আগে, অর্থাৎ মহালয়া থেকেই। জেলা সদর আলিপুরদুয়ারের পুরোনো দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে অন্যতম হাটখোলা দুর্গাবাড়ির পুজো। এই পুজোর অষ্টমীর মহাভোগ নিতে নাকি এই কাণ্ড দেখা যায়।

মন্দির কমিটি জানাচ্ছে, গত বছর প্রায় ২ হাজার কেজির চাল–ডাল লেগেছিল অষ্টমীর মহাভোগের জন্য। এবছর সেই পুজোরই ১২৭তম বর্ষে পা। এবছরও একইরকম ভোগের চাহিদা থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। দুর্গা মন্দির কমিটির কোষাধ্যক্ষ পরিতোষ বিশ্বাসের কথায়, 'সাবেকিয়ানা বজায় রেখেই দুর্গাবাড়িতে পুজো হয়ে আসছে একশো বছরের বেশি সময় ধরে। অষ্টমীর দিন অঞ্জলি দিতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করেন। মহাভোগ নেওয়ার ভিড়ও থাকে।'

কী থাকে এই মহাভোগে? খিচুড়ি, সবজি, চাটনি, ভাজা, পায়েস সবই থাকে। ভোগ তৈরির আয়োজন শুরু হয় সপ্তমীর দিনই। আর অষ্টমীর দিন ভোরে ভোগের রান্না শুরু হয়।

মহাভোগ নিতে এই একইরকম ভিড় হয় শহরের নিউটাউন দুর্গাবাড়িতেও। অষ্টমীর দিন এখানেও ভোগ নিতে ভিড় দেখা যায় চোখে পড়ার মতো। পঞ্চমী থেকে ভোগের টোকেন নেওয়ার ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায় বলে জানালেন মন্দির কমিটির সম্পাদক সঞ্জিত ধর। দুই মন্দিরেই কিন্তু দুর্গোৎসবের সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাধারণ মানুষের জন্য খিচুড়ি ও সবজির ব্যবস্থা থাকে।

এই দুই জায়গায় এরকম ব্যবস্থা হলেও শহরের নেতাজি রোড দুর্গাবাড়িতে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন আবার একটু অন্যরকম। অষ্টমীর ভোগের আয়োজন হয় এই মন্দিরেও। তবে নবমীর দিন এলাকার বাসিন্দাদের জন্য মন্দিরের পাশেই নিরামিষ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। এলাকার সবাই দুপুরের খাবার সারেন ওখানেই। মন্দির কমিটির সম্পাদক বাবন রক্ষিত জানালেন, গত বছর ফ্রায়েড রাইস, পনির, ডাল, চাটনি ও মিষ্টি ছিল মেনুতে। এবছর এই পুজোর ৭৫তম বছর। তাই বাসিন্দাদের আশা, এবারের মেনু আরও ভালো হতে চলেছে। উদ্যোক্তারা সেই 'আশার' কথা শুনে হাসছেন আর আশ্বাস দিচ্ছেন। তবে মেনুর সারপ্রাইজ এখনই ভেঙে বলছেন না।

সব মিলিয়ে শহরে উঠে আসা পুজো পুজো গন্ধের মাঝে কোথাও যেন একটা খিচুড়ি আর ফ্রায়েড রাইসের গন্ধও এখন থেকেই ভেসে আসতে শুরু করেছে।

মোষের গাড়ি চড়ে আসতেন বাঙালিবাবুরা

পারমিতা রায়

সালটা ১৯২৭। শিলিগুড়ি শহরের তৎকালীন কিছু বাঙালির হাত ধরে শুরু হয়েছিল ঐতিহ্যবাহী মিত্র সম্মিলনীর দুর্গাপুজো। এবছর সেটা পা দিতে চলেছে ৯৭ বর্ষে। প্রথমবারের সেই আচারে বদল ঘটেনি আজও। একসময় দেবীদর্শনে শুধু শহরবাসীই নয়, ভিড় জমাতেন আশপাশের চা বাগানের মানুষ। রাত থেকে ভোর অবধি চলত নাটক পরিবেশন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেসব বন্ধ হলেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রসাদ বিতরণ, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রতিবছর দেবীর আরাধনায় ব্রতী হয় পুজো কমিটি।

শুরুর দিনগুলো নিয়ে স্মৃতিচারণায় ভাসলেন কমিটির সম্পাদক অশোক ভট্টাচার্য। বলছিলেন, 'আমাদের এই পুজোর জন্য জায়গা দান করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। শুরুর দিকে চা বাগান থেকে বাঙালিবাবুরা মোষের গাড়ি চড়ে আসতেন পুজো দেখতে। তাঁদের আবদারে নাটক মঞ্চস্থ হত। এখন আর তা হয় না। তবে, বহু মানুষ পুজো দেখতে আসেন।'

ষষ্ঠীতে বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে মিত্র সম্মিলনীর দুর্গাপুজো।

সেপ্ঞ্চুরির দোরগোড়ায় মিত্র সম্মিলনীর পুজো

মণ্ডপেই গড়ে ওঠে প্রতিমা। আগে কৃষ্ণনগর থেকে মৃৎশিল্পী ব্যোমকেশ পাল এসে এই কাজ করতেন। এখন অবশ্য শিলিগুড়ির মৃৎশিল্পী ভূপেশ পাল একচালার প্রতিমা গড়েন।

পুজোর রীতিতে রয়েছে বিশেষ কিছু চমক। অষ্টমীতে কমিটির সদস্যদের জন্য প্রসাদের বন্দোবস্ত থাকে। আবার নবমীতে দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। রোজ সন্ধ্যায় দেবীকে বৈকালিক ভোগ নিবেদন করা হয়। সেখানে থাকে লুচি, সবজি, হালুয়া ও ফলপ্রসাদ।

কমিটির প্রায় ২০০ সদস্যের নিরলস প্রচেষ্টায় আয়োজিত এই পুজো মন কাড়ে আট থেকে আশির। শহরবাসী অন্তত একবারের জন্য হলেও আসেন দেবীদর্শনে। ইতিমধ্যে তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। এই পুজো ঘিরে কত মানুষের কত স্মৃতি জড়িয়ে, তার ইয়ত্তা নেই। এই যেমন স্থানীয় ব্যবসায়ী অনুরাগ সাহা বললেন, 'ছোট থেকে বড় হয়েছি এই পুজো দেখে। সেই আমেজ, সেই আনন্দটা এখনও পাই। ওই কয়েকটা দিন সব পাওয়া–না পাওয়ার হিসেব যেন ভুলিয়ে দেন মা।' একশো ছুঁইছুঁই এই পুজোকে ঘিরে উৎসাহে খামতি নেই। অপেক্ষা আর কয়েকটা দিনের। ধূপধুনোর গন্ধে ম–ম করবে মিত্র সম্মিলনীর মণ্ডপ চত্বর। যা গায়ে মাখিয়ে মৃন্ময়ীর আরাধনায় মাতবেন শহরবাসী।

পিপার মাটন

ওয়ার্কিং লেডি হলেও আমি কিন্তু একেবারে ভেতো বাঙালি। রেস্তোরাঁর চেয়ে বাড়ির রান্না খেতে বেশি পছন্দ করি। আমার মায়ের বা আমার নিজের হাতে করা সমস্ত রান্নাই ভালো লাগে। চাকরি সামলে ব্যস্ত শিডিউলের মধ্যে ঘরোয়া রান্নায় আনি নতুন চমক। জলপাইগুড়ির মেয়ে হলেও বর্তমানে কোচবিহারের বাসিন্দা। পেশা নিউজ রিডার হলেও নেশা রান্না।

–মৌসুমি রায়
কোচবিহার

উপকরণ

- খাসির মাংস
- আলু
- পেঁয়াজ কুচি
- ক্যাপসিকাম সরু লম্বা করে কেটে নিতে হবে
- টমেটো কুচি
- আদা
- রসুন
- লংকার (পেস্ট)
- গোটা গরম মশলা
- গোটা ধনে
- জিরে ও গোটা গোলমরিচ (বেশি পরিমাণে শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করে নিতে হবে)
- কারি পাতা
- চেরা কাঁচা লংকা
- নুন
- হলুদ
- ধনে গুঁড়ো
- জিরে গুঁড়ো

প্রণালী

আলু নুন হলুদ মাখিয়ে হালকা ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজ কুঁচি তেলে ভালো করে ভেজে তা পেস্ট করে নিতে হবে। কড়াইয়ে বেশি করে তেল দিয়ে তাতে নুন, হলুদ মাখানো মাংস দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে। এরপর তা থেকে জল ছেড়ে এলে আদা, লংকা, রসুন বাটা দিয়ে ভাজতে হবে। একটু মাখা মাখা হলে তাতে গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে নাড়তে হবে। এরপর একে একে হলুদ, নুন, চিনি, গুঁড়ো লংকা, ধনে, জিরে দিয়ে কষাতে হবে। কিছুক্ষণ পর ভেজে রাখা পেঁয়াজের পেস্ট ও চেরা কাঁচালংকা দিয়ে সামান্য গরম জল দিয়ে কষাতে হবে। কষানো হয়ে গেলে এবার টমেটোর টুকরো দিতে হবে। মাংস সেদ্ধ হওয়ার জন্য আরেকটু জল দেওয়া যেতে পারে। এবার আলু দিয়ে ৪০ মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। ঝোল শুকনো হয়ে এলে তাতে ক্যাপসিকাম কুচি ও কারি পাতা দিয়ে থিক গ্রেভি হলেই নামিয়ে নিতে হবে। গরম ভাতের সঙ্গে কিংবা নান ও পরোটার সঙ্গে জমে উঠবে পিপার মাটন।

ট্রেন্ডি পোশাক ভাড়া নেওয়ার সুযোগ সাইতীর্থে

পারমিতা রায়

অনেকেরই পুজোর ক'টা দিন ভারী শাড়ি, লেহেঙ্গা পরার ইচ্ছে থাকে। কিন্তু ক্রমশ পরিবর্তনশীল ট্রেন্ডের যুগে এত দাম দিয়ে নতুন পোশাক কেনার চিন্তাও ভাবাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আপনি শাড়ি, লেহেঙ্গা, গাউন, ওয়েস্টার্ন পোশাক ভাড়া নিতে পারবেন। এই সুযোগ দিচ্ছে সাইতীর্থ গোল্ডেন টাচ। শিলিগুড়ি মহিলা কলেজ মোড়ে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পাশেই রয়েছে সাইতীর্থ। এখানে ডিজাইনার শাড়ি, চুড়িদার, লেহেঙ্গা, গয়না যেমন রেডিমেড কিনতে পারবেন, তেমনি পছন্দের পোশাক ভাড়াতেও পেয়ে যাবেন। এছাড়া রয়েছে কাস্টমাইজডেরও সুবিধা। ইতিমধ্যে ডিজাইনার জামাকাপড়ের সম্ভার নিয়ে এসেছে সাইতীর্থ গোল্ডেন টাচ। ট্রেন্ডি অরগ্যানজা হোক কিংবা ট্র্যাডিশনাল– যে কোনও শাড়ি সবটাই পাওয়া যাবে একই ছাদের তলায়।

এখন সেলেব্রিটিদের পোশাকের অনুকরণে জামাকাপড় তৈরির ট্রেন্ড চলছে। এমনি কিছু চোখধাঁধানো কালেকশন দেখা গেল সাইতীর্থের ব্যানার শুটে। সম্প্রতি এই ব্যানার শুট অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন ২৫ জন মডেল ও ১৫ জন মেকআপ আর্টিস্ট। তাঁদের পরনের শাড়ি, পাঞ্জাবি, গয়না সবটাই ছিল সেরা ডিজাইনের। এই ব্যানারগুলি পুজোতে শিলিগুড়ি সহ কলকাতায় লাগানো হবে।

এক মডেলের পরা কালো নেটের শাড়িটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন অনেকেই। আবার ট্র্যাডিশনাল সাজে সাজানো সিল্কের শাড়িটির দিকেও নজর ছিল অনেকের। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে নিজেকে কীভাবে ট্র্যাডিশনাল বা পার্টি মেকআপে সাজাবেন তা নিয়ে তিনদিনব্যাপী কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল।

রেডিমেড ও ভাড়া দেওয়া তো রয়েইছে, সেইসঙ্গে কম দামে কাস্টমাইজডের সুবিধা থাকছে। ডিজাইনার ব্লাউজ থেকে শুরু করে গাউন সবটাই নিজেদের পছন্দমতো তৈরি করার সুবিধা রয়েছে। সাইতীর্থের কর্ণধার তথা ফ্যাশন ডিজাইনার ডালিয়া দাসের কথায়, 'আমরা গ্রাহকদের জন্য নিত্যনতুন ট্রেন্ডি শাড়ি থেকে চুড়িদার, লেহেঙ্গা সবটাই নিয়ে এসেছি। এখানে রেডিমেড, কাস্টমাইজড বা ভাড়া নেওয়া– তিনটি সুবিধা রয়েছে। শুধু জামাকাপড়ই নয়, রয়েছে অলংকার ও কসমেটিক্স। এছাড়াও রয়েছে নিজেকে ফ্রেমবন্দি করার সুযোগ। সবাই আসুন, পুজোয় নিজেকে নতুন রূপে সাজান।'

সাইতীর্থের গোল্ডেন টাচের স্পেশাল টাচ দিয়ে আপনার পুজো করে তুলুন আরও বেশি সুন্দর। সাধ্যের মধ্যে পুজো ফ্যাশন নিয়ে আপামর শহরবাসীকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সাইতীর্থ গোল্ডেন টাচ।

দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ ২৭ নম্বর ওয়ার্ড

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : চারতলা ভবনের একাংশে নেই দরজা। কোথাও উধাও হয়ে গিয়েছে জানলা। ভবনের ওই পরিস্থিতিই একমনে দেখছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা অচিন্ত্য দাস। হতাশার সুরে বললেন, 'রাত বাড়তেই তো এই ভবনজুড়ে এখন শুধুই দুষ্কৃতীদের অবাধ দৌরাত্ম্য। ইচ্ছেমতো ভবনের সামগ্রী চুরি হয়ে যাচ্ছে।' শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়াইএমএ মাঠ সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স।

যদিও চারমাস আগে সে বিল্ডিং খালি করে দিয়েছে দপ্তর। আর এর সুযোগ নিয়েই ভবনটি এখন দুষ্কৃতীদের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সের আশপাশে রয়েছে একাধিক বাড়ি। সেই বাড়ির পরিবারগুলো এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করেছে। শুধু তাই নয়, যা পরিস্থিতি তাতে করে আশঙ্কিত খোদ ওয়ার্ড কাউন্সিলার প্রশান্ত চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'আমি পুলিশ প্রশাসনকে ইতিমধ্যেই বিষয়টা জানিয়েছি। পাশাপাশি ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছি। অনুরোধ করেছি, অন্তত যাতে ওই জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়ে দেওয়া হয়। কারণ গোটা এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।'

যদিও তাঁর দাবিমতো গোটা বিষয়টাই দেখা হবে বলে ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে আশ্বাস মিলেছে বলে জানাচ্ছেন কাউন্সিলার। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এডিসিপি সুভেন্দ্র কুমারের বক্তব্য, 'পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো থাকলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বুধবার ওই রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সের সামনে যেতেই অবাক দৃশ্য নজরে পড়ল। কমপ্লেক্সের বাইরে থাকা গেটে তালা ঝুলছে। কমপ্লেক্সের পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, গোটাটাই যেন যুদ্ধবিধ্বস্ত। মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক কারণ কোথাও দরজা নেই তো কোথাও নেই জানলা। দেখে বোঝাই যাচ্ছে, সেগুলি ভেঙে খুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিষয়টা নিয়েই এদিন কথা হচ্ছিল স্থানীয় বাসিন্দা মনোরঞ্জন দাসের সঙ্গে। তিনি বলছিলেন, 'রাত বাড়তেই গেট টপকে একদল দুষ্কৃতী কমপ্লেক্সে ঢুকে যাচ্ছে। রাতভর ভাঙাভাঙির শব্দ শোনা যাচ্ছে।' এই পরিস্থিতিতে রাতে ওই কমপ্লেক্সের সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়াটাও আশঙ্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে, বললেন স্থানীয় আর এক বাসিন্দা প্রশান্ত দাস। তিনি বলছিলেন, 'কমপ্লেক্সের কাছেই আমার বাড়ি। ভয়ে ওইদিকের জানলাই এখন আর খোলা যায় না।' ওয়ার্ড কাউন্সিলার বলেন, ' যে হারে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য চলছে, তাতে করে কমপ্লেক্সের আশপাশেও চুরির ঘটনা ঘটতে পারে। আশা রাখছি, সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট তাদের রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সের নিরাপত্তার বিষয়টা দাবিমতো দেখবে।' সবমিলিয়ে, সরকারি ভবনে চলা দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যের জেরে আশঙ্কায় গোটা এলাকা।

প্রাক্তনীদের আয়োজন

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন (নর্থবেঙ্গল চ্যাপ্টার)-এর উদ্যোগে মাটিগাড়ার একটি বিলাসবহুল রিসর্টে দু'দিন ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হল। গত শুক্রবার অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে মেয়র গৌতম দেব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পরদিন শনিবার বিকেলে টক শোতে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট তারকা সন্দীপ পাতিল উপস্থিত ছিলেন। সংগীতশিল্পী উষা উত্থুপ ওই সন্ধ্যায় সবাইকে গান গেয়ে শোনান।

সোনাজয়ী মেয়েকে চমক দিতে তৈরি বাবা-মা

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : দেবিকা বৈদ্যের বলে চালাতে গিয়ে শ্রীলঙ্কার কবিশা দিলহারি বল আকাশে তুলে ফেললেন। উইকেটের পেছন থেকে সেই বল অনুসরণ করে প্রায় বোলিং এন্ডে এসে ডাইভ দিয়ে ক্যাচ নিলেন রিচা ঘোষ। শিলিগুড়ির বাড়িতে বসে যা দেখে লাফ দিয়ে উঠে ছিলেন রিচার মা স্বপ্না ঘোষ। এশিয়ান গেমসে দেশের ঐতিহাসিক সোনা জয় নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই উচ্ছ্বাসের মধ্যে লুকিয়ে ছিল মেয়েকে নিয়ে স্বস্তিও।

মাসদেড়েক আগে ফিটনেসের কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশ সিরিজের দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল শিলিগুড়ির উইকেটকিপার-ব্যাটারকে। ব্যাট হাতে সোমবার ফাইনালে একটা ছক্কাতেই দৌড় শেষ হয়ে গেলেও উইকেটকিপিংয়ে কিন্তু তিনি বারবার নিজের ক্ষমতার প্রমাণ দিলেন। দিলহারির দুরন্ত ক্যাচ নেওয়ার পরও রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ বলেছেন, 'ওর ফিটনেস নিয়ে কখনও আমাদের মনে সংশয় ছিল না। করোনার সময়ে দীর্ঘদিন অনুশীলনের বাইরে থাকা হয়তো শারীরিকভাবে কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল। সেটা ও সময়ের সঙ্গে কাটিয়ে উঠেছে। গতকাল রাতেও যখন বাড়িতে ফোন করেছিল তখনও ক্রিকেট নিয়ে কোনও কথা হয়নি আমাদের। চাইনি ফাইনালের আগে ওকে চাপে ফেলতে।'

হ্যাংঝৌয়ে সোমবার তিতাস সাধুর সঙ্গে রিচা ঘোষ।

রিচা কবে ফিরবেন শিলিগুড়িতে, অপেক্ষায় বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ ও মা স্বপ্না। – তপন দাস

তাঁর পরিবার এখন মেতে রয়েছে ঐতিহাসিক সোনাজয়ী মেয়েকে ২১তম জন্মদিনে চমকে দেওয়ার পরিকল্পনা তৈরি করতে। যার কিছুটা এদিন রিচার বাবা ফাঁস করেছেন, '২৮ সেপ্টেম্বর রিচার জন্মদিন। ঠিক তার একদিন আগে ও বাড়ি ফিরছে। সচরাচর ওকে জন্মদিনে আমরা শিলিগুড়িতে পাই না। এবারেরটা যাতে ওর সারাজীবন মনে থাকে সেই পরিকল্পনাই করছি।' ক্রিকেটার মেয়েকে চমকে দিতে রিচার পরিবার ঠিক করে ফেলেছে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজনের। এজন্য মেয়র গৌতম দেব ও মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মার সাহায্য তাঁরা চেয়েছেন। মানবেন্দ্রবাবু বলেছেন, 'প্রাক্তন ক্রিকেটার ও কোচদের নিয়ে একটা টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে চাই আমরা। খুব ভালো হয়, সেখানে রিচা একাদশ ও মেয়র একাদশ নামে কোনও দল থাকলে। মেয়রের সঙ্গে কথা বলেই পুরো বিষয়টা চূড়ান্ত করা হবে।'

ঈশ্বরের কাছে ভারত ও মেয়ের সাফল্য প্রার্থনা করে খেলা দেখতে বসেছিলেন রিচার মা। প্রথম বল থেকে শেষপর্যন্ত খেলা দেখে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'ওরা আজ একটা ইতিহাস তৈরি করল। রিচা অল্প রানে আউট হয়ে গেলেও চিন্তিত ছিলাম না। জানতাম বাকিরা সবাই মিলে একটা লড়াই করার মতো স্কোরে ঠিক ভারতকে পৌঁছে দেবে। সেটাই হয়েছে।'

অনিল বিশ্বাস ভবনে নেতাদের ভিড় নেই

অসহযোগিতা নিয়ে নালিশ সেলিমকে

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : দল কোথাও ক্ষমতায় নেই। মিটিং-মিছিলে এখনও কিছু ভিড় হলেও পার্টি অফিসে সেই আর আগের মতো ভিড় নেই। শুধুমাত্র হাতেগোনা কয়েকজন প্রবীণ নেতৃত্ব নিয়মিত পার্টি অফিসে এলেও দলের মহিলা, যুব, ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সেভাবে পার্টি অফিসমুখো হন না। সোমবার সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটির বর্ধিত সভায় কমিটির কয়েকজন সদস্য এই বিষয়টি দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের কাছে তুলে ধরেন।

জেলা কমিটির এক নেতা বলেন, 'পঞ্চায়েত ভোটের সময় প্রচারে গিয়ে দেখেছি, দলের এক নেতা যদি মিটিং ডাকেন তবে আরেক নেতা আসতে চান না। যার ফলে দলের কর্মীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।' দলের গণসংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ সেভাবে গুরুত্ব না পাওয়ায় সেই গণসংগঠনগুলিও এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। জেলা কমিটির সদস্যদের মুখে দলের বিভিন্ন স্তরের অভিযোগ পেয়ে সেলিম সেভাবে কোনও মন্তব্য করেননি। তবে আসন্ন লোকসভা ভোটের লক্ষ্যে তিনি সবাইকে মিলেমিশে কাজের পরামর্শ দিয়েছেন।

এদিন দুপুরে অনিল বিশ্বাস ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে সেলিম বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস সরকার যখন এসেছে তখন থেকে লুঠের রাজত্ব কায়েম করা চেষ্টা করে যাচ্ছে। ইডি, সিবিআই কিন্তু আবার বেশিদূর এগোচ্ছে না। এখানেই একটা সমঝোতা তৈরি হয়েছে। বিজেপি নেতারাও বলছেন, উপরতলায় একটা যোগসাজশের কারণেই ইডি, সিবিআই তেমন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কারণ, তৃণমূল ও বিজেপি দুই দলই দুর্নীতিগ্রস্ত। দিল্লিতে মোদির লুঠ, রাজ্যে দিদির লুঠ।' সেলিম বলেন, 'কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। এই সংস্থাগুলিকে যাতে ঝান্ডার রং না দেখেই দুষ্কৃতীদের ধরতে হবে।' ইন্ডিয়া জোট প্রসঙ্গে সেলিমের বক্তব্য, 'এই জোট ভোটের জোট নয়। বিজেপি বিরোধিতায় বিরোধীরা একজোট হতেই কিন্তু বিজেপি ভয় পেয়ে গিয়েছে। তবে আগামীতে যে

পার্টি অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক। সোমবার। – সংবাদচিত্র

দলে ডামাডোল

- হাতেগোনা কয়েকজন প্রবীণ নেতৃত্ব নিয়মিত পার্টি অফিসে আসেন
- দলের মহিলা, যুব, ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা পার্টি অফিসমুখো হন না
- কমিটির কয়েকজন সদস্য বিষয়টি দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের কাছে তুলে ধরেন
- দলের এক নেতা যদি মিটিং ডাকেন তবে আরেক নেতা আসতে চান না
- গুরুত্ব না পাওয়ায় গণসংগঠনগুলিও এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে

রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার না করা হয়, প্রকৃত সত্য যাতে বের হয়, আমাদের এটাই দাবি। বিজেপি, তৃণমূলের লক্ষ্যই হল বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ বাধানো। আমরা বলেছি, জাতপাত, ভোটই হোক বামফ্রন্ট সেখানে বিজেপি ও তৃণমূল বিরোধীদের এককাট্টা করার কাজ করবে। লোকসভা ভোটেও বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।'

মাঝরাতে সেবক মোড়ে গণপতির বিসর্জনের শোভাযাত্রা। সোমবার। ছবি : সায়ন চট্টোপাধ্যায়

আবর্জনায় ভরে আছে স্নানাগার।

পরিত্যক্ত স্নানাগারে লুঠতরাজ

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : শহর শিলিগুড়ির ১ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন অংশে স্নানাগার থাকলেও দীর্ঘদিন ধরেই কোনও রক্ষণাবেক্ষণ নেই। দিন-দিন সেগুলি বেহাল হয়ে ওঠায় সময়ের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যাওয়া-আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে স্নানাগারগুলি জুড়ে থাকা লোহার সামগ্রী চুরির ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। এনিয়ে পুরনিগমকে দায়ী করছেন এলাকার সচেতন মানুষ। ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক অবশ্য বলছেন, 'এলাকায় থাকা ছয়টি স্নানাগারের সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যে ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। পুজোর পরে কাজ শুরু হবে।'

বুধবার কুলিপাড়ায় থাকা স্নানাগারটির সামনে যেতেই বেহাল পরিস্থিতি নজরে পড়ল। স্নানাগারের একাংশে ফাটল দেখা দিয়েছে। উধাও হয়ে গিয়েছে স্নানাগারে থাকা লোহার সামগ্রী। একই পরিস্থিতি নজরে পড়ল কুলিপাড়ায় থাকা আরেকটি স্নানাগারেও। সেখানেও একইরকমভাবে যাবতীয় লোহার সামগ্রীর দেখা নেই। কোথায় গেল সেগুলি? প্রশ্ন করতেই ক্ষোভ উগরে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দা মনোতোষ সাহানি। বললেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই তো স্নানাগারগুলির প্রতি পুরনিগমের নজর নেই। এলাকার একশ্রেণির মানুষ যে যার মতো স্নানাগারগুলো ভেঙে লোহার সামগ্রী নিয়ে চলে যাচ্ছে। এমনকি একটি স্নানাগার এখন আবর্জনা ফেলার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা ললিত সাহানিকেই এদিন দেখা গেল স্নানাগারের মধ্যে আবর্জনা ফেলতে। বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন করতেই ললিতের পালটা বক্তব্য, 'এলাকায় আবর্জনা ফেলার জায়গা নেই। এই পরিস্থিতিতে স্নানাগারটাতে এখন আবর্জনা ফেলছি কারণ এই স্নানাগার তো এখন কোনও কাজেই লাগছে না।'

বছর কুড়ি আগে পুরনিগমে বাম বোর্ড থাকাকালীন স্নানাগারগুলি তৈরি করা হয়েছিল। যদিও পরবর্তীতে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সব বেহাল হয়ে পড়ে। আর সেই পরিস্থিতির 'সদ্ব্যবহার' করে কিছু লোক।

ঘটে জমানো টাকা দিয়ে পুজো গীতা, লক্ষ্মীদের

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : গত বছর বিজয়া দশমীর পরদিনই নতুন ঘট কিনেছিলেন গীতা, লক্ষ্মী, বিরুজা, কল্পনাদের মতো ২১ জন মহিলা। প্রতি বছর তাঁদের একই রুটিন, বিজয়া দশমীর পর নতুন ঘট কেনা ও পরের বছর পুজোর বাজেট নির্ধারণের দিন সেই ঘট ভাঙা। বাজেট কম হলেও আন্তরিকতায় কোনও কমতি নেই দুর্গানগর দুর্বার মহিলা সমিতির পুজোয়। এবছর ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বাজেট নিয়েই দেবীবন্দনায় মাতবেন তাঁরা।

৯ বছর আগে স্থানীয় মহিলাদের উদ্যোগেই ছোট করে পুজো শুরু করেছিলেন দুর্গানগর এলাকার মহিলারা। এলাকা থেকে খুব একটা চাঁদা সংগ্রহ হয় না, তাই নিজেদেরই সবটা আয়োজন করতে হয় বলে তাঁরা জানিয়েছেন। সেই থেকেই সারাবছর ঘটে টাকা জমিয়ে সেই টাকা দিয়েই পুজো করার ভাবনা মাথায় আসে। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। ২১ জন মহিলা সারাবছর ধরে সংসার খরচের টাকা থেকে কিছুটা জমিয়ে অথবা নিজের উপার্জিত অর্থ জমিয়ে বছরের শেষে সবটা তুলে দেন মায়ের পুজোয়। এছাড়া এখন সরকারি অনুদান পাওয়ায় আরও ভালো হচ্ছে বলে জানাচ্ছিলেন পুজো কমিটির সভাপতি লক্ষ্মী ঘোষ। কেউ ভোগ প্রসাদ বানাতে তো কেউ করে পুজোর আয়োজন, আবার কেউ ব্যস্ত থাকেন পুজোর ফুল সংগ্রহ থেকে শুরু করে অন্যান্য আয়োজনে। এই ক'টা দিন লক্ষ্মী, দীপিকা, বীণাদের ব্যস্ততা থাকে তুঙ্গে।

পুজোর ক'টা দিন পাড়ার জিনিসের আয়োজন করা। প্রতিমা কিনতে যাওয়া থেকে শুরু করে মা-কে বরণ সবটাই তাঁরা নিজের হাতেই করেন। এবছর সবার ঘট ভেঙে সব মিলিয়ে ২৫ হাজার টাকা পেয়েছেন তাঁরা। সবটা দিয়ে কী করে এবছরের পুজোকে বিশেষ করে তুলবেন সেই চিন্তাই করছিলেন বিরুজাদেবী। মহিলাদের পুজো হলেও আশপাশের পুরুষরাও যে সাহায্য করেন

পুজোর আয়োজনে ব্যস্ত দুর্বার মহিলা সমিতির সদস্যরা। সোমবার। – সংবাদচিত্র

মহিলাদের রোজকার কাজকর্মের সূচি পালটে যায়। রান্নার দায়িত্ব গীতাদেবীর কাঁধে থাকে। খিচুড়ি, লাবড়া, পায়েস সহ নানান ভোগ বানিয়ে ঠাকুরকে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকেন তিনি। যদিও তাঁর সঙ্গী হিসাবে বাকিরাও থাকেন। তেমনি বিরুজা, মিনতিদের কাজ হল ফুল, ফল থেকে শুরু করে নৈবেদ্য ও অন্যান্য সেই কথাই বলছিলেন সারথি সরকার। তাঁর কথায়, 'কিছু দাদা আছেন যাঁরা আমাদের কাজে সাহায্য করেন। তবে সব মহিলা পুজোয় অনেক খাটুনি করেন। আমরা অনেক আনন্দও করি। আমাদের পুজোয় সর্বস্তরের মানুষই অংশ নেন।' বাজেটে কম হলেও আন্তরিকতার দিক দিয়ে বৃহৎ এই পুজো।

শহরের বিভিন্ন রাস্তায় এমন গর্ত তৈরি হয়েছে।

খানাখন্দে ভরা রাস্তা মেরামত নিয়ে প্রশ্ন

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : পুজো শুরু হতে আর তিন সপ্তাহের অল্প বেশি সময় বাকি। উৎসবের মরশুম শুরু হওয়ার আগে শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন রাস্তার বেহাল অবস্থা দেখে প্রশ্ন উঠছে। পুজোর আগে প্রত্যেক বছর শহরের খানাখন্দে ভরা রাস্তাগুলি মেরামত করা হয়ে থাকে। কিন্তু গত বছর শিলিগুড়ির এমন অনেক রাস্তা মেরামতি না হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছিল। এক বছর হতে চলল সেই রাস্তাগুলির অধিকাংশে পিচের প্রলেপ পড়েনি।

সেখানে এবছর কি আদৌও খানাখন্দে ভরা রাস্তাগুলি মেরামত হবে তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। শিলিগুড়ির ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাম কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তীর কথায়, 'পুরনিগমের বোর্ড মিটিংয়ে বেহাল রাস্তা নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম। পুজোর সময় ভাঙা রাস্তা দিয়ে হেঁটে মানুষকে ঘুরতে হবে বলে মনে হচ্ছে। গত বছর নবমীর দিনও রাস্তা মেরামতি হয়েছে। এবছর রাস্তা মেরামতির কাজ শুরুই হয়নি। শহরের মানুষকে তৃণমূলের বোর্ড পরিষেবা দিতে পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ।'

যদিও বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়রের বক্তব্য, 'আগের বাম বোর্ডের মতো পুজো এলে নিম্নমানের কাজ করে কোনও মতে রাস্তাগুলি মেরামতির পথে আমরা হাঁটছি না। সারা বছর ধরে যাতে কাজগুলি চলে সেজন্য কেন্দ্রীয়ভাবে কাজ করা হবে। এবিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। শীঘ্রই রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু হবে।'

শিলিগুড়ি শহরের ৩, ২২, ২৮, ৩১, ৩৪, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২ ও ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক রাস্তার অবস্থা সবচাইতে খারাপ। টানা বৃষ্টির জেরে ভারী যানবাহন চলাচলের ফলে অনেক জায়গায় রাস্তা খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে নিম্নমানের কাজ করার অভিযোগ উঠেছে। সেই কারণে রাস্তা তৈরির বছর ঘুরতে না ঘুরতে পিচের প্রলেপ উঠতে শুরু করেছে। শক্তিগড়, দেশবন্ধুপাড়া, হায়দরপাড়া, চম্পাসারি, রথখোলা, সুকান্তনগর সহ বিভিন্ন এলাকার এমন অনেক রাস্তা রয়েছে।

৪০ নম্বর ওয়ার্ডের মেঘনাদ সাহা সরণির বাসিন্দা তরুণ চক্রবর্তীর কথায়, 'বৃষ্টি হলে রাস্তার গর্ত জলে ভরে যায়। পুরনিগম এলাকাতে এমন রাস্তা থাকতে পারে সেটাই লজ্জার। পঞ্চায়েত এলাকার রাস্তাঘাট এর চাইতে অনেক ভালো।' ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের চম্পাসারি এলাকার বাসিন্দা সুরেশ ছেত্রীর কথায়, 'চম্পাসারি এলাকার অন্তত পক্ষে ৮টি রাস্তা রয়েছে যেখানে পিচের প্রলেপ উঠে গিয়ে কঙ্কালসার অবস্থা তৈরি হয়েছে। সেই বেহাল রাস্তায় মাঝেমধ্যে ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। পুজোর সময় উৎসবের আমেজের মধ্যে ভাঙা রাস্তাগুলি মন খারাপের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

সুবিধার বদলে স্পিডব্রেকারে বাড়ছে অসুবিধা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : যাতে সুবিধা হওয়ার কথা ছিল, তাতেই এখন অসুবিধা হচ্ছে। মহাবীরস্থান উড়ালপুল থেকে গাড়ি বা বাইক নিয়ে এনটিএস মোড়ের দিকে যেতে গেলেই হোঁচট খাচ্ছেন অনেকেই। একসময় পুলিশ প্রশাসনের তরফে সেখানে বসানো হয়েছিল স্পিডব্রেকার। সেই স্পিডব্রেকার ভাঙতে ভাঙতে এখন দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্থানীয়রা জানালেন, এই স্পিডব্রেকারগুলি বহুদিন ধরে ভেঙে পড়ে রয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়ে গিয়েছে গর্তগুলি। তাই ফ্লাইওভার পেরিয়ে নামার সময় এই গর্তগুলিতে আটকে যাচ্ছে গাড়ির চাকা। তবে সমস্যা কেবল এনটিএস মোড় সংলগ্ন এলাকাতেই নয়। সেইসঙ্গে আশ্রমপাড়া, দেশবন্ধুপাড়া, সুভাষপল্লি, রবীন্দ্রনগরের একাধিক জায়গায় বসানো স্পিডব্রেকারগুলিরও ঠিক একই দুরাবস্থা। কোথাও স্পিডব্রেকারের চিহ্নটুকু নেই, পুরোটাই গর্ত। আবার কোথাও স্মৃতি হিসেবে প্লাস্টিকের স্পিডব্রেকারগুলির অংশবিশেষ রাস্তার সঙ্গে লেগে রয়েছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'একসময় পুলিশের তরফে প্লাস্টিকের স্পিডব্রেকারগুলি বসানো হয়েছিল। তার অনেকগুলি ভেঙে গিয়েছে। পুলিশের সঙ্গে কথা হয়েছে। পুজোর পরেই এর সংস্কার হবে।'

গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করতে বসানো হয়েছিল স্পিডব্রেকারগুলি। শহরের বিভিন্ন পকেট রুটে, অলিগলিতে গাড়ি, বাইক নিয়ে যাতে দুরন্তগতিতে কেউ চলাচল না করে, সেজন্য লাগানো হয়েছিল সেগুলি। ডিসিপি ট্রাফিক অভিষেক গুপ্তা অবশ্য বলেন, 'সমস্যাটি আমাদের নজরে এসেছে। দ্রুত সংস্কারের কাজ হবে।'

এদিকে, সংস্কারের আশ্বাসের মাঝেই ভোগান্তি বাড়ছে শহরবাসীর। 'দেশবন্ধুপাড়ার কঙ্কালসার স্পিডব্রেকারটির এমন অবস্থা যে পার করতে গেলে ঝাঁকুনি খেতেই হবে', নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন সুমন সাহা। দ্রুত সংস্কারের দাবি তুলেছেন তিনি।

মহানন্দার রোষ থেকে বাঁচতে গঙ্গাদেবীর আরাধনা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : মহানন্দা নদীর বাঁধে গঙ্গা আরাধনা। প্রতিদিন যে ছোট মন্দিরে ধূপধুনো পড়ে। সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বলে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের কমলাবাগানের বাঁধ এলাকার এই ছোট মন্দিরটি বাসিন্দাদের প্রাণ। তাঁদের বিশ্বাস, গঙ্গাদেবী আছেন বলেই মহানন্দা শান্ত রয়েছে। নইলে '৯৪ সালের সেই ভয়াবহ রাতের অভিজ্ঞতা ফিরে আসতে পারে। সেবারের মতোই জলের তোড়ে গোটা এলাকা ভেসে যেতে পারে।

শিলিগুড়ি পুর এলাকার একেবারে এক কোণে ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের কমলাবাগানের এই বাঁধ জায়গাটি। সম্প্রতি এই বাঁধ এলাকায় যেতেই সিমেন্টের বসার জায়গা নজরে পড়ল। সেখানে বসলে দূরের পাহাড় দেখা যায়। নীচ দিয়ে মহানন্দা আপন বেগে ধাববান। সেই অপরূপ সৌন্দর্য দেখার ফাঁকে পাশের ছোট মন্দিরটির দিকে নজরে পড়ল। মন্দিরের ভেতরে তাকাতেই গঙ্গাদেবীর প্রতিমা নজরে এল।

এমন একটি জায়গায় গঙ্গাদেবীর প্রতিমা? এব্যাপারে খোঁজখবর করতেই রমেশ অধিকারীর সঙ্গে দেখা হল। রমেশই ওই মন্দিরের দেখাশোনা করেন। গঙ্গাদেবীর আরাধনা কীভাবে শুরু হল? রমেশ কথায় কথায় ৩০ বছর আগের ঘটনায় চলে গেলেন। বললেন, 'সেবারে বর্ষার এক রাতে বাঁধ ভেঙে গোটা গ্রাম জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল। ভোর না হলে বাঁধের কাজ করাও সম্ভব ছিল না। আমরা তখন গঙ্গাদেবীর কাছে প্রার্থনা শুরু করি।' সে রাত কেটে যায়। বাঁধের কাজও শুরু হয়। এলাকাবাসীরা মিলে ঠিক করেন মন্দির তৈরি করে গঙ্গাদেবীর নিত্যদিনের আরাধনা শুরু করবেন। বাসিন্দারা সবাই মিলে এই মন্দিরটি গড়েন। যা এখনও একইরকম রয়েছে।

কীভাবে দেবীর পুজো হয়? স্থানীয় বাসিন্দা বাবলু দাস, পঞ্চ চক্রবর্তীদের কথায়, 'ভোরবেলা জল দিয়ে নৈবেদ্য দেওয়া হয়। তারপর ধূপ দেওয়া হয়। পাশাপাশি, নকুলদানাও। সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। রমেশই নিত্যপুজো করেন। তবে গঙ্গা বারোনির দিন বিশেষ পুজো-অর্চনা হয়। সেদিন পুরোহিত নিয়ে এসে সারাদিন ধরে পুজো-অর্চনা চলে। দুপুরে ভোগ বিতরণ হয়।' এভাবেই

"ভোরবেলা জল দিয়ে নৈবেদ্য দেওয়া হয়। তারপর ধূপ দেওয়া হয়, নকুলদানাও। সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানো হয়। রমেশই নিত্যপুজো করেন। তবে গঙ্গা বারুণীর দিন বিশেষ পুজো-অর্চনা হয়। সেদিন পুরোহিত দিয়ে পুজো-অর্চনা চলে।

– **বাবলু দাস** *স্থানীয় বাসিন্দা*

মহানন্দার গ্রাস থেকে তাঁদের এলাকা বেঁচে থাকুক, বাসিন্দারা সেই প্রার্থনাই করে থাকেন।

চা নিলামে ফিরল 'ইংলিশ' পদ্ধতি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৫ সেপ্টেম্বর : কয়েক মাস আগে চালু হওয়া চা নিলামের নয়া পদ্ধতি ভারত মডেলে অনাস্থা জানাচ্ছিল মালিকপক্ষ। এতে ন্যায্য দাম পাওয়া যাচ্ছে না এমন অভিযোগ এনে মালিকদের শীর্ষ সংগঠন কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশনের (সিসিপিএ) পক্ষ থেকে টি বোর্ডের কাছে চিঠিও যায়। গত ২২ সেপ্টেম্বর একই দাবিতে নয়াদিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের কাছে দরবার করে আসেন উত্তরবঙ্গ ও অসম মিলিয়ে ৬ চা শিল্পপতি।

অবশেষে ফের সাবেক নিলাম পদ্ধতি ইংলিশ মডেলেই ফিরে আসার কথা জানাল টি বোর্ড। এই পরিবর্তনের জন্য কারিগরি কারণে অবশ্য দুটি নিলাম বন্ধ থাকবে। আগামী ১৭ অক্টোবর থেকে ইংলিশেই পুরোদস্তুর কাজকর্ম শুরু হওয়ার কথা শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি, কলকাতা সহ দেশের বাদবাকি নিলামকেন্দ্রগুলিতে। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও পুজোর আগে দুটি নিলাম বন্ধ থাকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মালিকদের সংগঠনগুলি। শিলিগুড়ি চা নিলাম কমিটির পক্ষ থেকে টি বোর্ডের কাছে পুজোর পর ১ নভেম্বর থেকে ইংলিশ মডেল চালুর জন্য এদিনই চিঠি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে চা বণিকসভা টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়াও (টাই) নিলাম বন্ধ না রেখে পরিবর্তনের কাজটি করার দাবিতে আরেকটি চিঠি দিয়েছে টি বোর্ড-কে। নিলাম বন্ধ না রাখার দাবি জানিয়ে একই সুরে টি বোর্ডের কাছে চিঠি ও ই-মেল গিয়েছে ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন (আইটিএ), কলকাতা ও গুয়াহাটি চা নিলাম কমিটির পক্ষ থেকেও। শিলিগুড়ি চা নিলাম কমিটি ও টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসাল জানান, পুজোর সপ্তাহে শিলিগুড়িতে নিলাম এমনিতেই বন্ধ থাকে। ভারত থেকে ইংলিশে ফিরে আসার কারিগরিমূলক কাজ তখনই করা যেতে পারে বলে আমরা মনে করি। পুজোর প্রাক্কালে ভারত নিলামই চলুক। সেটাও যদি সম্ভব না হয় ২০০৮ সালের আগে যে অফলাইনের নিলাম পদ্ধতি চালু ছিল সেটাও আমরা মেনে নেব। নয়তো বাগানগুলিতে নগদ সংকট দেখা দেবে। এসময় চা শিল্প বোনাস সহ বহু আর্থিক বোঝার মুখে দাঁড়িয়ে।

সিসিপিএ'র পক্ষ থেকে সম্প্রতি ভারত নিলাম নিয়ে টি বোর্ডের কাছে যে চিঠিটি পাঠানো হয়েছিল তাতে ওই পদ্ধতি চালু হওয়ার পর থেকেই চায়ের দাম ক্রমশ কমছে বলে অভিযোগ জানানো হয়। এরপর দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের সঙ্গে পীযূষ গোয়েলের কাছে গিয়ে এব্যাপারে দেখা করে আসেন সঞ্জয় ধানুটি, বিপিন সিংঘল, সতীশ মিত্রুকা, মহেন্দ্র বনসাল, সুশীল বারেলিয়ার মতো উত্তরের চা শিল্পপতিরা।

এদিন টি বোর্ডের পক্ষ থেকে পুরোনো ইংলিশ পদ্ধতিতেই ফিরে আসার কথা জানিয়ে উৎপাদক, ক্রেতা ও নিলাম সংগঠকদের কাছে যে চিঠিটি পাঠানো হয় তাতে পরিবর্তনের কাজটি সম্পাদনের জন্য ২৫-২৯ সেপ্টেম্বরের ৩৯তম নিলাম ও ৩-৬ অক্টোবরের ৪০তম নিলাম দুটি বন্ধ রাখা হবে বলে এমন প্রস্তাবের কথা জানানো হয়। ১৭ অক্টোবরের ৪১তম নিলাম থেকে ইংলিশ মডেল কার্যকরী হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির সংগঠন নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সঞ্জয় ধানুটি বলেন, মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর পরিস্থিতি বুঝে তিনি যেভাবে এগিয়ে এসেছেন সেজন্য ধন্যবাদ জানাই। তবে দুটো নিলাম বন্ধ থাকলে সমস্যা তো কিছুটা হবেই।

ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন সিস্টা'র সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, পুরোনো নিলাম পদ্ধতি ফিরে আসার পর চায়ের দাম ফের বাড়তে শুরু করবে বলে বিশ্বাস করি। টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার (টাই) উত্তরবঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান চিন্ময় ধর বলেন, চা শিল্পের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য এই সিদ্ধান্ত সময়ের চাহিদা ছিল।

সিবিআইয়ের নজরে ৭২ জন

আলিপুরদুয়ারের মহিলা সমবায়ে তছরুপে পুজোর আগেই গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ারের সমবায় দুর্নীতির তদন্তে প্রাথমিক পর্যায়ে ৭২ জনের তালিকা তৈরি করল সিবিআই। দুর্নীতির প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে পুজোর আগেই হেপাজতে নিতে পারেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। তালিকায় নাম রয়েছে আলিপুরদুয়ারের একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তির। তালিকার প্রথম দিকেই রয়েছে শাসকদলের ঘনিষ্ঠ তিন ঠিকাদার এবং এক অবাঙালি ব্যবসায়ীর নাম। প্রত্যেককে ডেকে দ্রুত জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

সূত্রের খবর, তদন্তে গতি আনতে আলিপুরদুয়ার শহরে ক্যাম্প অফিস করবে সিবিআই। ভাড়া নেওয়ার জন্য বাড়ি দেখার কাজ শুরু করেছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই কয়েকটি বাড়ি দেখেও গিয়েছেন দুই গোয়েন্দা আধিকারিক। তবে পছন্দমতো বাড়ি এখনও পাওয়া যায়নি। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা এমন বড় বাড়ি খুঁজছেন যেখানে কয়েকজন আধিকারিক, কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকা, পার্কিংয়ের আলাদা বন্দোবস্ত থাকবে এবং অফিসের জন্য আলাদা জায়গা থাকবে। বাড়ি মিললেই ক্যাম্প অফিস চালু করে দেওয়া হবে। আলিপুরদুয়ার জংশন লাগোয়া রেলওয়ের কয়েকটি কোয়ার্টারও ঘুরে দেখেছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। রেলের সঙ্গে কথাবার্তাও হয়েছে তাঁদের। ঠিকঠাক সব সুবিধা মিললে সেখানেও ক্যাম্প অফিস খোলা হতে পারে।

সিবিআইয়ের মোট দুটি দল দুর্নীতির তদন্ত করবে। প্রয়োজন অনুসারে আলিপুরদুয়ার ও কলকাতায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আলিপুরদুয়ারে যাঁদের জিজ্ঞাসাবাদে সমস্যা তৈরি হতে পারে তাঁদেরই কলকাতায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রাথমিক তদন্তের পর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা নিশ্চিত অত্যন্ত পরিকল্পনামাফিক দুর্নীতি হয়েছে এবং প্রমাণ লোপাট হয়েছে বা লোপাটের চেষ্টা হয়েছে। দুর্নীতির একাধিক মাস্টারমাইন্ড আছে বলেই মনে করছেন তাঁরা। তবে এখনও পর্যন্ত যাঁর কথা পুলিশ বা সিআইডি তদন্তে উল্লেখ নেই তেমনই এক মাস্টারমাইন্ডকে শুরুতেই হেপাজতে নিতে চাইছে সিবিআই। সূত্রের খবর, সেই ব্যক্তি আদতে সমবায় দপ্তরের অডিট বিভাগের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। আলিপুরদুয়ারেই তাঁর বাড়ি।

বছরের পর বছর দুর্নীতি হলেও কোনও অডিট রিপোর্টেই কেন তা ধরা পড়েনি, তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে নতুন রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন সিবিআই আধিকারিকরা। দুর্নীতির অন্যতম মাস্টারমাইন্ড আদতে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী হলেও দীর্ঘদিন অডিট বিভাগে কাজ করতে করতে তিনি অডিটের কাজকর্মে দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। ফলে কাগজে-কলমে বহু সমবায়ের অডিটের কাজকর্ম করতেন ওই ব্যক্তিই। আর সেখানে স্বাক্ষর থাকত আসল অডিটরের। চাপ কমে যাওয়ায় অডিটররাও এই পদ্ধতিতেই কাজ চালাতেন। বছরের পর বছর মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতির গোঁজামিল অডিট রিপোর্ট বানিয়েছিলেন সেই চতুর্থ শ্রেণির কর্মী।

সমিতির সদস্য না হয়েও যে কয়েকজন মিলে বকলমে সমিতি চালাতেন ওই কর্মী ছিলেন তাঁদেরই একজন। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার হাতে দুর্নীতির তদন্তভার যাওয়ার পরও ওই কর্মী দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সমিতির দুই কর্মীর সঙ্গে গোপনে একাধিক বৈঠক করেছেন। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন রাতে সমিতির দপ্তর থেকে বহু নথিপত্র লোপাট করা হয়েছে। বহু নথি বাইরে নিয়ে গিয়ে বিকৃতও করা হয়েছে। প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে সমিতির নৈশপ্রহরীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে সিবিআই।

সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই সমিতির ২২ জন এজেন্টের একটি তালিকা বানিয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। তাঁদের মধ্যে সাতজনের অত্যন্ত সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য সামনে এসেছে। সাত এজেন্টের ছয়জনই মহিলা। দেখা যাচ্ছে কাগজে-কলমে লক্ষাধিক টাকার বেশিরভাগ ফিক্সড ডিপোজিটই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ওই সাত এজেন্টদের মাধ্যমে সমিতিতে গচ্ছিত হয়েছে। আর ওই এজেন্টরা যেসব আমানতকারীর টাকা তুলেছিলেন তাঁদের বেশিরভাগই এখনও টাকা ফেরত পাননি। শুধু তাই নয়, ওই আমানতকারীদের নথিপত্র নিয়েও সবথেকে বেশি জটিলতা তৈরি হয়েছে। ওই এজেন্টদের কয়েকজনকে হেপাজতে নিতে পারে সিবিআই। সব মিলিয়ে পুজোর আগেই সমবায় দুর্নীতির প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট আদালতে জমা করতে চাইছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা।

তদন্ত জাল

- পুজোর আগেই সমবায় দুর্নীতির মাস্টারমাইন্ডদের হেপাজতে নিতে পারে সিবিআই
- জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে মোট ৭২ জনের তালিকা তৈরি
- আলিপুরদুয়ার শহরে হবে সিবিআইয়ের ক্যাম্প অফিস
- তদন্তকারীদের ধারণা, সমবায় দপ্তরের অডিট বিভাগের এক চতুর্থ শ্রেণির কর্মীই দুর্নীতির অন্যতম মাথা
- সাত এজেন্টের লেনদেনে কড়া নজর তদন্তকারীদের

ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার দুই

কিশনগঞ্জ, ২৫ সেপ্টেম্বর : ব্রাউন সুগার দুই সহ পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল পূর্ণিয়ার জানকীনগর থানার পুলিশ।

সোমবার বিকেলে পুলিশ প্রথমে একটি কফি শপ থেকে ৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ একজনকে গ্রেপ্তার করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ একটি বাড়ি থেকে ১২ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ আরেকজনকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা ডালখোলা থেকে ব্রাউন সুগার এনে জানকীনগর ও আশপাশের এলাকায় বিক্রি করত। বহুদিন ধরে ধৃতরা এই কারবার চালাত বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। পুলিশ সুপার আমির জাবেদ জানান, মঙ্গলবার ধৃতদের পূর্ণিয়া আদালতে তোলা হবে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ ধৃতদের নাম প্রকাশ করেনি।

অন্যদিকে, কাটিহার রেলস্টেশনে আরপিএফ সোমবার মালদা-কাটিহার প্যাসেঞ্জার ট্রেনে অভিযান চালিয়ে ২১০ গ্রাম হেরোইন সহ এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে।

পাচারের আগে বিদেশি মদ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ২৫ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জ শহরের অদূরে মস্তান চকে সোমবার ভোরে একটি চারচাকার গাড়ি থেকে কোচাধামন থানার পুলিশ প্রায় ১৬১ লিটার বিদেশি মদ উদ্ধার করেছে। এই মদ উত্তর দিনাজপুর থেকে বিহারের মধুবনি পাচার করা হচ্ছিল। কিন্তু পাচারের আগে বমাল এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। গাড়িটিও আটক করা হয়। ধৃতের নাম সতীশ কুমার। বাড়ি মধুবনি জেলার হরভঙ্গা গ্রামে। গাড়িটিতে দুটি নম্বর প্লেট লাগানো ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, মদ পাচারে ব্যবহৃত গাড়িটির আসল নম্বর প্লেট বিহারের মজফফরপুরের। কিন্তু মদ পাচারের জন্য গাড়িতে বিহারের পূর্ণিয়ার নম্বর প্লেট লাগানো হয়েছিল। পাচারের আগে মস্তান চকে পাচারকারী সতীশ ধরা পড়ে যায় পুলিশের হাতে।

গণপিটুনি

কিশনগঞ্জ, ২৫ সেপ্টেম্বর : পূর্ণিয়ার জানকীনগর থানা এলাকার চকমকা গ্রামে সোমবার দুপুরে এক ব্যক্তির সাইকেল ও টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগে দুই দুষ্কৃতীকে ধরে গণপিটুনির দিল উত্তেজিত জনতা। খবর পেয়ে পুলিশ ওই দুজনকে উদ্ধার করে থানায় এনে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে একটি পাইপগান উদ্ধার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ছিনতাইয়ের অভিযোগে গ্রামবাসী দুই দুষ্কৃতীকে প্রথমে আটক করেন। পরে ওই দুজনকে মারধর করা হয়। ধৃতরা পূর্ণিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

আবহাওয়া
মঙ্গলবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩৪.০	২৭.০
শিলিগুড়ি	৩২.০	২৩.০
জলপাইগুড়ি	৩২.০	২৩.০
কোচবিহার	৩১.০	২৪.০
আলিপুরদুয়ার	৩১.০	২৪.০
মালদা	৩১.০	২৫.০
রায়গঞ্জ	৩০.০	২৪.০
গ্যাংটক	২৪.০	১৪.০

সাবধানে চালাইও মাঝি... বৃষ্টির পর ভরা জলঢাকার পাড় থেকে পাহাড়দর্শন। সোমবার ময়নাগুড়িতে। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

বিজেপির সঙ্গ ছাড়ার হুঁশিয়ারি গুরুংদের

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : এবার বিজেপির সঙ্গ ছাড়ার হুঁশিয়ারি দিল বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। গোর্খাল্যান্ড নিয়ে অবিলম্বে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে হবে কেন্দ্রকে। নয়তো লোকসভা নির্বাচনে আর বিজেপির সঙ্গে থাকবে না বলে জানিয়ে দিল মোর্চা। সোমবার দিল্লির যন্তরমন্তরে ধর্নার পর দুই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ও জন বারলাকে এ বিষয়ে স্মারকলিপি জমা দিলেন যুব মোর্চার সদস্যরা। স্মারকলিপিতে জানানো হয়েছে, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিকে প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। নয়তো গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা তাদের আর সমর্থন করবে না।

আটের দশক থেকে গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে বারবার উত্তাল হয়েছে পাহাড়। কখনও সুবাস ঘিসিং, কখনও বা বিমল গুরুংর নেতৃত্বে জঙ্গিহানায় হয়েছে প্রাণহানি। নষ্ট হয়েছে সরকারি সম্পত্তি। ধাক্কা খেয়েছে অর্থনীতি। যখন পাহাড় মোটামুটিভাবে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার নেতা অনীত থাপার নিয়ন্ত্রণে, তখন ফের বিমল গুরুংয়ের মুখে গোর্খাল্যান্ডের জিগির। এভাবেই পাহাড়ে ভেসে থাকতে চাইছেন গুরুং বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের। এ প্রসঙ্গে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি বলেন, 'গোর্খারা বিজেপির প্রতি আস্থা হারিয়েছে। পাহাড়ে পরপর নির্বাচনে তাদের ফল দেখলেই বোঝা যায়। তাই বিজেপিকে যদি পাহাড়ে জয় পেতে হয়, তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। নির্বাচনের আগেই তাদের গোর্খাল্যান্ড নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নাহলে আমরা আর বিজেপির সঙ্গে থাকব না।'

> "নির্বাচনের আগেই তাদের গোর্খাল্যান্ড নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নাহলে আমরা আর বিজেপির সঙ্গে থাকব না।"
>
> –রোশন গিরি *সাধারণ সম্পাদক, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা*

পর্যটন দিবস উদযাপনে বাছা হল কোচবিহার রাজবাড়িকে

কোচবিহার, ২৫ সেপ্টেম্বর : বুধবার বিশ্ব পর্যটন দিবস। দিনটিকে উদযাপনে যে কোনও জায়গার সেরা পর্যটনস্থলকে বেছে নেওয়া হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের খুব আনন্দ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কোচবিহারেরও হচ্ছে। হওয়ারই কথা। এই দিনটি উদযাপনে পর্যটনমন্ত্রকের তরফে পূর্ব ভারতে যে ছয়টি জায়গাকে বেছে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কোচবিহারের রাজবাড়িও রয়েছে যে! যা এই তালিকায় গোটা রাজ্যে একমেবাদ্বিতীয়ম হিসেবে।

এহেন সরকারি উদ্যোগে কোচবিহার হেরিটেজ কমিটির অন্যতম সদস্য তথা কোচবিহার আর্কাইভের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ঋষিকল্প পাল খুবই খুশি, 'বিষয়টি প্রশংসনীয়। যে কোনও জায়গার ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে গেলে সবার প্রথমে অর্থনৈতিক দিকটা শক্তপোক্ত হওয়া প্রয়োজন। এর মাধ্যমে গোটা দেশ সহ বিশ্বের দরবারে আমাদের ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ি সহ গোটা কোচবিহার জেলার ঐতিহ্য ফুটে উঠবে। যা পর্যটন বিকাশে খুবই সহায়ক ভূমিকা নেবে বলে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।'

পর্যটনমন্ত্রক দিনটি গোটা দেশের ১০৮ জায়গায় উদযাপন করবে। এর মধ্যে পূর্ব ভারতের ছয়টি জায়গা রয়েছে। কোচবিহারের রাজবাড়ি ছাড়া এই জায়গাগুলির বাকিগুলি হল ওডিশার কোনারকের সূর্য মন্দির ও চৌষট যোগিনী মন্দির, বিহারের নালন্দা মহাভিয়ার ও বিক্রমশীলা মনাস্ট্রি কমপ্লেক্স এবং ঝাড়খণ্ডের নবরত্নগড় প্যালেস কমপ্লেক্স। ১৮৮৭ সালে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমলে শহরের কেশব রোডের ধারে কোচবিহারের রাজবাড়ি গড়ে ওঠে। তৈরির পর থেকেই এটি জেলার অত্যন্ত গর্বের। ১৯৫০ সালে কোচবিহারে রাজ আমলের অবসান হলেও মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এই রাজবাড়িতেই ছিলেন।

সেবকের টানেলের ঠিক সামনে দিয়ে রেললাইন ধরে দুলকি চালে হেঁটে যাচ্ছে সেই হাতি। রবিবার গভীর রাতে। – সংবাদচিত্র

ব্রেক কষে চালকরা ফের বাঁচালেন হাতি

নাগরাকাটা, ২৫ সেপ্টেম্বর : সেবকের টানেলের সামনে রেল ট্র্যাকের ওপর দিয়ে দুলকি চালে হেঁটে যাচ্ছে হাতি। পেছনে তখন ট্রেন। তাতে থোড়াই কেয়ার গজরাজের। যদিও সতর্ক ছিলেন ধুবড়ি-শিলিগুড়ি ডিএমইউ এক্সপ্রেসের লোকো পাইলট শংকর কুমার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট দীপক কুমার।

ট্রেনের গতি কমিয়ে দিয়ে হাতিটিকে নিরাপদে পাশের জঙ্গলে ঢোকার পথ প্রশস্ত করে দেন তাঁরা। ঘটনাটি ঘটে রবিবার গভীর রাতে বাগ্রাকোট ও সেবক স্টেশনের মাঝে ৩১/৯-৮ নম্বর পিলারের কাছে। এই নিয়ে গত ৬ দিনে জরুরিকালীন ব্রেক কষে হাতি রক্ষার ৩টি ঘটনা ঘটল। ৯ অগাস্ট গভীর রাতে চাপড়ামারির রেলপথে মালগাড়ির ধাক্কায় গর্ভবতী হস্তিনীর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর থেকে এই নিয়ে গত দেড় মাসে সতর্ক রেল অন্তত ৩০-৩৫ বার হাতিকে সুরক্ষিত রাখতে পেরেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রেই জানা যাচ্ছে। এই প্রয়াসকে স্বাগত জানাচ্ছে বন দপ্তর থেকে শুরু করে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি।

এর আগে ১৯ সেপ্টেম্বর রাতে সেবক ও গুলমা স্টেশনের মাঝে একই কায়দায় ২৬/১-০ নম্বর পিলারের কাছে একটি হাতিকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব হয়েছিল।

চৌপুকুরিয়া প্রগতি পাঠাগারের বেহাল দশায় ক্ষোভ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৫ সেপ্টেম্বর : চৌপুকুরিয়ার প্রগতি পাঠাগারের বর্তমানে বেহাল দশা। বহু পুরোনো এই পাঠাগারটির ভবন এখন ভগ্নপ্রায়। সামান্য বৃষ্টি পড়লেই ভিতরে জল পড়ে। বৃষ্টির জল পড়ে বহু বই নষ্ট হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। বাকি বই বৃষ্টির জল থেকে রক্ষা করতে পাশের ক্লাবঘরে রাখা হয়েছে।

এমনিতেও স্মার্টফোনের দৌলতে এখন দিন কে দিন যে কোনও পাঠাগারে পাঠকের সংখ্যা কমছে। চৌপুকুরিয়ার এই পাঠাগারটিও তার ব্যতিক্রম নয়। সপ্তাহে ৪ দিন মাত্র পাঠাগার খোলা হয়। তারপরেও বেহাল দশার জন্য অধিকাংশ পাঠক পাঠাগারে আসেন না। এখানে তো গ্রন্থাগারিকও নেই।

পাঠাগারে গিয়ে দেখা গেল টিনের চালাটি ভগ্নপ্রায়। দেওয়াল স্যাঁতসেঁতে। সামনের জায়গা কচু গাছ ও আগাছায় ভরে গিয়েছে। পাশের বাড়ির নিলু বর্মন, আলপনা বর্মনরা বলেন, এখানে আগে গ্রামের বাসিন্দাদের অনেকেই আসতেন বই ও খবরের কাগজ পড়তে। এখন আর তাঁদের দেখা যায় না। অল্প কয়েকজন ছাত্রছাত্রী আসে। আর কেউ আসে না। স্থানীয়রা জানালেন, একজন মহিলা কর্মী পাঠাগার খোলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে সব বই রক্ষা করা সম্ভব নয়।

পাঠাগারের কর্মী নীলা প্রধান বলেন, 'আমি সপ্তাহের ৪ দিন এখানে থাকি। দুইদিন গোঁসাইপুরে থাকি। বেলা ১২টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত পাঠাগার খোলা রাখি। বৃষ্টিতে বইয়ের ক্ষতি হয়। রাতে বৃষ্টি হলে, পরের দিন জমা জল বের করতে হয়।'

এই পাঠাগারের পরিচালন সমিতির সভাপতি গৌতম মৌলিক। পাঠাগারের বর্তমান বেহাল দশা নিয়ে হতাশা ধরা পড়ল তাঁর গলার স্বরেও। গৌতম বলেন, 'এই এলাকায় আগে এই পাঠাগারের খুব সুনাম ছিল। এখন আর নেই। করোনার পর তো পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে।' জানা গিয়েছে, জমি পাঠাগারের নামে নেই। সরকারি খাসজমিতে পাঠাগার থাকার ফলে সেখানে নিজস্ব ভবন বানাবার অনুমোদন পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্যা নিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি অফিসার (এডিএলও)-এর সঙ্গে বৈঠক করেছেন গৌতম।

এডিএলও সৈকত গোস্বামী জানিয়েছেন, জেলার যেসব লাইব্রেরির পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে, সেগুলি মেরামত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব মেরামত করে দেওয়া হবে।

ভিডিও রেকর্ডের পর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার শ্রমিকের

রায়গঞ্জ, ২৫ সেপ্টেম্বর : সব মিলিয়ে আড়াই তিন মিনিটের ভিডিও ক্লিপিং। হাত নেড়ে কাউকে বিদায় জানানোর ভঙ্গি। মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি স্পষ্ট। কাউকে চুম্বন ছুড়ে দিচ্ছেন। ভিডিও রেকর্ডের এক ঘণ্টার মধ্যে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। এই ভিডিওই এখন রায়গঞ্জের বিন্দোল গ্রামের মূল চর্চার বিষয়। মৃতের নাম রঘুনাথ বর্মন(১৯)। পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক।

বিন্দোলের বাসিন্দা রঘুনাথ বর্মনের সঙ্গে এক তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। পরিবারের দাবি, বিগত দিনকয়েক ধরে রঘুনাথের সঙ্গে ওই তরুণীর সম্পর্কে টানাপোড়েনের জেরে ঝামেলা চলছিল। এনিয়ে রবিবার গভীর রাতে তাঁদের মধ্যে তুমুল কথা কাটাকাটি হয়। এরপরেই সোমবার সকালে ভিডিও করে ওই যুবক। তাতেও ঘটনার পরিণতি যে এমন হতে পারে আন্দাজ করতে পারেননি পরিবারের সদস্যরা।

তদন্তে নেমে বিস্মিত রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। তবে কার উদ্দেশ্যে চুম্বন ও বিদায় বার্তা তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। পুলিশ মৃত যুবকের মোবাইলটি বাজেয়াপ্ত করে তদন্ত শুরু করেছে। রায়গঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

মৃত যুবকের দাদা মেঘনাদ বর্মনের বক্তব্য, 'আমার ভাইয়ের সঙ্গে এক যুবতীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তাকেই ভিডিও কল করে দেখিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে আমার ভাই।' মৃতের দাদা জানান, 'মোবাইলে ভিডিও রয়েছে। দরজা লাগিয়ে আত্মহত্যা করার সময় আমাদের বাড়ির লোক টের পেয়ে যায়। দরজা ভেঙে আমার ভাইকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে জানিয়ে দেন।'

আয়তনে বাড়তে পারে শিলিগুড়ি

প্রথম পাতার পর

তাই শিলিগুড়ি পুরনিগমের আওতায় আনা বা আলাদা পুরসভা না হলে এই এলাকার উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিষেবা দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

এদিকে, সোমবার শিলিগুড়ি শহরের যানজট সমস্যা থেকে শুরু করে মাদক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর ও ডিসিপি (ট্রাফিক) অভিষেক গুপ্তার সঙ্গে বৈঠক করেছেন মেয়র গৌতম দেব ও ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। এই বৈঠকে বেশ কিছু জায়গায় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সিসিটিভি ক্যামেরার জন্য পুরনিগমের কাছে আবেদন করেছেন পুলিশকর্তারা। বৈঠক শেষে মেয়র বলেন, 'আমরা ৪-৫টি পার্কিং জোন দ্রুত তৈরি করছি। ডন বসকো রোডে ছোট গাড়ি রাখার মতো ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফুটপাথও অনেকটা দখলমুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। একদিনে সব দখলমুক্ত করতে পারব না। সেবক রোড ও এসএফ রোডকে কিছুটা চওড়া করা হচ্ছে। বর্ধমান রোডে একটি পুলিশ ফাঁড়ি করা হচ্ছে।'

মেয়র বলেন, 'পুলিশ থেকে চারটি বড় ক্যামেরা চাওয়া হয়েছে। আমরা সেই প্রস্তাব পরিবহণ দপ্তরকে দেব। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ও এসজেডিএ-কে সঙ্গে নিয়ে আমরা কাজ করব। পুলিশ ও পুরনিগম যৌথভাবে এবার পুজোর কার্নিভাল করবে।'

সিকিমের রাস্তা

প্রথম পাতার পর

কিছু গাড়িকে তিস্তাবাজার-পেশক-কার্সিয়াং দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। পেলিং-শিলিগুড়ি পথে গাড়িগুলি চলাচল করেছে দার্জিলিং-লেবং দিয়ে। যতদিন না জাতীয় সড়ক স্বাভাবিক হচ্ছে, ততদিন এই পথগুলি দিয়েই দুই রাজ্যের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল থাকবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

ঘুরপথে চলতে হওয়ায় বাড়তি টাকা গুনতে হচ্ছে যাত্রীদের। অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ আর সিকিম পথের গাড়িতে সওয়ার হচ্ছেন না। যে কারণে সবসময় ভিড় থাকলেও সোমবার কার্যত শুনসান ছিল শিলিগুড়ির এসএনটি। এখান থেকে সিকিমের বিভিন্ন রুটে প্রত্যেকদিন ১৯টি বাস ছাড়ে। কিন্তু এদিন ১০টি বাসের চাকাও গড়ায়নি বলে এসএনটি সূত্রে খবর। যাত্রী তেমন না থাকায় সারাদিন কার্যত বসেই কাটিয়েছেন এসএনটির বাইরে থাকা ছোট গাড়ির স্ট্যান্ডের চালকরা। এমনই একজন সুরজ ছেত্রী বলছেন, 'কিছু করার নেই। কে আর বেশি টাকা দিয়ে সিকিমে যাবেন।'

দিনের পর দিন জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকলে তার প্রভাব পুজো পর্যটনে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা দানা বেঁধেছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যে। তাঁদের বক্তব্য, এখন যে কোনও ঘটনাই চাউর হতে বেশি সময় লাগে না। ফলে এমন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর জানতে পর্যটকদেরও বেশি সময় লাগবে না। ফলে পুজোর সময় তাঁরা সিকিম বা কালিম্পংয়ে বেড়াতে আসার ক্ষেত্রে দু'বার ভাববেন।

শুধু জরুরি প্রশ্নে 'মৌনমোহন'

প্রথম পাতার পর

সাংবাদিকের কড়া প্রশ্নের জবাব দিতে তাঁর অস্বস্তি মোটেই লুকানো যায়নি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হয়ে বাজারে নেমে পড়েছিল বিজেপির ট্রোলবাহিনী। অবস্থা এতদূর গড়ায় যে আমেরিকাকে বিবৃতি দিয়ে তার নিন্দা করতে হয়েছিল।

কাহিনী সেখানেই শেষ নয়। জি২০ সম্মেলনের সময় মোদির বাড়িতে বৈঠকের পর আমেরিকা থেকে আসা সাংবাদিকরা চেয়েছিলেন মোদি-বাইডেনের মুখোমুখি হতে। হয়নি। শেষে এই বৈঠক নিয়ে বাইডেনকে মুখ খুলতে হয়েছে এ দেশ ছেড়ে ভিয়েতনামে গিয়ে। তিনি জানিয়েছেন, ভারতের সাম্প্রদায়িকতা, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়ে তিনি কথা বলেছেন মোদির সঙ্গে। এমনকি, জি২০ সম্মেলনের শেষে শোনা গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী প্রেস কনফারেন্স করবেন। হাপিত্যেশ করে দেশ-বিদেশের সাংবাদিকরা অপেক্ষা করে থাকলেও মিডিয়া সেন্টারে এসে তিনি কেবল হাত নাড়িয়েই চলে গিয়েছেন, দাঁড়াননি।

লক্ষ করে দেখবেন, যে কোনও বিপাকে পড়লে তিনি মুখে তালা মেরে দেন। এই যে প্রায় পাঁচ মাস ধরে মণিপুর জ্বলছে, দীর্ঘদিন চুপ করে থাকার পর মোদি সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবে দু'চার কথা বলেছেন। বলতে গেলে নিতান্ত বাধ্য হয়েই। তার আগে পরে হাজার সমালোচনাতেও তাঁর মৌনব্রত ভাঙানো যায়নি। এই মণিপুরেই অটলবিহারী বাজপেয়ী ২০০১ সালে বিরোধীদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন অবস্থা সামলাতে। দু-দু'বার সর্বদলীয় বৈঠক করেছিলেন। সেসব অবশ্য এই অমৃতকালের আগের কথা। এখন মোদির সঙ্গে দেখা করতে না পেরে হতাশ বিরোধীরা তাঁর দপ্তরে গিয়ে দাবিপত্র জমা দিয়ে এসেছেন।

একই অবস্থা আদানিদের নিয়ে অভিযোগ ওঠার পরেও। নিয়মিত বিরোধীরা হাজারো প্রশ্ন তুললেও একটা কথাও বলেননি মোদি। তাঁর সঙ্গে প্রধান সেবকের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে লেখালেখি হয়েছে। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও। তিনি কিছু বলেননি। স্পিকটি নট। একইভাবে পেগাসাসের মতো ইস্যুও তিনি স্রেফ নীরবতা দিয়েই চেপে দিয়েছেন। সেসব নিয়ে বিরোধীদের দাবিমতো যৌথ সংসদীয় কমিটিও তৈরি হয়নি। কেন হয়নি তা নিয়ে তাঁর মুখ খোলানো যায়নি। আবার দেখুন, মহিলা কুস্তিগিরদের হেনস্তা নিয়েও তিনি একটি বাক্যও বলেননি। দিনের পর দিন যন্তরমন্তরে দেশের হয়ে পদকজয়ীরা ধর্না দিলেও তিনি নীরব। তাঁদের ওপর যখন দিল্লি পুলিশ লাঠি চালাচ্ছে, মোদিরই দলের সম্পদ ব্রিজভূষণ শরণ সিং তাঁরই উপস্থিতিতে নয়া সংসদ আলো করে বসেছিলেন। তাঁকে কিছু করা হয়নি। জাঠ ভোটের দিকে তাকিয়ে মোদিও কিছু বলেননি। বরং ব্রিজভূষণের জন্যই এবার দেশের পতাকা নিয়ে এশিয়াডে নামতে পারেননি কুস্তিগিররা। মোদি আগাগোড়াই নীরব।

একেবারে সদ্য বিজেপির আরেক কুলতিলক রমেশ বিধুরি সংসদের ভিতরে আরেক সাংসদ দানিশ আলিকে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করলেও মোদি সেই নীরব। তিনি কিছু বলেননি, বলেন না। গত প্রায় দশ বছর ধরে একই অবস্থা। এই তিনিই ২০১৪ সালের ভোটের প্রচারে নেমে লাগাতার মনমোহন সিংহকে মৌনমোহন বলে ব্যঙ্গ করেছেন। জনসভায় দাঁড়িয়ে তখনকার গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলতেন, জিনিসপত্রের দাম বাড়া নিয়ে মনমোহন চুপ কেন?

এখন মোদিই হয়ে উঠেছেন মৌনী, নীরব। দেশের সব থেকে 'শক্ত, বলবান' প্রধানমন্ত্রী কেন নিজের পছন্দমতো আর পাঁচটা বিষয় নিয়ে অজস্র কথা বললেও বিতর্কিত বিষয়গুলি সযত্নে এড়িয়ে চলেন? ২০১৭ সালে তাঁর মন্ত্রীসভার প্রাক্তন সদস্য অনন্তকুমার খোলাখুলি বলেছিলেন, বিজেপি খুব শীঘ্রই দেশের সংবিধান পালটে দেবে, বাদ যাবে ধর্মনিরপেক্ষতা। মোদি এই কথারও কোনও প্রতিবাদ করেননি। নীরবতাকে সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া যাবে কি? চিনের ভারতীয় জমি দখল নিয়ে দেশজোড়া তোলপাড়েও নড়ানো যায়নি প্রধান সেবককে। মুদ্রাস্ফীতি, বেকারি, তীব্র আর্থিক দুর্দশা নিয়ে তাঁর কথা শোনার আশা বাতুলতা মাত্র।

একসময় মৌনমোহন বলে যাঁকে উঠতে বসতে বিঁধতেন মোদি, সেই মনমোহন উলটে এখন তাঁকে বলছেন, মোদি কেন সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলেন? কেন ডাকেন না সাংবাদিক বৈঠক? মোদির নীরবতা মোটেই মতলবহীন নয়, এটা তিনি নিজেই বারবার বোঝাচ্ছেন আমাদের। নীরবতা তাঁর রাজনীতি, বিরোধী সমালোচনা ভোঁতা করার অস্ত্র।

ফিঙ্গারপ্রিন্ট জালিয়াতির শিকার

প্রথম পাতার পর

ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংক্রান্ত জালিয়াতির এই বিষয়টি সম্প্রতি সামনে আসা শুরু করলেও বাসিন্দাদের দাবি, বেশ কয়েক বছর ধরে এই ঘটনা ঘটে চলেছে। আর এই সূত্রেই তদন্তকারীরা সিএসপিগুলির ওপর নজরদারি চালাচ্ছেন। উত্তর দিনাজপুরের গ্রামীণ এলাকাগুলিতে প্রচুর সিএসপি রয়েছে। সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষের অনেকেই দিন আনি দিন খাই কাজে যুক্ত। তাঁদের অনেকের পক্ষেই ব্যাংকে গিয়ে কাজকর্ম সারার সুযোগ হয় না। এক্ষেত্রে তাঁরা এই সিএসপিগুলির ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হন। চেকের পাশাপাশি সিএসপিগুলি থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েও টাকা তোলা যায়। আর এই সূত্রেই জালিয়াতি করা হচ্ছে বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন। তাই সিএসপিগুলির ওপর কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে।

এদিকে, গত শনিবার চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ বেশ কিছু ইলেক্ট্রনিক সরঞ্জাম উদ্ধার করে। রবিবার রাতে ওই এলাকার একাধিক জায়গায় পুলিশ অভিযান চালায়। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, সন্দেহের তালিকায় থাকা অভিযুক্তদের কারও খোঁজ মেলেনি। তদন্ত চলছে।

তিতাসের দাপটে ক্রিকেটে সোনালি ইতিহাস ভারতের

হ্যাংঝৌ, ২৫ সেপ্টেম্বর : চলতি বছরের ২৯ জানুয়ারি। পচেফস্ট্রুমে সেদিন মহিলাদের অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপে ওপেনিং স্পেলে জোড়া উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডের টপ অর্ডারকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন বাংলার ডানহাতি পেসার তিতাস সাধু। পরে ভারতেরও প্রথমবার যুব বিশ্বকাপ জিততে সমস্যা হয়নি।

জাম্প কাট টু হ্যাংঝৌ এশিয়ান গেমস। সোমবার আরও একটা ফাইনালে নেমেছিল ভারতীয় মহিলা দল। বড় ম্যাচে জ্বলে ওঠার স্বভাবটা

> ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের জন্য স্মরণীয় মুহূর্ত। এশিয়াডে সোনা জয়!
> –শচীন তেন্ডুলকার

এদিনও বজায় রাখলেন চুঁচুড়ার ১৮ বছরের তিতাস। তাঁর চোখ ধাঁধানো বোলিংয়ের হাত ধরেই এশিয়াড থেকে ক্রিকেটে ভারতের ঘরে প্রথম সোনা এল। হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড ১৯ রানে হারাল শ্রীলঙ্কাকে।

এদিন ঝেজিয়াং ইউনিভার্সিটি অফ টেকনলজির মন্থর গতির বাইশ গজে টসে জিতে ব্যাটিং নিয়ে দুইবার ভাবেননি অধিনায়ক হরমনপ্রীত। শুরুটা অবশ্য ভালো হয়নি ভারতের। স্কোরবোর্ডে ১৬ রান ওঠার ফাঁকে ফিরে যান ওপেনার শেফালি ভার্মা (৯)। আরেক ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা (৪৬) অবশ্য একটা দিক ধরে রেখেছিলেন। মাঠের ফাঁকফোকর খুঁজে বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারিতে স্কোরবোর্ড সচল রাখার কাজটা দিব্যি করছিলেন। পাশে পেয়ে যান জেমিমা রডরিগেজকে (৪২)। তাঁদের ৭৩ রানের পার্টনারশিপ ভারতের বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। কিন্তু মান্ধানা ফিরতেই কার্যত তাসের ঘরে পরিণত হয় ভারতীয় ব্যাটিং। ব্যর্থ হন হরমনপ্রীত (২)। ছয় দিয়ে শুরু করার পরও স্থায়ী হয়নি শিলিগুড়ির রিচা ঘোষের (৯) ইনিংস। ভারত ১১৬/৭ স্কোরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

শ্রীলঙ্কার সামনে টার্গেট আহামরি ছিল না। কিন্তু বল হাতে তাদের কাজ কঠিন করে দেন তিতাস (৬/৩)। নিজের প্রথম ওভারে জোড়া শিকার করেন তিনি। একইসঙ্গে ভারতের প্রথম বোলার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি২০ টুর্নামেন্টের ফাইনালে ডাবল উইকেট–মেডেন নেওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করলেন ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯ বছরে পা দিতে চলা তিতাস। নিজের দ্বিতীয় ওভারে তুলে নেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তুকে (১২)। এখান থেকেই ম্যাচ ভারতের দিকে ঘুরে যায়। পরে রাজেশ্বরী গায়কোয়াড় (২০/২) বাকি কাজটা সারেন। ব্যাট হাতে ব্যর্থ হলেও কবিশা দিলহারির দুরন্ত ক্যাচ ধরেন রিচা। সঙ্গে একটি স্টাম্পিংও করেন। শ্রীলঙ্কা ৯৭/৮ স্কোরে আটকে যায়।

গর্বের মুহূর্ত, সারাজীবন মনে রাখার মুহূর্ত। সোনার পদক নিয়ে অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরের গ্রুফিতে ধরা দিলেন জেমিমা–রিচা–দীপ্তি–পূজারা।

এশিয়াডের দলে সুযোগ পাবেন ভাবেননি। সেখান থেকে সোনার পদক গলায় নিয়ে তিতাস বলেছেন, 'ইনিংস বিরতিতে ঠিক করেছিলাম, মাথা ঠান্ডা করে নামব। বল হাতে কী করতে হবে তা নিয়ে আমার পরিষ্কার ধারণা ছিল। প্রথম ওভারে জোড়া উইকেট নিয়ে আত্মবিশ্বাস পেয়ে যাই। সব পরিকল্পনা কাজে লেগে গিয়েছে। এশিয়াডে সোনা জেতা দুর্দান্ত অনুভূতি। রোজ এই সুযোগ পাওয়া যায় না। পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।'

তিতাসের অপেক্ষায় তাঁর পরিবারও। তাঁর বাবা রণদীপ সাধু বলেছেন, 'তিতাসের জন্য গর্ব হচ্ছে। ও হয়তো বুধবার দেশে ফিরবে। এখনই বড় কোনও উৎসবের পরিকল্পনা নেই। কেননা ফিরেই তিতাসকে বাংলার অনুশীলনে যোগ দিতে হবে।' অধিনায়ক হরমনপ্রীত

> হরমনপ্রীতদের অভিনন্দন। অলরাউন্ড পারফরমেন্সে ঐতিহাসিক সোনা জিতল ভারতীয় মহিলা দল।
> –মিতালি রাজ

বলেছেন, 'সোনা জয়ের লক্ষ্য নিয়ে এসেছিলাম। আমাদের লক্ষ্যপূরণ হয়েছে।' নিজেরা সোনা জেতার পর ভারতীয় পুরুষ দলের থেকেও সোনার আবদার করেছেন জেমিমা।

হরমনপ্রীতদের অভিনন্দন জানিয়ে শচীন তেন্ডুলকার লিখেছেন, 'ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের জন্য স্মরণীয় মুহূর্ত। এশিয়াডে সোনা জয়!' মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মিতালি রাজের টুইট, 'হরমনপ্রীতদের অভিনন্দন। অলরাউন্ড পারফরমেন্সে ঐতিহাসিক সোনা জিতল ভারতীয় মহিলা দল।' সোনা জয়ের জন্য ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও বিসিসিআই সচিব জয় শা।

বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোনা পুরুষ শুটিং দলের

হ্যাংঝৌ, ২৫ সেপ্টেম্বর : মেহুলি ঘোষ, রমিতা জিন্দালদের হাত ধরে রবিবার চলতি এশিয়ান গেমসে ভারতের ঘরে প্রথম পদক এসেছিল। সোমবার ভোরে প্রথম সোনা জিতে পুরুষ শুটিং দল আসমুদ্রহিমাচলের আনন্দ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিল। পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে দলগত বিভাগে ঐশ্বরী প্রতাপ সিং তোমর, রুদ্রাংশ পাতিল, দিব্যংশ সিং পানোয়ারের জুটি পোডিয়ামের শীর্ষস্থান দখল করে নেন। শুধু তাই নয়, নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়লেন ভারতের এই ত্রিমূর্তি।

এদিন ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের দলগত ইভেন্টে ভারতকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য চিন, দক্ষিণ কোরিয়া ছিল। কিন্তু ঐশ্বরীরা সুযোগ দেওয়ার মুডে ছিলেন না। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে ১৯ বছরের রুদ্রাংশ ৬৩২.৫ স্কোর করেন। ঐশ্বরীর রাইফেল থেকে আসে ৬৩১.৬। দিব্যংশও খুব একটা পিছিয়ে ছিলেন না। জয়পুরের ২০ বছরের এই শুটার ৬২৯.৬ স্কোর করেন। ভারতের মোট পয়েন্ট দাঁড়ায় ১৮৯৩.৭। যার ফলে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোনা জিততে সমস্যা হয়নি। ১৮৯০.১ পয়েন্ট নিয়ে রুপো জেতে দক্ষিণ কোরিয়া। ব্রোঞ্জ গিয়েছে চিনের দখলে। ছেলের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত রুদ্রাংশের বাবা বালসাহেব পাতিল বলেছেন, 'এশিয়াডের জন্য অনেকদিন ধরে তৈরি হচ্ছিল ও। বলে গিয়েছিল, সোনা জিতেই ছাড়বে। আজ সেটা করে দেখাল।'

দলগত বিভাগের পর পালা ছিল ব্যক্তিগত ইভেন্টের। সেখানেও ভারতের প্রাপ্তি যোগ রয়েছে। পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের ব্যক্তিগত বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতে নেন মধ্যপ্রদেশের ২২ বছরের ঐশ্বরী। ফাইনালের বেশিরভাগ সময়টাই রুপো জয়ের দৌড়ে ছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ শটে মাত্র ৯.৮ স্কোর করেন। ফলে ২২৮.৮ স্কোরে ব্রোঞ্জ নিয়েই ঐশ্বরীকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তবে একই দিনে জোড়া পদক জয় বিশ্বাসই হচ্ছে না ঐশ্বরীর। বলেছেন, 'একদিনে দুটি পদক জিতব, স্বপ্নেও ভাবিনি। দলগত বিভাগে আমরা শুধু সোনাই জিতিনি, বিশ্বরেকর্ডও গড়েছি। ইতিহাসের সঙ্গী হতে পেরে গর্বিত।' শুটিংয়ে দিনের তৃতীয় পদকটি আসে পুরুষদের ২৫ মিটার র‌্যাপিড ফায়ার পিস্তলের দলগত ইভেন্ট থেকে। আদর্শ সিং, অনীশ ভানওয়ালা, বিজয়বীর সিধুর জুটি ব্রোঞ্জ জেতে।

পুরুষদের ২৫ মিটার র‌্যাপিড ফায়ার পিস্তলের দলগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জয়ের পর আদর্শ সিং, অনীশ ভানওয়ালা, বিজয়বীর সিধু। হ্যাংঝৌয়ে সোমবার।

পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
১	চিন	৩৯	২১	৯
২	কোরিয়া	১০	১০	১৩
৩	জাপান	৫	১৪	১২
৪	উজবেকিস্তান	৪	৪	৬
৫	হংকং	৩	৪	৭
৬	ভারত	২	৩	৬

গতকাল শুটিংয়ের মতো রোয়িং থেকেও পদক এসেছে। এদিনও সেই ধারা বজায় থাকল। মেনস ফোর বিভাগে ব্রোঞ্জ আসে ভারতের ঘরে। রেস শেষ করতে যশবিন্দার সিং, ভীম সিং, পুনিত কুমার ও আশিসের সময় লেগেছে ৬ মিনিট ১০.৮১ মিনিট। পুরুষদের কোয়াড্রাপল স্কালস থেকে রোয়িংয়ে ভারতকে পঞ্চম পদক এনে দেন সৎনাম সিং, পারমিন্দার সিং, জাকার খান, সুখমিত সিং।

উশু নিয়ে চলতি এশিয়াডে ভারতের তেমন আগ্রহ নেই। কিন্তু সেমিফাইনালে উঠে মহিলাদের ৬০ কেজি বিভাগে পদক নিশ্চিত করেছেন রোশিবীণা দেবী নাওরেম। তিনি এদিন কোয়ার্টার ফাইনালে কাজাখস্তানের আইমান কারসিগাকে হারিয়েছেন। ২০১৮ সালের এশিয়াডেও ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন রোশিবীণা।

বর্ষীয়ান টেনিস তারকা রোহন বোপান্নার জন্য দিনটা মিশ্র গিয়েছে। পুরুষদের ডাবলসে তিনি ইয়ুকি ভামব্রিকে নিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে বিদায় নিয়েছেন। তারা ৬–২, ৩–৬, ৬–১০ গেমে উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে হেরেছেন। মিক্সড ডাবলসে বোপান্না অবশ্য রুতুজা ভোঁসলে ৬–২, ৫–৪ গেমে উজবেকিস্তানকে হারিয়ে প্রি–কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন। মহিলাদের সিঙ্গলসে প্রি–কোয়ার্টারে উঠেছেন অঙ্কিতা রায়না।

জিমন্যাস্টিক্সে বাংলার প্রণতি নায়েকের দিনটাও ভালো গিয়েছে। তিনি ভল্ট ও অলরাউন্ড ইভেন্টের ফাইনালে উঠেছেন। ভল্টের কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে পূর্ব মেদিনীপুরের ২৮ বছরের প্রণতি ১২.৭১৬ স্কোর করেছেন।

এশিয়ান গেমসে আজ

19th Asian Games Hangzhou 2022

পুরুষদের হকি
ভারত বনাম সিঙ্গাপুর
ভোর ৬.৩০ মিনিট

পুরুষদের টেনিস
সিঙ্গলস ও ডাবলস
ভোর ৬.৩০ মিনিট

মিক্সড শুটিং
এয়ার রাইফেল (ঐশ্বরী প্রতাপ সিং তোমর, রমিতা জিন্দাল)
ভোর ৬.৩০ মিনিট

মহিলাদের ফেন্সিং
প্রথম রাউন্ড থেকে ফাইনাল (ভবানী দেবী)
সকাল ৬.৩০ মিনিট

পুরুষদের বক্সিং
দ্বিতীয় রাউন্ড (শচীন)
দুপুর ১২.৩০ মিনিট

দাবা
পঞ্চম রাউন্ড
(রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ)
দুপুর ১২.৩০ মিনিট

ফিরছেন রোহিত-বিরাটরা, ছুটিতে গিল

রাজকোট, ২৫ সেপ্টেম্বর : অক্ষর প্যাটেলের ফিটনেস নিয়ে অনিশ্চয়তা জারি।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের অন্তিম ম্যাচেও ফেরা হচ্ছে না স্পিন–অলরাউন্ডারের। সূত্রের খবর, এখনও ম্যাচ ফিট নন। বিশ্বকাপের আগে অনুশীলন ম্যাচে হয়তো ফিরতে পারেন। অক্ষরকে নিয়ে এহেন অনিশ্চয়তার বাতাবরণ বিশ্বযুদ্ধে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

এশিয়া কাপের সময় চোট পান অক্ষর। এরপর দেশে ফিরে বেঙ্গালুরুস্থিত জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব চলছে। মূলত সেই কারণে প্রথম দুই ম্যাচে অক্ষরকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। ঠিক ছিল তৃতীয় ম্যাচে ফিরবেন। কিন্তু এখনও ম্যাচ–ফিটনেস ফিরে পাননি।

অক্ষরের অনুপস্থিতিতে বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলে না থাকা অশ্বীন দুই ম্যাচেই সাফল্য পেয়েছেন। মোহালিতে সিরিজের প্রথম ম্যাচে দেড় বছর পর ওডিআই ফরম্যাটে প্রত্যাবর্তন। আর ফিরেই অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ছাপ রাখেন। ইন্দোরে রবিবাসরীয় ম্যাচে একেবারে ঘাতক মেজাজে। অভিজ্ঞ অশ্বীনের যে ফর্ম বিশ্বকাপে তাঁকে দলে নেওয়ার সম্ভাবনা আরও উসকে দিয়েছে।

বুধবার সিরিজের শেষ ম্যাচে একসঙ্গে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে পাঁচ ক্রিকেটারকে। সফল শুভমান গিলকে তরতাজা রাখতে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। বাকি চারজন হলেন শার্দূল ঠাকুর, প্রসিধ কৃষ্ণা, তিলক ভার্মা ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়। এই চারজনের মধ্যে শার্দূল ও প্রসিধ বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলে রয়েছেন।

বোর্ডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওডিআই ম্যাচে নিজেদের রান সংখ্যা লিখে হালকা মেজাজে শুভমান গিল ও শ্রেয়স আইয়ার।

রুতুরাজ আবার এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দলের অধিনায়ক। ১ অক্টোবর মহাদেশীয় মেগা আসরে নিজেদের অভিযান শুরু করবে ভারতের পুরুষ দল। তার আগে বিশ্রাম নিয়ে এশিয়ান গেমসের দলের সঙ্গে যোগ দেবেন রুতুরাজ। বাকি দল ইন্দোর থেকে এদিন রাজকোটে উড়ে গেলেও, শুভমানরা নিজ নিজ গন্তব্যে।

অপরদিকে, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া ও কুলদীপ যাদব রাজকোটে দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। এদিন দুই দলের ট্রাভেল ডে। আগামীকাল ভারতের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়াও সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে গা ঘামাবে।

রোহিতদের ছাড়াই লোকেশ রাহুলের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল সিরিজ পকেটে পুরে ফেলেছে। ফলে বুধবারের ম্যাচ নিয়মরক্ষার, যা কার্যত বিশ্বকাপের আগে নিজেদের সেরা দল নামিয়ে পরখ করার মঞ্চ ভারতের জন্য। অবশ্য শুধু সিরিজ জয় নয়, প্রথম দুইয়ে প্রাপ্তি একাধিক। লোকেশের পাশাপাশি শ্রেয়স আইয়ার রানে ফিরেছে। টি২০–র পর ওডিআইয়েও সূর্যকুমার যাদবের চওড়া হওয়া ব্যাটে রাহুল দ্রাবিড়দের হাতে নতুন অস্ত্র।

বিশ্বকাপের মোড়ে ঢুকে পড়ার কথা লোকেশের মুখে। জানান, পরের ম্যাচে বিরাট–রোহিতরা ফিরছে। ওরা ফিরলেই বিশ্বকাপের আবহে ঢুকে পড়বেন তারা।

চিন্তার জায়গা অবশ্য ফিল্ডিং। প্রথম ম্যাচে ক্যাচ মিস থেকে পা, হাতের ফাঁক গলে বল বেড়িয়ে যাওয়ার একঝাঁক ঘটনা ঘটেছে। উইকেটকিপিংয়ে লোকেশও হতাশ করেছেন। লোকেশ মেনেও নিচ্ছেন, ফিল্ডিংয়ে উন্নতির প্রয়োজন। বেশ কিছু ক্যাচ পড়েছে। বিশ্বকাপে নামার প্রাক্কালে যে ভুলত্রুটি সারিয়ে ফেলতে হবে।

রাজকোটেও নেই অক্ষর, বিশ্বকাপের আরও কাছে অশ্বীন

ইন্দোরে দ্বিতীয় ম্যাচে সিরিজ নিশ্চিত করার পর লোকেশের মুখে সেই স্বস্তির কথা। প্রথম দুই ম্যাচের অধিনায়ক বলেন, 'দলের সবাই জানে কার কী ভূমিকা, দায়িত্ব। প্রত্যেকেই মরিয়া সুযোগের সদ্ব্যবহারে। সেটাই দেখা গিয়েছে শ্রেয়স, সূর্যদের ব্যাটে। এই সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিতভাবে দলের জন্য ইতিবাচক।'

প্রথম দুই ম্যাচে বিকল্প ভাবনায় শান দেওয়া সম্পন্ন। রাজকোটে সেরা দল নামিয়ে (শুভমানকে বাদ দিলে) ফুরফুরে মেজাজে শ্রেয়সও। দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে কাটিয়ে অবশেষে ফেরা। সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচেই সেঞ্চুরি। মাথার ওপর থেকে পাহাড় প্রমাণ চাপ নামার কথা শ্রেয়সের গলায়। ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে বলেও দেন, টিভিতে যখন দলের ম্যাচ দেখতেন, তখন মন ছটফট করত মাঠে নামার জন্য। অবশেষে চাপ নেমে গেল মাথা থেকে। নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল, তারই প্রতিফলন ইন্দোরের সেঞ্চুরিতে।

সৌদির বিরুদ্ধে অবাক হওয়ার অপেক্ষায় স্টিমাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : গুয়াংঝাউয়ের পর হ্যাংঝৌ! ১৩ বছর পর সেই চিনের মাটিতেই ভারতীয় দল আবার প্রি–কোয়ার্টার ফাইনালে।

রবিবার মায়ানমারের বিরুদ্ধে জেতা ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট না পাওয়ার আফসোস আছে। কিন্তু একইসঙ্গে দলের হেড কোচ ইগর স্টিমাক বলছেন, 'জানতাম মায়ানমার ম্যাচ কঠিন হবে। কারণ ওরাও যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টায় ছিল। কিন্তু আমাদের ছেলেরা দৃঢ়তা দেখিয়েছে যাবতীয় আক্রমণের সামনে। তবু যে আমরা শেষপর্যন্ত নকআউটে পৌঁছাতে পেরেছি তাতেই আমি খুশি। এর সবটাই ছেলেদের কৃতিত্ব কারণ অনেককিছুই আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল না।' দল একেবারেই প্রস্তুতির সুযোগ পায়নি এবং দল নিয়ে টানাপোড়েনের বিষয় সম্পর্কেই তিনি যে ইঙ্গিত করছেন, তা পরিষ্কার। স্টিমাক আরও বলেছেন, 'তিন ম্যাচ থেকে সবথেকে বড় প্রাপ্তি হল কিছু ছেলেকে দেখে নেওয়া গেল যারা ভবিষ্যতে জাতীয় দলে খেলতে পারবে। তিন ম্যাচেই এরা দুরন্ত খেলেছে। এটা একজন কোচের কাছে বড় পাওনা।'

তিন ম্যাচই পুরো সময় খেলে ফেলা সুনীল ছেত্রী সম্পর্কে আলাদা করে উল্লেখ করেন কোচ, 'সুনীল নিজে খেলতে চেয়েছে সব ম্যাচের পুরো সময়। ও বসতে চায়নি। আমার অধিনায়ক এরকমই। মাঝমাঠে সমস্যা হলেও নেমে এসে আক্রমণ গুছিয়ে তোলার কাজটা ও করে। ওর দায়বদ্ধতা অসাধারণ।' নকআউটে ভারতের প্রতিপক্ষ সৌদি আরব। যাদের বিরুদ্ধে এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের দুই ম্যাচেই হার ছিল ভারতের। তারও অনেক আগে ১৯৮২ সালের এশিয়ান গেমসে ভারত হারে ১ গোলে। এই ম্যাচ নিয়ে স্টিমাকের মন্তব্য, 'আমরা এখন সৌদি আরব ম্যাচ নিয়েই ভাবছি। দুইদিন পাওয়া যাবে প্রস্তুতির জন্য। অনেকেই অবাক হয়েছেন আমরা শেষ ষোলোয় পৌঁছানোয়। হয়তো আমাদের কাছে আরও অবাক করার মতো কিছু ঘটনা বাকি আছে।' এখন সত্যিই আরও অবাক করার মতো কোনও অঘটন স্টিমাক এবং তাঁর ছেলেদের ঝুলিতে সত্যিই আছে কি না তার জন্য অবশ্য ২৮ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। যদি সেরকম কিছু করতে পারেন সুনীলরা, তাহলে সেটা হবে ভারতীয় ফুটবলের সেরা অঘটন।

বাড়ছে বার্ষিক অনুদান

রেকর্ড আয় বিসিসিআইয়ের

মারগাঁও, ২৫ সেপ্টেম্বর : দেশের মাটিতে প্রথমবার একদিনের বিশ্বকাপ আয়োজন করতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। আর দশদিন পর শুরু হতে চলা বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে খুশির হওয়া। সৌজন্যে আজ গোয়ায় হয়ে যাওয়া বিসিসিআইয়ের বার্ষিক সাধারণ সভা। যেখানে আজ বোর্ডের কোষাধ্যক্ষ আশিস সেলার ঘোষণা করেছেন, আয় বেড়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের। শেষ আর্থিক বছরের তুলনায় প্রায় ২১৯৮.২৩ কোটি টাকা বেশি আয় করেছে বিসিসিআই।

জানা গিয়েছে, আজকের এজিএম–এ রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাগুলির জন্য অনুদান বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই। দেশের প্রায় সব রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার জন্য একশো কোটি টাকা করে অনুদান দিতে চলেছে বোর্ড। দেশের উত্তর–পূর্বের রাজ্যগুলির জন্যও বার্ষিক অনুদান বেড়ে হয়েছে ১২.৫ কোটি। পুদুচেরির জন্য বার্ষিক অনুদান বরাদ্দ হয়েছে ১৭.৫ কোটি। জানা গিয়েছে, বার্ষিক অনুদানের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার পর বিসিসিআইয়ের তরফে দেশের সব রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার কাছে অনুরোধ করা হয়েছে, এই অর্থ ব্যাংকে জমা না রেখে রাজ্য স্তরে ক্রিকেটের পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় করতে। জানা গিয়েছে, শেষ আর্থিক বছরে ৬৫৫৮ কোটি টাকা আয় করেছে বোর্ড।

এসবের মধ্যেই আজকের এজিএমে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ঘরোয়া ক্রিকেটে 'গেস্ট' প্লেয়ারদের জন্য ম্যাচ ফি বাদে বাড়তি কোনও আর্থিক সুবিধা না রাখার কথা ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে কোনও রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা চাইলে সর্বাধিক ৩ জন গেস্ট ক্রিকেটার নথিভুক্ত করতে পারে। এমন ক্রিকেটারদের জন্য ম্যাচ ফি ছাড়াও সংশ্লিষ্ট রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার তরফে আলাদাভাবে আর্থিক প্যাকেজও দেওয়া হয়। এই প্রথা এবার তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল বোর্ড। যদিও আসন্ন ঘরোয়া মরশুম থেকেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে কিনা, রাত পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি।

অশ্বীনের নামই যথেষ্ট, প্রশংসায় চাহাল

রাজকোট, ২৫ সেপ্টেম্বর : ইচ্ছে ছিল বিশ্বকাপ খেলার।

কিন্তু ঘরের মাঠে সেই স্বপ্ন পূরণ হওয়ার নয়। প্রাথমিক বিশ্বকাপের দলে জায়গা পাননি যুযবেন্দ্র চাহাল। রাতারাতি পরিস্থিতি বদলানোর সম্ভাবনাও প্রায় নেই। আফসোস তাই যাওয়ার নয়। তবে তাঁরই মতো প্রাথমিক দলে 'ব্রাত্য' রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অজি সিরিজের সাফল্যকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন চাহাল।

বিশ্বকাপের দলে থাকা স্পিন–অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেলের চোটের ফলে অশ্বীন অজি সিরিজের ডাক পেয়েছেন। যে সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন চেনা মেজাজে। দ্বিতীয় ওডিআইয়ে ফিরেছেন তিন শিকার নিয়ে। ৮৯/২ থেকে ১২ বলের ব্যবধানে অশ্বীনের তিন ধাক্কায় অস্ট্রেলিয়া ১০১/৫, ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায়।

সবমিলিয়ে প্রত্যাবর্তনের পর দুই ম্যাচে চার উইকেট। দলের জয়ের অন্যতম সারথীও। বিশ্বকাপের সম্ভাবনাও যা উসকে দিয়েছে। সিনিয়ার সতীর্থের যে সাফল্যকে কুর্নিশ জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশেষ পোস্ট চাহালের। ফিলমি কায়দায় লিখেছেন, 'রবিচন্দ্রন অশ্বীন, নামটাই যথেষ্ট। কিংবদন্তি।'

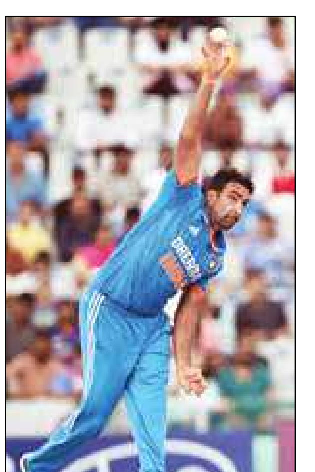

অস্ট্রেলিয়া সিরিজে সাদা বলেও ছাপ ফেলেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

প্রাক্তন অজি অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ যদিও সাফল্য সত্ত্বেও বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দলে অশ্বীনকে দেখছেন না। এক টিভি শোয়ে ফিঞ্চের যুক্তি, 'অশ্বীনের অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন চলে না। টেস্ট ক্রিকেট হোক বা টি২০, সব ফর্ম্যাটেও, বড় ম্যাচের প্লেয়ার। সেদিক থেকে বিশ্বকাপের আগে অজি সিরিজে অশ্বীনের উপস্থিতি বাকিদের জন্য মেন্টরের ভূমিকা নেবে। কিন্তু বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পনেরোয় ওকে আমি দেখছি না।'

এদিকে, বিশ্বকাপের সেরা বোলার হিসেবে কোনও একজন বাছতে নারাজ ফাফ ডুপ্লেসি। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকার মতে, এটা নির্ভর করবে ভারতীয় পিচগুলির চরিত্রের ওপর। কীরকম পিচ থাকে, তারপরই বোঝা যাবে। ডুপ্লেসি বলেন, 'মহম্মদ সিরাজ, মিচেল স্টার্ক, কাগিসো রাবাদা সহ তালিকায় একঝাঁক পেসার রয়েছে। কিন্তু হালকা স্পিন করলে, ব্যাটারদের পরীক্ষা নিতে প্রস্তুত থাকবে কুলদীপরা। গত ৬ মাসে দুরন্ত ছন্দে রয়েছে ভারতীয় স্পিনার। বিশ্বকাপেও যা চিন্তায় রাখবে ব্যাটারদের।'

টানা বোলিং ব্যর্থতায় কপালে ভাঁজ কামিন্সদের

সূর্যকে 'বাবা' বলেন গ্রিন

রাজকোট, ২৫ সেপ্টেম্বর : পাঁচে পাঁচ। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে শেষ তিন ম্যাচের পর ভারতের বিরুদ্ধে জোড়া হার। টানা পাঁচ ম্যাচে হার পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের। বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেভারিটদের নিম্নমুখী যে পারফরমেন্স অবাক করছে বিশেষজ্ঞদের। হতাশ সমর্থকরা। প্রাক্তনদের সমালোচনায় বিদ্ধ প্যাট কামিন্স ব্রিগেড।

কামিন্সদের সবচেয়ে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে বোলিং। দক্ষিণ আফ্রিকায় হেনরিচ ক্লাসেনদের হাতে বেধড়ক মার খেয়েছিল অজি বোলাররা। শেষ তিন ম্যাচে যথাক্রমে ৪১৬, ৩৩৮, ৩১৫ রান দিয়ে হেরেছে। শুভমান গিল, শ্রেয়স আইয়ার, সূর্যকুমার যাদবদের বিরুদ্ধেও ছবিটা বদলায়নি। ইন্দোরে ভারত করে ৩৯৯/৫। দলের অন্যতম পেসার সিন অ্যাবট মানছেন ছবিটার দ্রুত বদল দরকার। বিশ্বকাপ–মোড়ে ঢুকে পড়ার আগে বুধবার চলতি সিরিজে আরও একটা ম্যাচ পাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। ফাঁকফোকরগুলি যথাসম্ভব পূরণের তাগিদ পরিষ্কার। অ্যাবট জানিয়ে দিলেন, পরিকল্পনার বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

'পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা খেলতে পারছি না। ভুলগুলি থেকে শিক্ষা নিতে হবে। তবে আসল কথা শুধু শিক্ষা নিলে হবে না, তাঁর সঠিক বাস্তবায়ন জরুরি বাইশ গজে। আর সেখানেই ফাঁকফোকর থেকে যাচ্ছে।

> পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা খেলতে পারছি না। ভুলগুলি থেকে শিক্ষা নিতে হবে। তবে আসল কথা শুধু শিক্ষা নিলে হবে না, তাঁর সঠিক বাস্তবায়ন জরুরি বাইশ গজে।
> –সিন অ্যাবট

দক্ষিণ আফ্রিকায় যা ঘটেছিল, এদিন ঠিক সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি। অনেক উন্নতি দরকার,' সাফ কথা অ্যাবটের।

চিন্তার মাঝে কিছুটা স্বস্তি–শেষ সাত ম্যাচে দলের অন্যতম স্ট্রাইক বোলার মিচেল স্টার্ককে পায়নি অস্ট্রেলিয়া। কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউড সবে ফিরেছে। ত্রয়ীকে একসঙ্গে পাওয়া গেলে বোলিংয়ের চেহারা অনেকটা বদলে যাবে, বিশ্বাস থিংকট্যাংকের। তবে ক্যামেরন গ্রিন, মার্কাস স্টোয়িনিস, অ্যাবটদের দিয়ে ভারতের পিচে কতটা সাফল্য আসবে প্রশ্নটা থেকেই যায়।

বল হাতে গ্রিন আবার সেঞ্চুরি করে বসে আছেন। এর মধ্যে টানা চার বলে ছক্কার মার আইপিএল সতীর্থ সূর্যকুমার যাদবের হাতে। সূর্যপ্রহারের পর গ্রিনের পুরোনো একটা বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে রীতিমতো ভাইরাল। গত আইপিএলের সময় এক অনুষ্ঠানে এসে পাশে বসে থাকা সূর্যকে 'ড্যাড' বলেছিলেন। ইন্দোরে সূর্যও বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন তিনি 'বাপ'।

স্টিভেন স্মিথ অবশ্য কৃতিত্ব দিচ্ছেন ভারতীয় ব্যাটারদের। সঙ্গে উইকেট বুঝতে না পারার কথা। কামিন্সের অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় ম্যাচের অধিনায়ক স্মিথ বলেছেন, 'প্রথমে উইকেট বেশ ভালো মনে হয়েছিল। পরে যদিও বদলে যায়। অবশ্য কৃতিত্বটা ভারতের প্রাপ্য। দুর্দান্ত ব্যাটিং। ৪০০ সবসময় কঠিন চ্যালেঞ্জ। ইন্দোরে রানতাড়ার জন্য আদর্শ। কিন্তু বৃষ্টির পর কিছুটা বদলে যায়। বল স্পিন করতে শুরু করে। দুই দলের মূল লক্ষ্য বিশ্বকাপের প্রস্তুতি। কিন্তু তার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ জয়টাও।'

জট কাটছে, আজ ভিসা পাবেন বাবররা

ভারতে পৌঁছানোর কথা বুধবার

লাহোর, ২৫ সেপ্টেম্বর : অপেক্ষা আর মাত্র দশদিনের। ভারতের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের দামামা বাজতে শুরু করেছে। টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ খেলার লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়া ইতিমধ্যেই ভারতে পৌঁছে গিয়েছে। একদিনের বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া বাকি দলগুলিও পৌঁছাতে শুরু করেছে। আর তার মধ্যেই প্রতিবেশী পাকিস্তানের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে নয়া জট তৈরি হয়েছে।

বিস্তর বিতর্কের পর রাতের দিকে পাকিস্তানের ভারতে আসার ভিসা জট কাটতে চলেছে, এমন খবরও সামনে আসছে। জানা গিয়েছে, হয়তো আগামীকালই বাবর আজমরা ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার জন্য ভিসা পেয়ে যাবেন। ফলে শুক্রবার হায়দরাবাদে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রাক বিশ্বকাপ প্রথম অনুশীলন ম্যাচ নিয়ে পাকিস্তান দলের আর কোনও সংশয় রইল না। সেই ম্যাচের লক্ষ্যেই বুধবার নিজামের শহরে পৌঁছানোর কথা বাবরদের। আজ রাতের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, শুক্রবারের পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হবে ক্লোজড ডোর। হায়দরাবাদে সেদিন উৎসব রয়েছে। ফলে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে পারবে না স্থানীয় প্রশাসন।

এসবের মধ্যেই শুক্রবারের অনুশীলন ম্যাচের আগে ভারতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে গতকালই ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার কাছে পাক বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে নালিশ জানানো হয়েছিল। আজ আইসিসি-র তরফে পাক বোর্ডকে ভিসা জট কেটে যাওয়ার নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরও বাবরদের প্রাক বিশ্বকাপ প্রস্তুতি নিশ্চিতভাবেই ধাক্কা খেয়েছে। কারণ, ভারতে একদিনের বিশ্বকাপে অংশ নিতে হাজির হওয়ার আগে পাক দলের দুবাইয়ে টিম বন্ডিং সেশন ছিল। যা শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়। মাঝের সময়ে ভারতের ভিসা নিয়ে টালমাটাল পরিস্থিতির কারণে বাবরদের ক্রিকেটীয় ফোকাসে ব্যাঘাত ঘটেছে, পাক ক্রিকেটমহল থেকে এমন অভিযোগ তোলা হয়েছে। এসবের মধ্যেই আজ পাক দলের অন্দরের ক্ষোভের তথ্যও সামনে এসেছে। পাক বোর্ডের তরফে বাবরদের কিছু আর্থিক পুরস্কারের কথা আগে ঘোষণা করা হয়েছিল। বাবররা সেই অর্থ এখনও পাননি। যা নিয়ে পাক দলের অন্দরে ক্ষোভ রয়েছে বলে খবর।

শেষ চারে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৯ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে উঠল ভারত। সোমবার ভুটানকে তাঁরা হারাল ২-১ গোলে।

সুযোগ নষ্টের প্রদর্শনী সিভেরিওদের

ইস্টবেঙ্গল-০ জামশেদপুর এফসি-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : ডুরান্ড কাপে যে ফুটবল খেলেছিল ইস্টবেঙ্গল, আইএসএলের শুরুর দিনে তার ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারল না লাল-হলুদ ব্রিগেড। গত তিনবারের মতোই জিতে শুরু করতে ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গল।

প্রথমার্ধে ভূরিভূরি সুযোগ পেয়েও তা হেলায় হারানোর খেসারত দিতে হল ইস্টবেঙ্গলকে। এত সুযোগ তৈরি করা একটা দলের ভালো দিক। গত তিন মরশুম হারার জন্যই ইস্টবেঙ্গল মাঠে নামছে, এমনটাই মনে হত। এবার তেমন না হলেও আহামরিও লাগেনি লাল-হলুদ বাহিনীকে। শুরুর দিকে তেড়েফুঁড়ে খেললেও পরেরদিকে হারিয়েই গেল কার্লোস কোয়াদ্রাত ব্রিগেড। বোরহা হেরেরাকে মাঝমাঠ থেকে তুলে নেওয়ার পর আরও যেন এলোমেলো হয়ে গেল ইস্টবেঙ্গলের খেলা। এত সুযোগ তৈরির পর তা নষ্ট করার অর্থ দলে সঠিক স্ট্রাইকারের অভাব। প্রথমার্ধে জাভিয়ের সিভেরিও যেভাবে একের পর এক সুযোগ নষ্ট করলেন, সেটা দলের জন্য ক্ষতিকরও।

জামশেদপুরের গোলরক্ষককে টপকে বল জালে রাখতে পারলেন না সিভেরিও।

হায়দরাবাদ এফসিতে থাকার সময়ে তাঁকে এই জন্যই মানোলো মার্কুয়েজ পরিবর্ত হিসাবে খেলাতেন। এখানে তাঁকে একক স্ট্রাইকার হিসাবে খেলাতে হচ্ছে কোয়াদ্রাতকে। ৮, ৩৮ ও ৪২ মিনিটে পরপর সুযোগ নষ্টের ধারাবাহিকতা দেখালেন সিভেরিও। এই অর্ধেই মহেশের হেড টিপি রেহনেশ বল ফেরালে, ফিরতি বল গোলে পাঠালে ব্যর্থ বোরহা। নাওরেম মহেশ সিং এবং নন্দকুমার শেখর, দুইজনই এদিন নিজেদের সুনাম অনুযায়ী একেবারেই খেলতে পারেননি। ৬৯ মিনিটে একবার বলটা টেনে নিয়ে গিয়েও সময় বেশি নেওয়ায় গোলে মারতে পারেননি নন্দ। বল সাউল ক্রেসপোকে কোনওক্রমে বাড়ালে তাঁর শট সাইড নেটে লাগে। ৭৮ মিনিটে বক্সের বাইরে পাওয়া ফ্রি কিকও কাজে লাগাতে পারেননি ক্লেইটন সিলভা।

জামশেদপুরে এবার একমাত্র ড্যানিয়েল চিমা চুকু ছাড়া বাকি সব বিদেশিই নতুন। ভারতীয়দের মধ্যে প্রণয় হালদার, নংদাম্বা নাওরেম সিং,

ইস্টবেঙ্গল
প্রভসুখান, নীশু (এডউইন), খাবরা, পারদো, মন্দার, মহেশ (গুইতে), বোরহা (ক্লেইটন), ক্রেসপো, সৌভিক (রাকিপ), নন্দকুমার ও সিভেরিও।

প্রতীক চৌধুরীরা চেনা মুখ। বাকি সবাই তরুণ ফুটবলার। ফলে এবারও এই দলটা দারুণ কিছু করে ফেলবে বলে প্রথম ম্যাচে অন্তত মনে হয়নি। চিমা এখনও ফিটনেসের ধারেকাছে নেই। প্রথমার্ধে নাওরেম ভালো জায়গায় বল পেয়েও গোলে মারতে দেরি করায় ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু হয়নি। ৫১ মিনিটে প্রণয় হালদারের একটা শট সাইড নেটে লাগে। ঠিক এর কিছু আগেই সিভেরিওকে ডি বক্সের মধ্যে প্রতীক হাত দিয়ে টেনে ফেলে দিলেও রেফারি জামাল মহম্মদ ফাউল দেননি। গোল আসছে না দেখে ৫৭ মিনিটে বোরহার পরিবর্তে ক্লেইটনকে নামিয়ে দুই স্ট্রাইকার করে দেন। তিনি এখনও ফিট নন। ৮২ মিনিটে সেরা সুযোগ ছিল সেমবোই হাওকিপের। ৬ গজ বক্সের মধ্যে থেকে তিনি বল বাইরে মারেন। ম্যাচের শেষদিকে ইমরান খানকে বক্সে খাবরা এবং এডউইন ভন্সপল ট্যাকল করলে জামশেদপুর পেনাল্টির দাবি করে। তবে রেফারি কর্ণপাত করেননি। এদিন জর্ডন এলসে-লালচুংনুঙ্গার অনুপস্থিতিতে ডিফেন্স ভালো সামলালেন হরমনজ্যোৎ সিং খাবরা ও আন্তোনিও পারদো। ম্যাচের সেরাও তাই খাবরা। প্রথমার্ধে অকারণ ঝামেলা করে প্রণয়, সৌভিক চক্রবর্তীরা তো বটেই এমনকি কোয়াদ্রাতও হলুদ কার্ড দেখলেন। সংযুক্তি সময়ে ভুল করলেন রেফারি। ক্রেসপো জামশেদপুরের এমিল বেনিকে ধাক্কা মারলে দুই দলের ফুটবলারদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। রেফারি দ্বিতীয় হলুদ ভেবে বেনিকে লাল কার্ড দেখালেও পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাঁকে ফিরিয়ে আনেন।

ছবি : ডি মণ্ডল

দলের খেলায় সন্তুষ্ট কার্লোস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : প্রথম ম্যাচে ড্র করে খুশি ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাত। বলেছেন, 'আমি দলের খেলায় সন্তুষ্ট। তবে পরের ম্যাচে আরও ভালো করতে হবে।' জাভিয়ের সিভেরিওর গোল মিস প্রসঙ্গে লাল-হলুদ কোচ বলেছেন, 'গোল মিস হতেই পারে। অল্পের জন্য অনেক সময় গোল আসে না।' তিনি আরও যোগ করেন, 'ক্লেইটন এখনও সিলভা ম্যাচ ফিট নয়. ওকে আরও সময় দিতে হবে। শেষ ২০ মিনিট আমার দল ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তবে ফিটনেসে আগামীদিনে উন্নতি করতে হবে।' তবে লাল-হলুদের মিডিও বোরহা বলেছেন, 'আমি দলের খেলায় খুশি নই। আরও উন্নতি করতে হবে।'

।।স্মৃতির উদ্দেশ্যে।।

ঁযোগেশ চন্দ্র রায়
জন্ম : 01/01/1935,
প্রয়াণ : 17/09/2023
(বাংলা : ৩০শে ভাদ্র, ১৪৩০ সন)
শ্রাদ্ধানুষ্ঠান : 29/09/2023 ইং
(শুক্রবার মধ্যাহ্নে)
তোমার প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। -**ভাগ্যহীনা (স্ত্রী) : তপতী রায়, কন্যা ঃ সুতপা রায় ও সুদীপ্তা রায় (বসুনীয়া), জামাতা ঃ গোবিন্দ রায় ও শীর্ষেন্দু রায় বসুনীয়া। নাতি ঃ অভীক রায় ও স্পন্দন রায় বসুনীয়া।** পাটাকুড়া, কোচবিহার।

আজ স্প্যানিশ ও রাশিয়ান কোচের মগজাস্ত্রের লড়াই

বদলার শপথ মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : 'আমাদের বদলা নিতেই হবে।' বক্তা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। ২২ জুলাই গ্রুপ পর্বের ম্যাচে তাঁর দলকে ২-১ গোলে হারিয়ে মহমেডান গ্যালারিকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল কিবু ভিকুনার ডায়মন্ড হারবার এফসি। চলতি কলকাতা লিগে এটাই মহমেডানের একমাত্র পরাজয়। সেই ম্যাচের কথা মাথায় রেখেই রাশিয়ান কোচের স্পষ্ট বক্তব্য, 'ফুটবলারদের বলে দিয়েছি যে আমাদের বদলা নিতেই হবে। আমাদের আরও আক্রমণাত্মক

কলকাতা লিগে আজ
সুপার সিক্সের ম্যাচ
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব
বনাম **ডায়মন্ড হারবার এফসি**
স্থান : কিশোর ভারতী স্টেডিয়াম
ম্যাচ শুরু : দুপুর ৩টা

ফুটবল খেলতে হবে। আমরা ওদের একটা ম্যাচ উপহার দিয়েছিলাম। এবার সেটা ফিরিয়ে নেওয়ার পালা।'

তবে সেই ম্যাচের পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। সাদা-কালো শিবিরে কোচ বদলেছে। সেই ম্যাচে মহমেডানের গোলদাতা বেনেস্টোন ব্যারেটো গোয়ায় নিজের বাড়িতে বিশ্রামে আছেন। অন্যদিকে কিবুর দলেরও ছয়জন ফুটবলার আই লিগের দলে যোগ দিয়েছেন। মগজাস্ত্রের লড়াইটা যে এবার অন্যরকম হবে, সেটা কিবু বলে দিলেন, 'ওদের কোচ বদলানোর সঙ্গে খেলার ধরনও পালটেছে। ওরা প্রতি ম্যাচে আলাদা-আলাদা ছকে খেলে। আগের ম্যাচে পেয়েছিলাম এমন অনেক ফুটবলারকে মঙ্গলবার পাব না। তাই এবারের পরিস্থিতি একদম আলাদা। যাই হোক, ৩ পয়েন্ট ছাড়া অন্য কিছু ভাবছি না।' সুপার সিক্সের সমীকরণ বলছে কেবল এই দুইটি দলই সর্বোচ্চ ৪৪ পয়েন্টে পৌঁছোতে পারে। তাই এই ম্যাচের ফলই কলকাতা লিগের চ্যাম্পিয়ন ঠিক করে দিতে পারে।

ডেভিড লালহালানসাঙ্গা নামের নতুন তারকা ময়দানে উদয় হয়েছেন। ১৯ গোল করে লিগের সর্বোচ্চ গোলের মালিক। স্বাভাবিকভাবেই বিপক্ষ দলের কোচেরা তাঁকে বাড়তি নজরে রাখলেও ফাঁদ কেটে ঠিক গোলের রাস্তা করে নিচ্ছেন মণিপুরি স্ট্রাইকার। কিন্তু শেষ সাক্ষাতে কিবু তাঁকে রুখেছিলেন। তবে মঙ্গলবার কেবল ডেভিড নয়, গোটা আক্রমণভাগই চিন্তা কিবুর, 'ডেভিড তো বটেই, ওদের উইঙ্গাররাও খুবই ভালো খেলছে। সেইসঙ্গে শেখ ফৈয়াজ যোগ দেওয়ায় দলটা আরও শক্তিশালী হয়েছে।' চেরনিশভের যেমন ডেভিড আছে, তেমনই কিবুর আছে রাহুল পাসোয়ান। ১১ গোল করে লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থানে আছেন। শেষ সাক্ষাতে তাঁর জোড়া গোলেই প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছিল কিবু-ব্রিগেড। রাহুল প্রসঙ্গে চেরনিশভের বক্তব্য, 'গত মরশুমে মহমেডানে খেলার সময়ই নজরে পড়েছিল। ও খুব সুযোগসন্ধানী। আমাদের বাড়তি সচেতন থাকতে হবে।' ম্যাচের টিকিট স্টেডিয়াম থেকে বিনামূল্যে বিতরণের ঘোষণা করেছে আইএফএ।

আজ ইস্টবেঙ্গলের সামনে খিদিরপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : কলকাতা লিগের সুপার সিক্স শুরু হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ খিদিরপুর। এই মুহূর্তে ১৩ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টবেঙ্গল রয়েছে তৃতীয় স্থানে। অপরাজিতভাবে গ্রুপ পর্ব শেষ করেছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ম্যাচেই ধাক্কা খায় ইস্টবেঙ্গল। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে ১-২ গোলে পরাজিত হয় লাল-হলুদ ব্রিগেড। ফলে খিদিরপুর এফসি-কে হারিয়ে লিগে জয়ের রাস্তায় ফিরতে মরিয়া বিনো জর্জের ছেলেরা।

অন্যদিকে, লিগে চমক দেখিয়ে গ্রুপ পর্বে তৃতীয় হয়ে উঠেছিল খিদিরপুর। তবে গ্রুপ পর্বের খেলায় ইস্টবেঙ্গলের কাছে ২-০ গোলে পরাজিত হয়েছিল। সেই ম্যাচে তুহিন দাস ও শ্যামল বেসরার গোলে জয় পায় লাল-হলুদ। তারপর অবশ্য ঘুরে দাঁড়িয়েছিল খিদিরপুর। তাদের কোচ সায়ন্তন দাসরায়ের তত্ত্বাবধানে দারুণ পারফরমেন্স উপহার দেয় তারা। কিন্তু তাল কাটল চ্যাম্পিয়নশিপে এসে। আর্থিক কারণে দায়িত্ব ছেড়ে দেন সায়ন্তন। তার ওপর একাধিক খেলোয়াড় দল ছেড়েছেন। মহমেডানের কাছে আগের ম্যাচেই ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে খিদিরপুর। ফলে দলের মনোবল একপ্রকার তলানিতে। এহেন খিদিরপুরের বিপক্ষে জয় তোলার লক্ষ্যে মাঠে নামবে ইস্টবেঙ্গল।

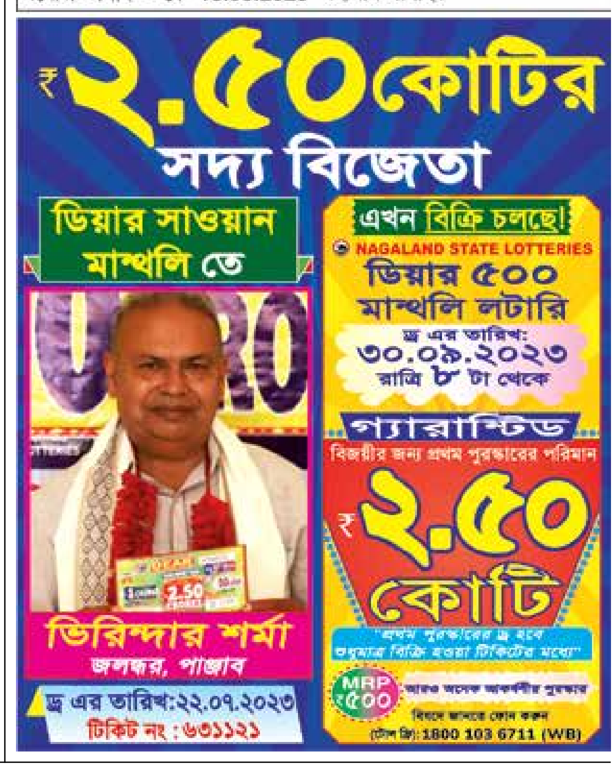

মাদ্রিদ ডার্বিতে হার রিয়ালের

মাদ্রিদ, ২৫ সেপ্টেম্বর : থেমে গেল রিয়াল মাদ্রিদের চলতি মরশুমের বিজয়রথ। রবিবার জমজমাট ডার্বিতে ৩-১ গোলে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের কাছে হার স্বীকার করতে হল কার্লো আন্সেলোত্তির দলকে। সৌজন্যে স্প্যানিশ তারকা আলভারো মোরাতা। তিনি শুরুতে ৪ মিনিটে প্রথম গোলটি করে দলকে এগিয়ে দেন। ১৮ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান আতোঁয়া গ্রিজমান। রিয়ালের জার্মান স্নাইপার টনি ক্রুজ ৩৫ মিনিটে ব্যবধান কমালেও ৪৬ মিনিটে ম্যাচের শেষ ও দলের তৃতীয় গোলটি করে ম্যাচের ফল নিশ্চিত করে দেন মোরাতা। মেট্রোপলিটানো স্টেডিয়ামে অসুস্থতার কারণে দলে প্রত্যাবর্তন করতে পারেননি ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। এছাড়া নিজেদের এই মরশুমের চিরাচরিত ৪-৪-২ ফর্মেশন ছেড়ে ৪-১-২-১-২ ফর্মেশনে দল খেলান রিয়ালের কোচ। এই দুইয়ে মিলে বেশ নিষ্প্রভ দেখায় লস ব্লাঙ্কোসদের। ৩৮ বর্ষীয় লুকা মডরিচের খেলায় ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। এছাড়াও ডেভিড আলাবার বিরল ভুলে দলের খামতিগুলো সামনে উঠে এসেছে। খেলা শেষে আন্সেলোত্তি দলের ডিফেন্সকে হারের জন্য দায়ী করলেও দলে স্ট্রাইকারের অভাবকে তিনি কোনও অসুবিধা বলে মনে করছেন না। জুডে বেলিংহ্যামকে তিনি স্ট্রাইকার হিসেবে ব্যবহার করলেও সেটা যে সবসময় কার্যকর হবে না তা এদিনের খেলায় স্পষ্ট।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in